গীত সংহিতা।

ইব্রীয় ভাষা হইতে অনুবাদিত।

THE PSALMS

TRANSLATED INTO BENGALI
FROM THE HEBREW.

Authorised to be used in Churches.

CALCUTTA.
PRINTED BY BARADA PROSAD GHOSE,
AT THE SAKHA PRESS, 34, MUSSULMANPARA LANE.

1898.

গীত সংহিতার নিরূপিত পাঠের অনুক্রম

প্রাতঃ ও সায়ংকালীন প্রার্থনার নিমিত্তে গীতসংহিতা পাঠ করিবার যে নিয়ম তদনুসারে প্রত্যেক মাসে এক বার গীতসংহিতা সমুদায় পাঠ করা যাইবে। কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাসে কেবল অষ্টাবিংশ কিম্বা ঊনত্রিংশ দিবস পর্য্যন্ত উহা পাঠ করা যাইবে।

আর যেহেতুক জানুয়ারি, মাচ, মে, জুলাই, আগষ্ট, অক্টোবর, ও ডিসেম্বর, প্রত্যেক মাসের একত্রিংশৎ দিবস আছে; অতএব এই নিয়ম করা যাইতেছে, যে উক্ত মাস কতিপয়ের শেষ দিবসে পূর্ব্বদিন পঠিত গীত সমূহই পাঠ করা যাইবে; ইহাতে যেন পর মাসের প্রথম দিবসে গীতসংহিতা পুনর্ব্বার আরব্ধ হয়।

এবং যেহেতুক ১১৯ গীত দ্বাবিংশতি অংশে বিভক্ত আছে, ও দীর্ঘতা প্রযুক্ত এক কালীন পাঠ করা যায় না; অতএব এমন নিয়ম করা যাইতেছে, যে এককালে উক্তাংশের চারি কিম্বা পাঁচের অধিক পঠিত হইবে না।

আর প্রত্যেক গীত, ও ১১৯ গীতের প্রত্যেক এতাদৃশ অংশের শেষে এই স্তব করা যাইবে।

পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার মহিমা হউক;

আদিতে যেমন ছিল, এখন আছে, এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত সদা হইবে। আমেন্।

কোন২ দিনের বিশেষ২ গীত।

	প্রাতঃ পাঠ্য।	সায়ং পাঠ্য।
খ্রীষ্টমস দিন	১৯, ৪৫, ৮৫,	৮৯, ১১০, ১০২,
ভস্ম বুধবার	৬, ৩২, ৩৮,	১০২, ১৩০, ১৪১,
পুণ্য শুক্রবার	২২, ৪০, ৫৪,	৬৯, ৮৮.
পুনরুত্থান দিন	২, ৫৭, ১১১,	১১৩, ১১৪, ১১৮,
আরোহণ দিন	৮, ১৫, ২১,	২৪, ৪৭, ১০৮,
পঞ্চাশ পর্ব্ব	৪৮; ৬৮,	১০৪, ১৪৫,

১ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

১ গীত।

১ ধন্য সেই মনুষ্য, যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে নাই, এবং পাপিদের পথে দাঁড়ায় নাই : ও নিন্দকদের আসনে বসে নাই।

২ কিন্তু প্রভুর নিয়মেই তাহার সন্তোষ : এবং তাঁহার নিয়মে সে দিবানিশি ধ্যান করে।

৩ সে জলস্রোতের নিকটে রোপিত বৃক্ষের তুল্য হইবে, যে নিজকালে আপন ফল দেয়, ও যাহার পত্র ম্লান হয় না : এবং সে যে কিছু করে সকলেতেই কৃতার্থ হইবে।

৪ দুষ্টেরা তাদৃশ নহে, কিন্তু তুষের তুল্য : যাহা বায়ু উড়াইয়া দেয়।

৫ অতএব দুষ্টেরা বিচারে, অথবা পাপিরা যাথার্থিকদের সমাজে : উঠিবে না।

৬ কেননা প্রভু যাথার্থিকদের পথ জানেন : কিন্তু দুষ্টদের পথ বিনষ্ট হইবে।

২ গীত।

১ বিজাতিরা কেন গর্জ্জন করে : এবং লোকেরা অনর্থ চিন্তা করে ?

২ প্রভুর ও তাঁহার অভিষিক্তের বিপক্ষে, পৃথিবীর

রাজারা উত্থান করিয়াছে : অধ্যক্ষেরা একত্র মন্ত্রণা করিয়াছে।

৩ "আইস তাহাদের বন্ধন খণ্ডন করি : এবং তাহাদের রজ্জু আপনাদের হইতে ফেলিয়া দিই।"

৪ যিনি স্বর্গে উপবিষ্ট তিনি হাসিবেন : প্রভু তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিবেন।

৫ তখন তিনি আপন ক্রোধে তাহাদের প্রতি উক্তি করিবেন : ও আপন উষ্মায় তাহাদিগকে ব্যাকুল করিবেন।

৬ "আমি তো আমার পবিত্র পর্ব্বত সীয়োনের উপর : আপন রাজাকে স্থাপন করিয়াছি।"

৭ আমি ব্যবস্থার বর্ণনা করিব, প্রভু আমাকে কহিলেন : "আমার পুত্র তুমি, আমি অদ্য তোমাকে জন্মাইয়াছি।"

৮ "আমার নিকটে চাহ, এবং আমি বিজাতিগণকে তোমার অধিকারার্থে : ও পৃথিবীর সীমা তোমার ভোগার্থে দিব।

৯ "তুমি তাহাদিগকে লৌহ দণ্ডে খণ্ড২ করিবা : কুম্ভকারের পাত্রের ন্যায় তাহাদিগকে চূর্ণ করিবা।"

১০ তবে এখন হে রাজারা তোমরা সুবোধ হও : হে পৃথিবীর বিচারকেরা তোমরা শাসন গ্রহণ কর।

১১ ভয়েতে প্রভুর সেবা কর : ও কম্পনের সহিত আনন্দ কর।

১২ পুত্রকে চুম্বন কর, পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েন, ও তোমরা পথে বিনষ্ট হও : কেননা অবিলম্বে তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে, তাঁহার শরণাগত সকলেই ধন্য।

৩ গীত ।

১ হে প্রভো আমার বৈরিরা কেমন বহুল : অনেকে আমার বিপক্ষে উঠিতেছে ।

২ অনেকে আমার প্রাণকে কহিতেছে : "ঈশ্বরেতে উহার ত্রাণ নাই ।"

৩ কিন্তু তুমিই হে প্রভো, আমার চতুর্দ্দিকস্থ ঢাল : আমার গৌরব, ও আমার মস্তক-উন্নতকারী ।

৪ আমার রবে প্রভুকে ডাকিলাম : ও তিনি আপন পবিত্র পর্ব্বত হইতে আমাকে উত্তর দিলেন ।

৫ আমি শুইয়া নিদ্রা গেলাম, আমি জাগিলাম : কেননা প্রভু আমাকে ধারণ করেন ।

৬ আমি অযুত ২ লোককে ভয় করিব না : যাহারা আমার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিকে ব্যূহ করিয়াছে ।

৭ হে প্রভো উঠ, হে আমার ঈশ্বর, আমাকে ত্রাণ কর : কেননা তুমি আমার সকল বৈরিদিগকে চোয়ালিতে আঘাত করিয়াছ, তুমি দুষ্টদের দন্ত ভগ্ন করিয়াছ ।

৮ পরিত্রাণ প্রভুরই : তোমার লোকের উপর তোমার আশীর্ব্বাদ ।

৪ গীত ।

১ হে আমার যাথার্থ্যের ঈশ্বর, আমি ডাকিলে আমাকে উত্তর দিও : কষ্টকালে তুমি আমার স্থান প্রশস্ত করিয়াছ, আমাকে দয়া কর ও আমার প্রার্থনা শুন ।

২ হে বীর-পুত্রেরা কতকাল আমার মান অপমান

হইবে : ও তোমরা অনর্থ ভাল বাসিবা ও মিথ্যার অনুসন্ধান করিবা।

৩ কিন্তু জানিও যে, প্রভু সাধুকে আপনার নিমিত্তে পৃথক্ করিয়াছেন : আমি প্রভুকে ডাকিলে তিনি শুনিবেন।

৪ ক্রুদ্ধ হইয়া পাপ করিও না : তোমাদের শয্যায় ধ্যান করত মৌনী হও।

৫ যাথার্থ্যের বলি উৎসর্গ কর : এবং প্রভুতে ভরসা রাখ।

৬ অনেকে কহিতেছে, কে আমাদিগকে মঙ্গল দেখাইবে : হে প্রভো আমাদের উপর তোমার মুখের দীপ্তি উদয় করাও।

৭ যখন তাহাদের শস্য ও দ্রাক্ষাবস প্রচুর হয় : তৎকালাপেক্ষা তুমি আমার হৃদয়ে অধিক আহ্লাদ প্রদান করিয়াছ।

৮ শান্তিতে আমি একেবারে শুইয়া নিদ্রা যাইব : কেননা কেবল তুমি, হে প্রভো, আমাকে কুশলে বাস করাইয়া থাক।

৫ গীত।

১ হে প্রভো, আমার বাক্যে কর্ণপাত কর : আমার ধ্যান বিবেচনা কর।

২ আমার চীৎকারের রবে মনোযোগ কর, হে আমার রাজন্ ও আমার ঈশ্বর : কেননা তোমার উদ্দেশে আমি প্রার্থনা করি।

৩ হে প্রভো, প্রাতঃকালে তুমি আমার রব শুনিবা : প্রাতেই আমি তোমার উদ্দেশে আয়োজন করিয়া প্রতীক্ষায় থাকিব।

৪ কেননা দুষ্টতায় সন্তুষ্ট ঈশ্বর তুমি নহ : কোন মন্দ তোমার কাছে প্রবাস করিবে না।

৫ দাম্ভিকেরা তোমার চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইবে না : তুমি সমস্ত অপক্রিয়াকারিদিগকে দ্বেষ কর।

৬ তুমি মিথ্যাবাদিদিগকে নষ্ট করিবা : রক্তপ্রিয় ও কপটী লোককে প্রভু ঘৃণা করিবেন।

৭ কিন্তু আমি তোমার দয়ার প্রাচুর্য্যে তোমার গৃহে যাইব : তোমার ভয়েতে তোমার পবিত্র মন্দিরের দিকে প্রণিপাত করিব।

৮ হে প্রভো আমার বিপক্ষদের হেতু তোমার যাথার্থ্যে আমাকে লইয়া যাও : আমার সম্মুখে তোমার পথ সরল কর।

৯ কেননা তাহার মুখে কোন স্থিরতা নাই : তাহাদের অভ্যন্তর দুষ্টতা, তাহাদের কণ্ঠ অনাবৃত কবর, তাহারা আপনাদের জিহ্বা স্নিগ্ধ করে।

১০ হে ঈশ্বর তাহাদিগকে দোষী কর, তাহারা আপনাদের মন্ত্রণা হেতু পতিত হউক : তাহাদের অপরাধের বাহুল্যে তাহাদিগকে নিক্ষেপ কর, কেননা তোমারি বিরুদ্ধে তাহারা বিদ্রোহ করিয়াছে।

১১ কিন্তু তোমার সমস্ত শরণাগত লোকে আহ্লাদিত হউক : তাঁহারা নিত্য উল্লাসধ্বনি করুক, এবং তুমি তাহাদের আবরণ হও, ও তোমার নামানুরাগিরা তোমাতে আনন্দ করুক।

১২ কেননা তুমিই হে প্রভো যাথার্থিককে আশীর্ব্বাদ করিবা : ঢালের ন্যায় প্রসন্নতাতে তাহাকে বেষ্টন করিবা।

---

১ দিন। সায়ংকালীন গীত।

৬ গীত।

১ হে প্রভো তোমার ক্রোধেতে আমাকে অনুযোগ করিও না: ও তোমার উষ্মাতে আমাকে শাসন করিও না।

২ আমাকে দয়া কর হে প্রভো, কারণ আমি শুষ্ক হইয়াছি: আমাকে সুস্থ কর হে প্রভো, কারণ আমার অস্থি ব্যাকুল হইয়াছে।

৩ আমার প্রাণও অতি ব্যাকুল হইয়াছে: কিন্তু তুমিই হে প্রভো, আর কতকাল?

৪ হে প্রভো ফির, আমার প্রাণকে উদ্ধার কর: তোমার দয়া হেতু আমাকে ত্রাণ কর।

৫ কেননা মৃত্যুতে তোমার কোন স্মরণী নাই: অধোলোকে কে তোমার প্রশংসা করিবে?

৬ আমার কুন্থনে ক্লান্ত হইয়াছি, সমস্ত রাত্রি আপন শয্যা ভাসাই: অশ্রুতে আপন খট্টা গলিত করি।

৭ শোকেতে আমার চক্ষু ক্ষয় হইয়াছে: আমার সমূহ পীড়ক হেতু তাহা জীর্ণ হইয়াছে।

৮ রে অপক্রিয়াকারি সকল, আমা হইতে দূর হও: কেননা প্রভু আমার ক্রন্দনের রব শুনিয়াছেন।

৯ প্রভু আমার বিনতি শুনিয়াছেন: প্রভু আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন।

১০ আমার সমস্ত শত্রুগণ লজ্জিত ও অতি ব্যাকুল হইবে: তাহারা ফিরিয়া ক্ষণমাত্রে লজ্জিত হইবে।

৭ গীত।

১ হে প্রভো আমার ঈশ্বর, আমি তোমার শরণাগত হইয়াছি: আমার সমস্ত তাড়কগণ হইতে আমাকে ত্রাণ কর, ও আমাকে উদ্ধার কর।

২ পাছে সে সিংহের ন্যায় আমার প্রাণ বিদীর্ণ করত: উদ্ধারকর্ত্তা না থাকায় ছিন্ন ভিন্ন করে।

৩ হে প্রভো, আমার ঈশ্বর যদি ইহা করিয়া থাকি: যদি আমার হস্তে অন্যায় থাকে,

৪ আমার নির্ব্বিরোধির প্রতিশোধে যদি মন্দ করিয়া থাকি: অথবা আমার অকারণ পীড়কের যদি অপহরণ করিয়া থাকি,

৫ তবে শত্রু আমার প্রাণকে তাড়িয়া ধরুক: ও আমার জীবনকে ভূমিতে দলিত করুক, ও আমার গৌরব ধূলা-শায়ি করুক।

৬ হে প্রভো তোমার ক্রোধেতে উঠ, আমার পীড়কদের কোপের বিরুদ্ধে উন্নত হও: এবং আমার নিমিত্তে জাগ্রৎ হও, তুমি বিচার বিধান করিয়াছ,

৭ এবং লোকদের সমাজ তোমাকে বেষ্টন করিবে: ও তাহার উপরে ঊর্দ্ধে ফিরিয়া যাও।

৮ প্রভু লোকদের বিচার করিবেন: হে প্রভো আমার যাথার্থ্য ও আমার নিজ সারল্যানুসারে আমার বাদ নিষ্পত্তি কর।

৯ দুষ্টদের দুরন্ততার অবসান হউক, এবং তুমি যাথার্থিককে দৃঢ় কর: যাথার্থিক ঈশ্বর হৃদয় ও হৃদ্গ্রন্থি পরীক্ষাকারি।

১০ ঈশ্বরেতে আমার ঢাল: তিনি সরলহৃদয়ের ত্রাতা।

১১ ঈশ্বর যথার্থ বিচারক : এবং ঈশ্বর প্রত্যহ ক্রুদ্ধ হয়েন।

১২ যদি কেহ না ফিরে, তিনি আপন খড়্গে শান দেন : তিনি নিজ ধনুকে আনমন পূর্ব্বক যোজনা করিয়াছেন।

১৩ তাহার নিমিত্তেই তিনি মৃত্যুবাণ প্রস্তুত করিয়াছেন : তিনি আপন তীর জ্বলন্ত করিয়াছেন।

১৪ দেখ সে অপক্রিয়ার প্রসূত-বেদনা পাইতেছে : দুরন্ততা আধান করিয়াছে ও মিথ্যা জন্মাইয়াছে।

১৫ সে গর্ত্ত কাটিল, এবং খনন করিল : ও নিজকৃত খাতে পতিত হইল।

১৬ তাহার দুরন্ততা তাহারই মস্তকে ফিরিবে : এবং তাহার দৌরাত্ম্য তাহারই মুণ্ডোপরি পড়িবে।

১৭ আমি প্রভুকে তাঁহার যাথার্থ্যানুসারে প্রশংসা করিব : এবং আমি উচ্চতম্ প্রভুর নামের সঙ্কীর্ত্তন করিব।

৮ গীত।

১ হে প্রভো আমাদের প্রভো, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন গৌরবান্বিত : তুমি স্বর্গমণ্ডলোপরি তোমার মহিমা স্থাপন করিয়াছ।

২ তোমার বৈরিগণ হেতু, শত্রু এবং প্রতিহিংসকের দমনার্থে : তুমি শিশু ও স্তনপায়িদের মুখ হইতে শক্তি স্থাপন করিয়াছ।

৩ যখন আমি তোমার অঙ্গুলি রচিত স্বর্গমণ্ডল : তোমার স্থাপিত চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ দৃষ্টি করি,

৪ মর্ত্ত্য কে যে তুমি তাহার স্মরণ কর : মনুষ্য সন্তানই বা কে যে তুমি তাহার অবেক্ষণ কর ?

৫ আরো তুমি তাহাকে ঈশ্বর হইতে কিছু ন্যূন করিয়াছ : এবং গৌরব ও আদরে মুকুটিত করিয়াছ।

৬ তাহাকে তোমার হস্তরচনার উপর কর্তৃত্ব দিয়াছ : সকলি তাহার পদতলস্থ কবিয়াছ,

৭ মেষ ও বৃষগণ : তৎসমূহ, আরো বন্যপশুগণ,

৮ আকাশের পক্ষি ও সমুদ্রের মৎস্য এবং সিন্ধু পথগামী সকলে।

৯ হে প্রভো, আমাদের প্রভো : সমস্ত পৃথিবীতে তোমাব নাম কেমন গৌরবান্বিত।

---

২ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

৯ গীত।

১ আমি সমস্ত হৃদয়ে প্রভুর প্রশংসা করিব : তোমার সমস্ত আশ্চর্য্য বর্ণনা করিব।

২ তোমাতে আনন্দ ও উল্লাস কবিব : হে উচ্চতম আমি তোমাব নামেব সঙ্কীর্ত্তন করিব।

৩ আমার শত্রুরা পশ্চাৎ ফিবিয়া গেলে : তোমার সম্মুখে উছোট খাইয়া নষ্ট হইবে।

৪ কেননা তুমি আমার বিচার ও বাদ নিষ্পত্তি করিলা : তুমি সিংহাসনে বসিলা, যথার্থ বিচাবকারী।

৫ তুমি বিজাতিগণকে অনুযোগ করিলা, দুষ্টকে বিনাশ করিলা : তাহাদের নাম অনন্তকালের নিমিত্ত লোপ করিলা।

৬ অহো শত্রুর ধ্বংস সদাকালার্থে সম্পূর্ণ হইয়াছে :

তুমি নগর সকল উচ্ছিন্ন করিয়াছ, তাহাদের স্মরণীও নষ্ট হইয়াছে।

৭ কিন্তু প্রভু নিত্য উপবিষ্ট : বিচারার্থে আপন সিংহাসন স্থাপন কবিয়াছেন।

৮ এবং তিনি যাথার্থ্যে জগতের বিচার করিবেন : ন্যায়েতে লোকদের বাদ নিষ্পত্তি কবিবেন।

৯ প্রভু দুর্ব্বলের উচ্ছ্রয় হইবেন : কষ্ট কালাথে উচ্ছ্রয়।

১০ এবং তোমার নামজ্ঞেরা তোমাতে ভবসা করিবে : কেননা হে প্রভো, তোমাব অন্বেষকদিগকে তুমি ত্যাগ কব নাই।

১১ সীয়োন-নিবাসি প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন কর : লোকসমূহের মধ্যে তাহাব ক্রিয়া প্রকাশ কর।

১২ কেননা রক্তপাতের অনুসন্ধান কবত, তাহাদিগকে স্মরণ করেন : তিনি দুঃখিদের চীৎকার বিস্মরণ করেন না।

১৩ আমাকে দয়া কর, হে প্রভো, দ্বেষকাবিদের হইতে আমার ক্লেশে দৃষ্টি কর : হে মৃত্যুদ্বার হইতে আমার উত্থাপক।

১৪ যেন আমি সায়োন-কন্যার দ্বারে তোমার সমস্ত প্রশংসা বর্ণনা করি : ও তোমার ত্রাণে আনন্দিত হই।

১৫ বিজাতিরা যে গর্ত্ত করিয়াছে তাহাতেই মগ্ন হইয়াছে : যে জাল তাহারা গোপনে পাতিয়াছিল, তাহাতে তাহাদেরই চরণ আটকিয়াছে।

১৬ প্রভু সুপরিচিত, তিনি বিচার নিষ্পন্ন করিয়াছেন : দুষ্ট নিজ হস্তের কার্য্যেতে ধরা পড়িয়াছে।

১৭ দুষ্টেরা, ঈশ্বর বিস্মৃত জাতিসমূহই : অধোলোকের দিকে ব্যাবৃত্ত হইবে।

১৮ কেননা দীনহীন সর্ব্বদা বিস্মরণের পাত্র থাকিবে না' বিনযিদের প্রতীক্ষা চির নষ্ট হইবে না।
১৯ হে প্রভো উঠ, মর্ত্ত্য যেন বলিষ্ঠ না হয়: বিজাতিরা তোমাব সম্মুখে বিচাবিত হউক।
২০ হে প্রভো আতঙ্ক তাহাদেব অন্তরে স্থাপন কর' বিজাতিরা জানুক তাহাবা মর্ত্ত্য মাত্র।

১০ গীত।

১ হে প্রভো কেন তুমি দূবে দাঁড়াও এবং কষ্ট কালে লুক্কাইত থাক?
২ দুষ্টেব অহঙ্কারে দবিদ্র দগ্ধ হয তাহাদের কল্পিত কৌশলে উহাবা ধরা পড়ে।
৩ কেননা দুষ্ট আপন প্রাণেব অভিলাষেতে শ্লাঘা ববে এবং লভ্যপ্রাপ্ত হইযা ধন্যবাদ করে, প্রভুকে তুচ্ছ কবে।
৪ দুষ্ট নিজ ঔদ্ধত্য প্রযুক্ত অনুসন্ধান করিবে না ঈশ্বব নাই, এই তাহার কল্পনাব সার।
৫ তাহাব পথ সর্ব্বদা দৃঢ, তোমাব বিচাব উচ্চতম, দর্শনাতীত .·সে তাবৎ বিপক্ষগণকে ফু২ করে।
৬ সে মনে২ কহিয়াছে: "আমি বিচলিত হইব না, পুরুষে২ নিরাপদে থাকে এমন আমি।"
৭ তাহাব মুখ অভিশাপ ও কাপট্য ও অত্যাচারে পূর্ণ: তাহার জিহ্বাতলে দুরন্ততা ও অপক্রিয়া।
৮ সে গ্রামের ঘাঁটিতে বসে, সে গুহাতে নির্দ্দোষিকে বধ করে: গোপনে তাহার চক্ষু অনাথের উদ্দেশে তাকিয়া থাকে।

৯ সিংহ যেমন নিজ গর্ত্তে, তদ্রূপ সে আপন গুহাতে লুকাইয়া থাকে : দরিদ্রকে ধরণার্থে লুকাইয়া থাকে, সে আপন জালে দরিদ্রকে টানিয়া ধরে।

১০ প্রত্যেকে দলিত হইয়া অবসন্ন হয় : এবং অনাথেরা তাহার থাবাতে পড়ে।

১১ সে মনে ২ কহিয়াছে, "ঈশ্বর বিস্মৃত হইয়াছেন : আপন মুখ লুকাইয়াছেন, কখন দেখিবেন না।"

১২ হে প্রভো উঠ, হে ঈশ্বর তোমার হস্ত তোল : দরিদ্রদিগকে বিস্মৃত হইও না।

১৩ দুষ্ট কি নিমিত্ত ঈশ্বরকে তুচ্ছ করে : এবং মনে ২ কহে, "তুমি অনুসন্ধান কর না।"

১৪ তুমি তো দেখিয়াছ, কেননা তুমি অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য অবলোকন করিয়া থাক : যেন তোমার হস্তে তাহার পরিশোধ হয়, তোমাতেই অনাথ সর্ব্ব সমর্পণ করে, তুমি পিতৃহীনের সহায় হইয়াছ।

১৫ দুষ্ট এবং দুরন্তের বাহু ভগ্ন কর : তাহাতে তুমি তাহার দুষ্টতার অনুসন্ধান করিলে কিছুই পাইবা না।

১৬ প্রভু সনাতন রাজা : বিজাতিরা তাঁহার দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে।

১৭ হে প্রভো তুমি বিনয়িগণের অভিলাষ শুনিয়াছ : তুমি তাহাদের হৃদয় স্থির করিবা, তুমি কর্ণপাত করিবা,

১৮ পিতৃহীন এবং দুর্ব্বলের যেন বিচার হয় : যেন ইহার পর পৃথিবীস্থ মর্ত্ত্য আর উৎপাত না করে।

১১ গীত।

১ আমি প্রভুর শরণাগত, তোমরা কেমনে আমার প্রাণকে কহ: "তোমাদের পর্ব্বতে পক্ষির ন্যায় পলায়ন কর।"

২ "কেননা দেখ দুষ্টেরা ধনু আনমন করিতেছে, গুণে শর যোজনা করিতেছে: যেন অন্ধকারে সরল হৃদয়দের প্রতি নিক্ষেপ করে।"

৩ "কেননা মূল সকল উৎপাটিত হইল: যাথার্থিক— সে কি করিলেক?"

৪ প্রভু আপন পবিত্র মন্দিরে আছেন, অহো প্রভুর সিংহাসন স্বর্গেতে: তাঁহার চক্ষু মনুষ্য সন্তানগণকে দর্শন করে, তাঁহার চক্ষুর পাতা পরীক্ষা করে।

৫ প্রভু যাথার্থিকের পরীক্ষা করেন: কিন্তু দুষ্ট এবং অত্যাচার-প্রেমিককে তাঁহার প্রাণ ঘৃণা করে।

৬ তিনি দুষ্টদের উপর ফাঁদ, অগ্নি, গন্ধক এবং ভয়ানক বায়ু বর্ষণ করিবেন: এই তাহাদের পানপাত্রের অংশ।

৭ কেননা প্রভু যাথার্থিক, তিনি যথার্থ আচরণ অনুরাগ করেন: সরল লোকে তাঁহার মুখ দর্শন করিবে।

---

২ দিন। সায়ংকালীন গীত।

১২ গীত।

১ ত্রাণ কর প্রভু, কেননা সাধুর লোপ হইতেছে: কেননা বিশ্বস্তগণ মনুষ্যসন্তান মধ্য হইতে হ্রাস পাইতেছে।

২ তাহারা প্রত্যেকে নিজ সঙ্গির সহিত মিথ্যা কথা কহে: স্নিগ্ধ ওষ্ঠ ও দ্বৈধ হৃদয়ে কথা কহে।

৩ প্রভু সকল স্নিগ্ধ ওষ্ঠ, এবং গর্ব্ববাদিনী জিহ্বা: ছেদন করিবেন।

৪ যাহারা কহে, "আমরা জিহ্বাদ্বারা প্রবল হইব, আমাদের ওষ্ঠ আমাদেরই: আমাদের উপর প্রভু কে?"

৫ দরিদ্রদের পীড়ন হেতু, দীনদের আর্ত্তনাদ হেতু: প্রভু কহেন, "এখনই আমি উঠিব, যাহাকে উহারা ফু২ করে তাহাকে নিরাপদে রাখিব।"

৬ প্রভুর বচন নির্ম্মল বচন: মৃত্তিকার মূষায় শোধিত সাতবার পরিষ্কৃত রজত।

৭ তুমি হে প্রভো, তাহাদিগকে রক্ষা করিবা: তুমি এই পুরুষ অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেককে উদ্ধার করিবা।

৮ দুষ্টেরা চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে: যাবৎ মনুষ্যসন্তান মধ্যে অপকৃষ্টতার উন্নতি হয়।

১৩ গীত।

১ **কতকাল** হে প্রভো, আমাকে চিরবিস্মৃত থাকিবা: কতকাল আমা হইতে আপন মুখ লুকাইবা?

২ কতকাল আমি হৃদয়ে দিনে২ খেদ করত আপন প্রাণের মধ্যে পরামর্শ স্থির করিব: কতকাল আমার শত্রু আমার উপর উন্নত হইবে?

৩ হে প্রভো, আমার ঈশ্বর অবলোকন কর, আমাকে উত্তর দেও: আমার চক্ষু উজ্জ্বল কর, পাছে কাল-নিদ্রা যাই।

৪ পাছে আমার শত্রু কহে, "উহার উপর প্রবল হইলাম" : পাছে আমার বৈরিরা আমি টলি বলিয়া আনন্দ করে।

৫ আমি কিন্তু তোমার দয়াতে ভরসা রাখিয়াছি, আমার হৃদয় তোমার ত্রাণেতে আনন্দ করিবে: আমি প্রভুর প্রতি গান করিব, যেহেতু তিনি আমার উপর বদান্য হইয়াছেন।

১৪ গীত।

১ মূর্খ মনে ২ কহিয়াছে, "ঈশ্বর নাই" : তাহারা ঘৃণ্যাচারা, সদাচারী কেহই নাই।

২ কেহ সুবোধ, ঈশ্বরের অন্বেষণকারী আছে কি না, তদ্দর্শনার্থে : প্রভু স্বর্গ হইতে মনুষ্য সন্তানদের উপর অবলোকন করিলেন।

৩ সমুদয়ে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, তাহারা একত্রে ঘৃণিত হইয়াছে : সদাচারী কেহই নাই, এক জনও নয়।

৪ অপক্রিয়াকারি সকলের কি জ্ঞান নাই : আমার লোককে ভক্ষ্য করত তাহারা আহার করে, প্রভুকে ডাকে না।

৫ তথায় তাহারা ত্রাসে ত্রাসিত হইল : কেননা ঈশ্বর যাথার্থিক বংশের মধ্যে আছেন।

৬ তোমরা দরিদ্রের পরামর্শ তুচ্ছ করিলা : যেহেতুক প্রভু তাহার আশ্রয়।

৭ আহা! সীয়োনহইতে ইস্রাএলের পরিত্রাণ যেন আইসে : প্রভু আপন বন্দি লোককে প্রত্যাবৃত্ত করিলে, যাকোব আনন্দ করিবেক, ইস্রাএল আহ্লাদিত হইবেক।

৩ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

১৫ গীত।

১ হে প্রভো তোমার মণ্ডপে কে প্রবাস করিবে: তোমার পবিত্র পর্ব্বতে কে বসতি করিবে?

২ যিনি সরলাচারী ও যাথার্থ্যকারী: এবং হৃদয়ে সত্যবাদী।

৩ তিনি নিজ জিহ্বায় নিন্দাবাদ করেন নাই, আপন সঙ্গির মন্দ করেন নাই: এবং প্রতিবাসির বিপক্ষে তিরস্কার উত্থাপন করেন নাই।

৪ তিনি আপনার দৃষ্টিতে তুচ্ছীকৃত এবং অবজ্ঞাত: কিন্তু প্রভু ভয়কারিদিগকে আদর করেন, আপন অনিষ্ট শপথ করিলেও অন্যথা করেন না।

৫ তিনি আপনার রজত কুশীদার্থে দেন নাই, এবং নির্দ্দোষের প্রতিকূলে উৎকোচ লয়েন নাই: এইরূপ আচারী কখন বিচলিত হইবে না।

১৬ গীত।

১ হে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা কর: কেননা আমি তোমার শরণাগত।

২ (হে আমার প্রাণ) তুমি প্রভুকে কহিয়াছ, "আমার প্রভু তুমি: আমার মঙ্গলে তোমার স্বার্থ নাই।"

৩ "তাহা পৃথিবীস্থ পবিত্রদের: এবং মহাত্মাদের নিমিত্তে যাহাদিগেতে আমার সমস্ত সন্তোষ।"

৪ যাহারা অপর দেবানুগমনে সত্বর, তাহাদের দুঃখ

বহুল হইবে : আমি তাহাদের রুধির-বলি উৎসর্গ করিব না, এবং তাহাদের নামও ওষ্ঠে ধরিব না।

৫ প্রভু আমার অধিকারাংশ এবং পাত্র : তুমিই আমার ভাগ্য রক্ষা করিতেছ।

৬ রম্যস্থানে আমার নিমিত্ত সূত্রপাত হইয়াছে : অহো, আমার সুন্দর অধিকার হইয়াছে।

৭ আমি প্রভুর ধন্যবাদ করিব, যিনি আমাকে মন্ত্রণা দিয়াছেন : অহো ! রাত্রিতে আমার হৃদগ্রন্থি আমাকে শাসন করিয়াছে।

৮ প্রভুকে আমি সর্ব্বদা সমক্ষে রাখিয়াছি : তিনি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে, অতএব আমি বিচলিত হইব না।

৯ তন্নিমিত্ত আমার হৃদয় আনন্দিত ও আমার গৌরব হৃষ্ট হয় : অহো ! আমার মাংস নিরুদ্বেগে বাস করিবে।

১০ কেননা তুমি আমার প্রাণকে অধোলোকে ত্যাগ করিবা না : তোমার সাধুকে ক্ষয় দেখিতে দিবা না।

১১ তুমি আমাকে জীবনের পথ জানাইবা, তোমার সমক্ষে আনন্দের পূর্ণতা : তোমার দক্ষিণ পার্শ্বে নিত্য সুখ।

১৭ গীত।

১ হে প্রভো যথার্থবাদ শুন, আমার চীৎকারে মনোযোগ কর : নিষ্কপট ওষ্ঠ নিঃসৃত আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত কর।

২ তোমার সম্মুখ হইতে আমার বিচার আইসুক : তোমার চক্ষু সরলতা দর্শন করুক।

৩ তুমি আমার হৃদয় পরীক্ষা করিয়াছ, রাত্রিতে অবেক্ষণ করিয়াছ: আমাকে কষিয়া কিছু পাও নাই, আমার মুখ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, অপরাধ করিবে না।

৪ মনুষ্যের কার্য্য বিষয়ে তোমার ওষ্ঠের বাক্যদ্বারা: আমি দুরন্তের পথ হইতে সাবধান হইয়াছি।

৫ তোমার পথে আমার চলন স্থির আছে: আমার পদ টলে নাই।

৬ আমি তোমাকে ডাকিয়াছি, কেননা হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে উত্তর দিবা: আমার প্রতি কর্ণপাত কর, আমার বচন শুন।

৭ বিপক্ষগণ হইতে দক্ষিণ হস্তদ্বারা শরণাগতদের রক্ষক যে তুমি: তোমার করুণা প্রসিদ্ধ কর।

৮ আমাকে চক্ষুর তারার ন্যায় রক্ষা কর: তোমার পক্ষচ্ছায়াতে আমাকে গুপ্ত কর।

৯ আমার পীড়নকারি দুষ্টগণ হইতে: আমার অবরোধ-কারি প্রাণের শত্রু হইতে রক্ষা কর।

১০ তাহারা আপনাদের মেদেতে আবৃত: তাহারা মুখেতে গর্ব্বোক্তি করে।

১১ এখনই তাহারা আমাদিগকে পদে ২ বেষ্টন করিয়াছে: মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করণার্থে চক্ষু স্থির করিয়াছে।

১২ তাহার আকার বিদারণাকাঙ্ক্ষি সিংহের ন্যায়: এবং ঘাঁটিতে উপবিষ্ট যুবসিংহের ন্যায়।

১৩ হে প্রভো উঠ, তাহার সমীপস্থ হও, তাহাকে নিক্ষেপ কর: তোমার খড়গদ্বারা দুষ্ট হইতে আমার প্রাণকে উদ্ধার কর।

১৪ হে প্রভো তোমার হস্তদ্বারা মনুষ্য হইতে, সাংসারিক

মনুষ্য হইতে উদ্ধার কর, যাহাদের অংশ জীবনে, যাহাদের উদর তুমি আপন গুপ্ত ধনে পূর্ণ কর: তাহাদের যথেষ্ট সন্তান এবং তাহাদের শিশুদের নিমিত্ত আপনাদের অতিরিক্ত রাখিয়া যায়।

১৫　আমি কিন্তু ধার্ম্মিকতায়: তোমার মুখ দর্শন করিব।

৩ দিন। সায়ংকালীন গীত।

১৮ গীত।

১　আমি তোমাতে অনুরক্ত: হে প্রভো আমার বল।

২　প্রভু আমার গিরি এবং দুর্গ ও উদ্ধারকর্ত্তা, আমার ঈশ্বর, আমার শিলা: তাঁহাতে আমার ভরসা, আমার ঢাল এবং ত্রাণশৃঙ্গ, আমার উচ্চ দুর্গ।

৩　আমি প্রশংসনীয় প্রভুকে ডাকিব: ও আপন বৈরিগণ হইতে ত্রাণ পাইব।

৪　মৃত্যুর পাশ আমাকে বেষ্টন করিল: এবং পামরতার প্রবাহ আমার ত্রাস জন্মাইল।

৫　অধোলোকের পাশ আমাকে বেষ্টন করিল: মৃত্যুর জাল আমার সমীপস্থ হইল।

৬　আমার কষ্টেতে প্রভুকে ডাকি, এবং আমার ঈশ্বরের উদ্দেশে চীৎকার করি: তিনি নিজ মন্দির হইতে আমার রব শুনেন, এবং তাঁহার সমক্ষে আমার চীৎকার তাঁহার কর্ণগত হয়।

৭　তাহাতে পৃথিবী বিচলিত ও কম্পিত হইল: এবং পর্ব্বতগণের মূল টলিল ও বিচলিত হইল, কারণ তিনি উত্তাপিত ছিলেন।

৮ তাঁহার নাসারন্ধ্রে ধূম উঠিল, এবং তাঁহার মুখ হইতে অগ্নি গ্রাস করিল : তাহাতে অঙ্গার জ্বলিত হইল।

৯ এবং তিনি স্বর্গকে নত করিয়া নামিলেন : তাঁহার পদতলে অন্ধকার ছিল।

১০ এবং তিনি কেরূবে আরূঢ় হইয়া উঠিলেন : ও বায়ুর পক্ষোপরি বেগগামী হইলেন।

১১ তিনি অন্ধকারকে আপন অন্তরাল, চতুষ্পার্শ্বে আপন মণ্ডপ করিলেন : তিমির, জল ও আকাশস্থ মেঘমালা।

১২ তাঁহার সম্মুখস্থ তেজ হইতে মেঘমালা সরিয়া গেল : শিলা এবং জ্বলন্ত অঙ্গার।

১৩ প্রভু স্বর্গে গর্জ্জন করিলেন, এবং উচ্চতম আপন রব প্রকাশ করিলেন : শিলা এবং জ্বলন্ত অঙ্গার।

১৪ এবং তিনি শর ত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিলেন : ও বজ্রাঘাতপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন।

১৫ অনন্তর হে প্রভো, তোমার তর্জ্জনে, তোমার নাসারন্ধ্রের প্রশ্বাস বায়ুতে : জল প্রবাহ প্রকাশ হইল, এবং ধরামণ্ডলের মূল অনাবৃত হইল।

১৬ তিনি ঊর্দ্ধ হইতে কর প্রসারিয়া, আমাকে ধরেন : আমাকে জলরাশি হইতে টানিয়া লয়েন।

১৭ তিনি আমাকে আমার বলবান্ শত্রু এবং দ্বেষ্টৃগণ হইতে উদ্ধার করেন : কেননা তাহারা আমাপেক্ষা বলিষ্ঠ।

১৮ আমার দুঃখের দিনে তাহারা আমার সম্মুখস্থ হইল : কিন্তু প্রভু আমার অবলম্বন হইলেন।

১৯ এবং তিনি আমাকে বাহির করিয়া প্রশস্ত স্থানে আনিলেন, আমাকে উদ্ধার করিলেন : কেননা তিনি

আমাতে সন্তুষ্ট ছিলেন।

২০ প্রভু আমার যাথার্থ্যানুসারে আমার প্রতি ব্যবহার করিলেন : আমার হস্তের শুদ্ধতানুসারে আমার প্রতিফল দিলেন।

২১ কেননা আমি প্রভুর পথ রক্ষা করিয়াছি : এবং আমার ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিধর্ম্মাচরণ করি নাই।

২২ কেননা তাঁহার সকল বিচার আমার সম্মুখে ছিল : এবং তাঁহার ব্যবস্থা আপনাহইতে দূর করি নাই।

২৩ এবং তাঁহার নিকটে সরল ছিলাম : ও নিজ অপক্রিয়া হইতে আপনাকে সাবধান রাখিলাম।

২৪ এবং প্রভু আমার যাথার্থ্যানুসারে, তাঁহার সমক্ষে আমার হস্তের শুদ্ধতানুসারে : প্রতিফল দিলেন।

২৫ সাধুর সহিত তুমি সাধুতাচার করিবা : সরল পুরুষের সহিত সরলাচার করিবা।

২৬ শুদ্ধসত্বের সহিত তুমি শুদ্ধাচার করিবা : স্বেচ্ছাচারির সহিত বক্রাচার করিবা।

২৭ কেননা তুমিই দুঃখিত লোককে ত্রাণ করিবা : কিন্তু উচ্চদৃষ্টিকে নত করিবা।

২৮ কেননা তুমিই আমার প্রদীপ জ্বালিবা : প্রভু আমার তিমির উজ্জ্বল করিবেন।

২৯ কেননা তোমার দ্বারা আমি সৈন্য ভেদ করিয়া যাইব : এবং আমার ঈশ্বরের সহায়ে আমি প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিব।

৩০ আমার যে ঈশ্বর, তাঁহার পথ সরল, প্রভুর বচন শোধিত : তাঁহার সকল শরণাগতদের পক্ষে তিনিই ঢাল।

৩১ কেননা প্রভু বিনা আর ঈশ্বর কে : এবং আমাদের ঈশ্বর ব্যতিরেকে শৈল কে ?

৩২ ঈশ্বরই শক্তিতে আমার কটিবন্ধন করেন: এবং তিনি আমার পথ সরল করেন।

৩৩ তিনি আমার চরণ হরিণীর সদৃশ করেন: এবং আমার উচ্চ স্থানে আমাকে স্থাপন করেন।

৩৪ তিনি আমার হস্তকে সংগ্রামার্থে শিক্ষা দেন: তাহাতে আমার বাহু পিত্তলময় ধনু আনমন করে।

৩৫ এবং তুমি আমাকে তোমার ত্রাণের ঢাল দিয়াছ, তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধারণ করে: এবং তোমার বিনয়ে আমাকে বর্দ্ধিষ্ণু করে।

৩৬ তুমি আমার নীচে পাদ বিক্ষেপের স্থান প্রশস্ত করিতেছ: এবং আমার গুল্‌ফ স্খলিত হয় নাই।

৩৭ আমি আমার শত্রুদিগকে তাড়িয়া ধরিব: এবং তাহাদের শেষ না করিয়া ফিরিব না।

৩৮ আমি তাহাদিগকে নিক্ষেপ করি, তাহারা উঠিতে পারে না: তাহারা আমার চরণতলে পতিত হয়।

৩৯ তুমি সংগ্রামার্থে শক্তিতে আমার কটিবন্ধন কর: এবং আমার বিপক্ষগণকে আমার নীচে অবনত কর।

৪০ তুমি আমার শত্রুগণকে আমার অগ্রে পলায়নপর করিয়াছ: এবং আমার দ্বেষকারিদিগকে আমি উচ্ছিন্ন করি।

৪১ তাহারা চীৎকার করে কিন্তু ত্রাতা কেহ নাই: প্রভুর প্রতি—কিন্তু তিনি উত্তর দেন না।

৪২ এবং আমি তাহাদিগকে বায়ু সম্মুখে ধূলির ন্যায় চূর্ণ করি: পথের কর্দ্দমের ন্যায় তাহাদিগকে ফেলিয়া দিই।

৪৩ তুমি লোকের কলহ হইতে আমাকে উদ্ধার করিবা,

তুমি আমাকে বিজাতিদের মস্তক করিয়া রাখিবা : আমার অপরিচিত লোক আমার সেবা করিবে।

৪৪ কর্ণে শুনিবামাত্র তাহারা আমাকে মান্য করিবে : বিদেশির সন্তানেরা আমার বশতাপন্ন হইবে।

৪৫ বিদেশির সন্তানেরা শীর্ণ হইবে : এবং আপনাদের দুর্গ হইতে কাঁপিতে ২ বাহির হইবে।

৪৬ প্রভু জীবিত, এবং ধন্য আমার শৈল : ও আমার ত্রাণের ঈশ্বর উন্নত হউন।

৪৭ ঈশ্বরই,— যিনি মদর্থে প্রতিফল দেন : এবং লোকদিগকে আমার বশীভূত করেন।

৪৮ তিনি আমাকে শত্রুগণ হইতে উদ্ধার করেন, তুমি আমাকে আমার বিপক্ষদের উপরেও উন্নত করিতেছ : অত্যাচারি লোক হইতে আমাকে রক্ষা করিতেছ।

৪৯ অতএব হে প্রভো, আমি বিজাতিদের মধ্যে তোমার স্তব করিব : এবং তোমার নামের সংকীর্ত্তন করিব।

৫০ তিনি আপন রাজার ত্রাণ মহৎ করেন, এবং আপন অভিষিক্তের প্রতি : দাবীদ ও তাঁহার বংশের প্রতি, নিত্য ২ করুণা প্রকাশ করেন।

---

৪ দিন। প্রাতঃকালীন গাত

১৯ গীত।

১ স্বর্গমণ্ডল ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করে : ও গগণ তাঁহার হস্ত-রচনা ব্যক্ত করে।

২ দিবস দিবসের প্রতি বচন নিঃসৃত করে : রাত্রি

রাত্রির প্রতি জ্ঞান প্রচার করে।

৩ বচন নাই, বাক্যও নাই: তাহাদের শব্দও কখন শুনা যায় নাই।

৪ তথাপি সমস্ত পৃথিবীতে তাহাদের তান, এবং ভূমণ্ডলের সীমাপর্য্যন্ত তাহাদের উক্তি বহির্গত হয়: সূর্য্যের নিমিত্ত তিনি তন্মধ্যে মণ্ডপ স্থাপন করিয়াছেন।

৫ এবং সে আপন বাসর হইতে নির্গমনকারী বরের তুল্য: পথে দৌড়িতে বীরের ন্যায় আনন্দ করে।

৬ স্বর্গের প্রান্ত হইতে তাহার নির্গমন, ও তাহার পরিক্রমণ তৎসীমা পর্য্যন্ত: এবং তাহার উত্তাপ হইতে গুপ্ত কিছুই নাই।

৭ প্রভুর নিয়ম সিদ্ধ, মনের পরাবর্ত্তক: প্রভুর সাক্ষ্য বিশ্বাস্য, অবোধের বোধক।

৮ প্রভুর বিধি সরল, হৃদয়ের আনন্দকর: প্রভুর আজ্ঞা পবিত্র, চক্ষু উজ্জ্বলকারী।

৯ প্রভুর ভয় শুদ্ধ, চিরকালস্থায়ী: প্রভুর বিচার সত্য, সর্ব্বতঃ যথার্থ।

১০ স্বর্ণ হইতে ও তপ্তকাঞ্চন রাশি হইতেও বাঞ্ছনীয়: এবং মধু হইতে ও মধুচক্র স্রব হইতেও মধুর।

১১ আরো তদ্দারা তোমার দাস সুশিক্ষিত হয়: এবং তৎপালনে প্রচুর ফল।

১২ আপনার ভ্রান্তি সকল কে বুঝিতে পারে: গুপ্ত দোষ হইতে আমাকে পরিষ্কার কর।

১৩ প্রগল্‌ভ পাপ হইতেও তোমার দাসকে রক্ষা কর, তাহা যেন আমার উপর প্রভুত্ব না করে: তাহাতে আমি সরল হইব এবং মহা অপরাধ হইতে পরিষ্কৃত থাকিব।

১৪ আমার মুখের বচন ও আমার হৃদয়ের ধ্যান তোমার সাক্ষাতে গ্রাহ্য হউক : হে প্রভো, আমার শিলা এবং আমার নিস্তারকর্ত্তা।

---

২০ গীত।

১ ক্লেশের দিনে প্রভু তোমাকে উত্তর দিউন : য়াকোবের ঈশ্বরের নাম তোমাকে উন্নত করুন।

২ পবিত্র ধাম হইতে তোমার সাহায্য প্রেরণ করুন : এবং সিয়োন হইতে তোমাকে ধারণ করুন।

৩ তোমার সমস্ত নৈবেদ্য স্মরণ করুন : এবং তোমার যজ্ঞ গ্রাহ্য করুন।

৪ তোমার মানসানুসারে তোমাকে দিউন : এবং তোমার সমস্ত মন্ত্রণা পূর্ণ করুন।

৫ আমরা তোমার পরিত্রাণে উল্লাস করিব, এবং আপন ঈশ্বরের নামে ধ্বজা তুলিব : প্রভু তোমার সমুদয় যাচ্ঞা পূর্ণ করুন।

৬ এখন আমি জানিলাম, প্রভু আপন অভিষিক্তকে ত্রাণ করেন : তিনি নিজ দক্ষিণ হস্তের ত্রাণ শক্তিতে আপন পবিত্র স্বর্গ হইতে তাহাকে উত্তর দিবেন।

৭ ইহারা রথের, উহারা অশ্বের : কিন্তু আমরা প্রভু আমাদের ঈশ্বরের নামের উল্লেখ করিব।

৮ তাহারা নত হইয়া পড়িয়া গেল : কিন্তু আমরা উঠিয়া খাড়া রহিয়াছি।

৯ হে প্রভো পরিত্রাণ কর : যে দিনে আমরা ডাকি, রাজা উত্তর দিউন।

---

২১ গীত।

১ হে প্রভো, তোমার পরাক্রমে রাজা আনন্দিত হয়েন : তোমার ত্রাণে তিনি কেমন পরম উল্লাসিত।

২ তাঁহার হৃদয়ের বাসনা তুমি পূর্ণ করিয়াছ : তাঁহার ওষ্ঠাধরের যাচন অস্বীকার কর নাই।

৩ কেননা তুমি শুভ কল্যাণে তাঁহার সমীপস্থ হইয়াছ : তপ্ত কাঞ্চনের মুকুট তাঁহার মস্তকে রাখিয়াছ।

৪ তিনি তোমার নিকট জীবন চাহিলেন : তুমি তাঁহাকে দিলা, চিরকালের নিমিত্ত দীর্ঘায়ু।

৫ তোমার ত্রাণের হেতুক তাঁহার গৌরব মহৎ : তুমি তাঁহার উপর মহিমা ও আদর রাখিতেছ।

৬ কেননা তুমি তাঁহাকে চিরকালার্থে মঙ্গলময় করিতেছ : তুমি আপন সমক্ষে তাঁহাকে আনন্দে প্রফুল্ল করিতেছ।

৭ কেননা রাজা প্রভুর উপর নির্ভর রাখেন : এবং উচ্চতমের অনুগ্রহে তিনি অটল থাকিবেন।

৮ তোমার হস্ত তোমার সমস্ত শত্রুগণকে ধরিবে : তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমার দ্বেষ্টৃগণকে ধরিবে।

৯ তোমার উপস্থিতিকালে তুমি তাহাদিগকে অগ্নিচুল্লিবৎ করিবা : প্রভু আপন ক্রোধে তাহাদিগকে গ্রাস করিবেন এবং অগ্নি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবে।

১০ তুমি পৃথিবী হইতে তাহাদের ফল : এবং মনুষ্য সন্তান মধ্য হইতে তাহাদের বংশ নষ্ট করিবা।

১১ কেননা তাহারা তোমার প্রতিকূলে অনিষ্ট কল্পনা করিয়াছে : কুমন্ত্রণা করিয়াছে, কিন্তু অক্ষম।

১২ কেননা তুমি তাহাদিগকে পলায়নপর করিবা :

তোমার ধনুর্গুণে তাহাদের বিরুদ্ধে শর সন্ধান করিবা।

১৩ হে প্রভো তুমি নিজ পরাক্রমে উন্নত হও : আমরা গান পূর্ব্বক তোমার শক্তিতে কীর্ত্তন করি।

---

৪ দিন। সায়ংকালীন গীত।

২২ গীত

১ হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, কেন আমাকে ত্যাগ করিয়াছ : আমার তারণ হইতে, আমার ক্রন্দন শব্দ হইতে, কেন দূরস্থ?

২ হে আমার ঈশ্বর, আমি দিবসে ডাকি, কিন্তু তুমি উত্তর দেও না : এবং রাত্রিতে ও,—আমার বিরাম নাই।

৩ তুমিই পবিত্র : ওহে ইস্রাএলের স্তবনারূঢ়।

৪ তোমাতে আমাদের পিতৃলোক ভরসা করিলেন : তাঁহারা ভরসা করিলেন এবং তুমি তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলা।

৫ তোমার নিকট তাঁহারা চীৎকার করিলেন এবং উদ্ধার পাইলেন : তোমাতে ভরসা করিলেন ও লজ্জিত হইলেন না।

৬ কিন্তু আমি তো কীটমাত্র, মনুষ্য নহি : জন-তিরস্কার ও লোক-তাচ্ছল্যের পাত্র।

৭ আমার দর্শকেরা সকলেই আমাকে পরিহাস করে : তাহারা ওষ্ঠ বক্র করে ও মাথা নাড়িয়া কহে,—

৮ "প্রভুর উপর নির্ভর রাখ! আচ্ছা তিনি উহাকে উদ্ধার করুন: তিনি উহাকে রক্ষা করুন, কেননা উহাতে তাঁহার সন্তোষ।"

৯ বটে, তুমিই আমাকে গর্ভ হইতে মুক্ত করিয়াছিলা: তুমি আমাকে মাতৃস্তনের উপর শয়ন কালে আশ্বাস দিয়াছিলা।

১০ গর্ভ হইতে আমি তোমার উপর নিক্ষিপ্ত: মাতৃ উদর হইতে তুমিই আমার ঈশ্বর।

১১ আমা হইতে দূরস্থ হইও না, কারণ ক্লেশ সন্নিকট: কেননা সহায় কেহই নাই।

১২ অনেক বৃষ আমাকে ঘেরিয়াছে: বাশানের বলীবর্দ্দেরা আমাকে বেষ্টন করিয়াছে।

১৩ তাহারা আমার উপর মুখ ব্যাদান করে: যেন বিদারক ও গর্জ্জনকারি সিংহ।

১৪ আমি জলের ন্যায় ঢালা যাইতেছি, এবং আমার সমুদয় অস্থি বিচ্ছিন্ন হইতেছে: আমার হৃদয় মোমের ন্যায় হইয়াছে, অন্ত্র মধ্যে গলিত।

১৫ আমার বল খোলার ন্যায় শুষ্ক হইয়াছে, এবং আমার জিহ্বা দন্তমূলে লগ্ন হইয়াছে: এবং তুমি আমাকে মৃত্যুর ধূলীতে আনিয়াছ।

১৬ কেননা কুক্কুরে আমাকে ঘেরিয়াছে, দুষ্কর্ম্মিদের সমাজ আমাকে বেষ্টন করিয়াছে: তাহারা আমার হস্ত পদ বিদ্ধ করিয়াছে।

১৭ আমি আমার সকল অস্থি গণিতে পারি: উহারা আমার পানে চাহিয়া দৃষ্টি করে।

১৮ আমার বস্ত্র আপনাদের মধ্যে বণ্টন করে: এবং আমার উত্তরীয়ের উপর গুলিবাঁট করে।

১৯ কিন্তু তুমি হে প্রভো দূরস্থ হইও না: হে আমার

শক্তি, আমার সাহায্যার্থে ত্বরা কর।

২০ আমার প্রাণকে করবাল হইতে : আমার এককটীকে কুকুরের হাতহইতে উদ্ধার কর।

২১ সিংহের মুখ হইতে আমাকে ত্রাণ কর : তুমি আমাকে মহিষগণের শৃঙ্গ মধ্য হইতেও উত্তর দিয়াছ।

২২ আমি আপন ভ্রাতৃগণের নিকট তোমার নাম প্রচার করিব : সমাজ মধ্যে তোমার প্রশংসা করিব।

২৩ হে প্রভুর ভয়কারিরা, তাঁহার প্রশংসা কর, হে য়াকোবের সমস্ত বংশ, তাঁহার সম্মান কর : এবং হে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ, তাঁহাকে ভয় কর।

২৪ কেননা তিনি দুঃখির দুঃখ অবজ্ঞা বা ঘৃণা করেন নাই, এবং তাহা হইতে আপন মুখও লুক্কায়িত করেন নাই : কিন্তু সে তাঁহার নিকট চীৎকার করিলে তিনি শুনিলেন।

২৫ তোমার বিষয়ে মহা সমাজে আমার প্রশংসা : তাঁহার ভয়কারিদের সমক্ষে আমি আপন মানত পূর্ণ করিব।

২৬ মৃদুগণ ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে, প্রভুর অন্বেষণকারিরা তাঁহার প্রশংসা করিবে :—তোমাদের হৃদয় নিত্য সজীব থাকুক।

২৭ পৃথিবীর সর্ব্বসীমা স্মরণ করিবে ও প্রভুর প্রতি ফিরিবে : বিজাতিদের তাবৎ গোষ্ঠী তোমার সমক্ষে প্রণিপাত করিবে।

২৮ কেননা রাজ্য প্রভুরই : এবং বিজাতিদের মধ্যে তিনিই শাসনকারী।

২৯ পৃথিবীর সকল হৃষ্টপুষ্টেরা ভোজন করিয়া প্রণিপাত

করিয়াছে, ধূলীতে অধোগামী সকলে তাঁহার সমক্ষে জানুপাত করিবে: এবং যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষায় অসমর্থ।

৩০ এক বংশ তাঁহার সেবা করিবে: উত্তর পুরুষে প্রভুর প্রসঙ্গ করা যাইবে।

৩১ তাহারা আসিয়া জনিষ্যমাণ লোককে তাঁহার যাথার্থ্য বর্ণনা করিয়া কহিবে: "তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন।"

২৩ গীত।

১ প্রভো আমার পালক: আমার অভাব হইবে না।

২ তিনি আমাকে তৃণময় ক্ষেত্রে শয়ন করান: তিনি আমাকে বিশ্রাম জল সন্নিধানে লইয়া যান।

৩ আমার প্রাণকে তিনি প্রত্যাবৃত্ত করেন: আপন নামের জন্য আমাকে যাথার্থ্যের পথে চলান।

৪ আর যদি আমি মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকায় চলি, তবুও অমঙ্গলের শঙ্কা করিব না: কেননা তুমি আমার সঙ্গী, তোমার পাঁচনী ও তোমার যষ্টি, ইহারাই আমার সান্ত্বনা করে।

৫ তুমি আমার বৈরিদের সাক্ষাতে আমার সম্মুখে মেজ সাজাইতেছ: তুমি আমার মস্তক তৈলাক্ত করিয়াছ, আমার বাটী উথলিতেছে।

৬ কেবল কুশল ও করুণাই যাবজ্জীবন আমার অনুধাবন করিবে: এবং আমি চিরদিন প্রভুর গৃহে বাস করিব।

৫ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

২৪ গীত।

১ প্রভুরই পৃথিবী ও তৎসাকল্য : ভূমণ্ডল ও তন্নিবাসিগণ।

২ কেননা তিনিই সমুদ্রের উপর তাহার পত্তন : এবং প্রবাহের উপর তাহা স্থাপন করিয়াছেন।

৩ প্রভুর পর্ব্বতে কে আরোহণ করিবে : এবং তাঁহার পবিত্র ধামে কে দাঁড়াইবে ?

৪ যাহার হস্ত পরিষ্কার এবং হৃদয় নির্ম্মল, যে মিথ্যাতে আপন প্রাণ রত করে নাই : এবং প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক শপথ করে নাই।

৫ সে প্রভু হইতে আশীর্ব্বাদ : এবং আপন ত্রাণের ঈশ্বর হইতে যাথার্থ্য প্রাপ্ত হইবে।

৬ তাঁহার অন্বেষকদের বংশ এই : তোমার মুখের অনুসন্ধানকারিরাই, য়াকোব।

৭ হে দ্বার সকল তোমাদের মস্তক তোল, হে নিত্য-স্থায়ি কবাট সকল তোমরা উত্তোলিত হও : এবং গৌরবের রাজা প্রবেশ করিবেন।

৮ কে ঐ গৌরবের রাজা ? প্রভু বলিষ্ঠ এবং পরাক্রান্ত : প্রভু সংগ্রামে পরাক্রান্ত।

৯ হে দ্বার সকল তোমাদের মস্তক তোল : হে নিত্য-স্থায়ি কবাট সকল তোমরাও তোল, এবং গৌরবের রাজা প্রবেশ করিবেন।

১০ কে যিনি ঐ গৌরবের রাজা : সেনাগণের প্রভু, তিনিই গৌরবের রাজা।

২৫ গীত।

১ তোমার প্রতি, হে প্রভো: আমি আপন প্রাণ উঠাই।

২ হে আমার ঈশ্বর, আমি তোমাতে ভরসা করিয়াছি, আমি যেন লজ্জিত না হই: আমার শত্রুরা যেন আমার উপর দর্প না করে।

৩ সত্য, তোমাতে বিশ্বাসকারী কেহই লজ্জিত হইবে না: অকারণ বিশ্বাসঘাতকেরা লজ্জিত হইবে।

৪ হে প্রভো, তোমার পথ আমাকে জ্ঞাপন কর: তোমার পদবী আমাকে শিখাও।

৫ তোমার সত্যেতে আমাকে চালাও ও আমাকে শিখাও, কেননা তুমিই আমার ত্রাণের ঈশ্বর: আমি সমস্ত দিন তোমার প্রতীক্ষায় থাকি।

৬ হে প্রভো, তোমার অনুকম্পা ও করুণা স্মরণ কর কেননা তাহা অনাদি কালাবধি।

৭ আমার যৌবনের পাপ ও আমার অপরাধ স্মরণ করিও না: তুমি আপন করুণানুসারে, আপন ভদ্রতা হেতুক, হে প্রভো, আমাকে স্মরণ কর।

৮ প্রভু ভদ্র ও সরল: তন্নিমিত্ত পাপিদিগকে পথ দর্শাইবেন।

৯ তিনি মৃদুগণকে বিচারে চালাইবেন: এবং মৃদুগণকে আপন পথ শিখাইবেন।

১০ তাঁহার নির্বন্ধ ও সাক্ষ্য পালকদিগের পক্ষে: প্রভুর সমস্ত পদবী করুণা ও সত্য।

১১ তোমার নামের জন্য হে প্রভো, তুমি তো আমার অপক্রিয়া ক্ষমা করিবা:—কেননা তাহা বহুল।

১২ কে সে মনুষ্য যে প্রভুকে ভয় করে: তাহাকে

তিনি আপন মনোনীত পথ দর্শাইবেন।

১৩ তাহার প্রাণ মঙ্গলে প্রবাস করিবে: এবং তাহার বংশ দেশ অধিকার করিবে।

১৪ প্রভুর রহস্য তাঁহার ভয়কারিদেরই সহিত: এবং তিনি তাহাদিগকে আপন নির্ব্বন্ধ জ্ঞাত করিবেন।

১৫ আমার চক্ষু সতত প্রভুর প্রতি থাকে: কেননা তিনি জালহইতে আমার চরণ মুক্ত করিবেন।

১৬ আমার প্রতি ফির ও আমাকে দয়া কর: কেননা আমি একক ও দরিদ্র।

১৭ আমার হৃদয়ের দুঃখ বৃদ্ধি পাইয়াছে: আমার কষ্ট হইতে আমাকে নিস্তার কর।

১৮ আমার দরিদ্রতা ও যন্ত্রণায় দৃষ্টি কর: এবং আমার সর্ব্ব পাপ মার্জ্জনা কর।

১৯ আমার শত্রুদিগকে দেখ, কেননা তাহারা বহুল হইয়াছে: এবং দারুণ দ্বেষে আমাকে দ্বেষ করে।

২০ আমার প্রাণকে রক্ষা কর ও আমাকে উদ্ধার কর: আমি যেন লজ্জিত না হই, কারণ আমি তোমার শরণাগত।

২১ শুদ্ধতা এবং সারল্য আমাকে রক্ষা করুক: কেননা আমি তোমার প্রতীক্ষায় আছি।

২২ হে ঈশ্বর, ইস্রায়েলকে তাহার সমস্ত ক্লেশ হইতে উদ্ধার কর।

২৬ গীত।

১ হে প্রভো, আমার বিচার কর, কেননা আমি আপন শুদ্ধতায় চলিয়াছি: এবং প্রভুতে ভরসা করিয়াছি, আমি বিচলিত হইব না।

২ হে প্রভো, আমার পরীক্ষা ও বিচার কর : আমার হৃদ্‌গ্রন্থি ও হৃদয় শোধন কর।

৩ কেননা তোমার অনুগ্রহ আমার নয়নাগ্রে আছে এবং আমি তোমার সত্যেতে চলিয়াছি।

৪ আমি অসারার্থী মর্ত্ত্যদের সহিত বসি নাই : এবং কপটিদের সহিত গমনও করিব না।

৫ আমি দুরাচারিদের সমাজ ঘৃণা করিয়াছি : এবং দুষ্ট-দের সহিত বসিব না।

৬ আমি অদোষেতে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া, হে প্রভো, তোমার বেদি পরিক্রমণ করিব।

৭ যেন স্তুতিবাদের ধ্বনি শ্রবণ করাই এবং তোমার সমস্ত আশ্চর্য্য বর্ণনা করি।

৮ হে প্রভো আমি তোমার গৃহের আশ্রম : এবং তোমার গৌরবের অধিষ্ঠান-ভূমি ভাল বাসিয়াছি।

৯ আমার প্রাণকে পাপিদের সহিত : ও আমার জীবনকে রক্তপ্রিয় লোকদের সহিত সংগ্রহ করিও না।

১০ যাহাদের হস্তে খলতা, এবং তাহাদের দক্ষিণ হস্ত উৎকোচে পূর্ণ।

১১ আমি কিন্তু আপন শুদ্ধতায় চলিব : আমাকে উদ্ধার কর ও আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

১২ আমার চরণ সম ভূমিতে থাকে : সমাজেতে আমি প্রভুর ধন্যবাদ করিব।

৫ দিন। সায়ংকালীন গীত।

২৭ গীত।

১ প্রভু আমার দীপ্তি ও ত্রাণ, আমি কাহাকে ভয় করিব: প্রভু আমার জীবন দুর্গ, কাহাতে শঙ্কিত হইব?

২ দুরাচারিরা আমার মাংস ভক্ষণার্থে নিকটস্থ হইলে, আমার শত্রু ও দ্বেষ্টারা:—তাহারাই উছোট খাইয়া পড়িল।

৩ যদিও সৈন্য আমার বিপক্ষে শিবির করে, আমার হৃদয় শঙ্কা করিবে না: যদিও আমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম উঠে, তবুও আমি ভরসায় থাকিব।

৪ আমি প্রভুর নিকট এক বিষয় প্রার্থনা করিয়াছি, তাহারই চেষ্টায় থাকিব: যেন প্রভুর শোভা দর্শনার্থে ও তাঁহার মন্দিরে তত্ত্ব করণার্থে, আমি জীবনের যাবদ্দিন প্রভুর গৃহে বাস করিতে পাই।

৫ কেননা ক্লেশের দিনে তিনি আমাকে আপন আশ্রমে লুকাইয়া রাখিবেন: আপন মণ্ডপের অন্তরালে আমাকে গুপ্ত করিবেন, শৈলের উপর আমাকে উঠাইয়া রাখিবেন।

৬ এক্ষণেই আমার মস্তক আমার পরিতস্থ শত্রুদের উপর উচ্চ হইবে, অতএব আমি তাঁহার মণ্ডপে উল্লাস-ধ্বনির বলি উৎসর্গ করিব: আমি গানপূর্ব্বক প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন করিব।

৭ হে প্রভো শুন, আমি আপন রবে ডাকিতেছি: আমাকে দয়া কর ও উত্তর দেও।

৮ আমার হৃদয় তোমাকে কহিল, "তোমরা আমার

মুখের অন্বেষণ কর : হে প্রভো, আমি তোমার মুখের অন্বেষণ করিব।”

৯ আমাহইতে তোমার মুখ প্রচ্ছন্ন করিও না, তোমার দাসকে ক্রোধেতে দূর করিও না : তুমি আমার সহায় হইয়াছ, হে আমার ত্রাণের ঈশ্বর, আমাকে বর্জ্জন অথবা ত্যাগ করিও না।

১০ কেননা আমার পিতা মাতা আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু প্রভু আমাকে গ্রহণ করিবেন।

১১ হে প্রভো, আমাকে তোমার পথ শিখাও : এবং আমার বিপক্ষগণ হেতু আমাকে সরল মার্গে চলাও।

১২ আমাকে শত্রুদের ইচ্ছায় সমর্পণ করিও না : কেননা মিথ্যা সাক্ষিগণ এবং অত্যাচারশ্বাসী আমার বিপক্ষে উঠিয়াছে।

১৩ হায়, জীবন ভূমিতে প্রভুর ভদ্রতা দেখিবার ভরসায় যদি না থাকিতাম!—

১৪ প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক, দৃঢ় হও, তোমার হৃদয় সবল হউক : প্রভুরই প্রতীক্ষায় থাক।

২৮ গীত।

১ হে প্রভো, আমার শৈল, আমি তোমারই কাছে চীৎকার করি, আমার প্রতি বধিরবৎ হইও না : পাছে তুমি আমার প্রতি মৌনী হইলে, আমি গহ্বরে পতনশীলদের সদৃশ হই।

২ আমি তোমার নিকট চীৎকার করিলে, তোমার পুণ্যধামের উদ্দেশে হস্ত তুলিলে : আমার নিবেদন শব্দ শুন।

৩ দুষ্ট ও অপক্রিয়াকারিদের সহিত আমাকে টানিও না: যাহারা প্রতিবাসির প্রতি শান্তিবাচক অথচ হৃদয়ে দুর্ব্বৃত্ত।

৪ তাহাদের কর্ম্মানুসারে এবং আচারের দোষানুসারে তাহাদিগকে দেও: তাহাদের হস্তের ক্রিয়ানুসারে তাহাদিগকে দাও, তাহাদের কর্ম্ম ফল বিধান কর।

৫ যেহেতুক তাহারা প্রভুর কর্ম্মে অথবা তাঁহার হস্তের কার্য্যে অবধান করে না:—তিনি তাহাদিগকে নিপাত করিবেন, আর নির্ম্মাণ করিবেন না।

৬ প্রভুর ধন্যবাদ: কারণ তিনি আমার নিবেদন শব্দ শুনিয়াছেন।

৭ প্রভু আমার শক্তি ও আমার ঢাল, তাঁহাতেই আমার হৃদয় ভরসা করাতে আমি সাহায্য পাইলাম: অতএব আমার হৃদয় উল্লাস করিতেছে, এবং আমি গানপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিব।

৮ প্রভু তাহাদের শক্তি: এবং তিনি আপন অভিষিক্তের ত্রাণ দুর্গ।

৯ তোমার লোককে ত্রাণ কর, এবং তোমার অধিকারকে আশীর্ব্বাদ কর: এবং নিরন্তর তাহাদিগের পালন ও উন্নতি কর।

২৯ গীত।

১ হে বীর পুত্রেরা, প্রভুকে অর্পণ কর: প্রভুকে গৌরব ও শক্তি অর্পণ কর।

২ প্রভুকে তাঁহার নামের গৌরব অর্পণ কর: প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রতার শোভায় ভজনা কর।

৩ প্রভুর রব জলরাশির উপর: গৌরবের ঈশ্বর গর্জ্জন করিলেন, প্রভু অনেক জলরাশির উপর।

৪ প্রভুর রব শক্তিবিশিষ্ট : প্রভুর রব মহিমাশালি।

৫ প্রভুর রব দেবদারু ভগ্ন করে : প্রভুই লিবানোনের দেবদারু ভগ্ন করিলেন।

৬ তিনি তাহাঁদিগকে গোবৎসের ন্যায় : লিবানোন এবং শিরিয়োনকে মহিষ শাবকের ন্যায় লম্ফ করাইলেন।

৭ প্রভুর রব অগ্নিশিখা খণ্ড করে।

৮ প্রভুর রব অরণ্যকে কম্পিত করে : প্রভুই কাদেশ অরণ্যকে কম্পিত করেন।

৯ প্রভুর রব হরিণীগণকে প্রসব করায়, এবং বনকে মুণ্ডন করে : এবং তাহার মন্দিরে তন্মধ্যস্থ সমুদয়ের উক্তি "গৌরব।"

১০ প্রভু জলপ্লাবনের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, এবং প্রভু নিত্য রাজা হইয়া উপবিষ্ট আছেন।

১১ প্রভু আপন লোককে বল প্রদান করিবেন : প্রভু আপন লোককে শান্তি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন।

---

৬ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

৩০ গীত।

১ হে প্রভো আমি তোমার মহিমা করিব কেননা তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়াছ, এবং আমার শত্রুগণকে আমার উপর আনন্দ করিতে দেও নাই।

২ হে প্রভো, আমার ঈশ্বর, আমি তোমার প্রতি চীৎকার করিলাম : এবং তুমি আমাকে সুস্থ করিলা।

৩ হে প্রভো, তুমি আমার প্রাণকে অধোলোকহইতে

তুলিয়াছ : গহ্বরে পতনশীলদের মধ্যহইতে আমাকে বাঁচাইয়াছ।

৪ প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন কর, হে তাঁহার সাধুগণ : এবং তাঁহার পবিত্রতার স্মরণীর প্রশংসা কর।

৫ কেননা তাঁহার ক্রোধ ক্ষণমাত্র, তাঁহার প্রসন্নতাতে জীবন : সন্ধ্যাকালে ক্রন্দনের প্রবাস, কিন্তু প্রাতে আনন্দ ধ্বনি।

৬ কিন্তু আমিই নিশ্চিন্তায় কহিয়াছিলাম : "আমি কখন বিচলিত হইব না।"

৭ হে প্রভো, তুমি আপন প্রসন্নতার শক্তিতে আমার গিরি স্থাপন করিয়াছিলা : তুমি আপন মুখ লুকাইলা, আমি ব্যাকুল হইলাম।

৮ হে প্রভো, আমি তোমার উদ্দেশে ডাকিলাম : প্রভুরই প্রতি নিবেদন করিলাম।

৯ "আমি গহ্বরে নামিলে আমার রক্তেতে কি লাভ? ধূলি কি তোমার প্রশংসা করিবে, তাহা কি তোমার সত্য প্রচার করিবে?"

১০ "হে প্রভো শুন এবং আমাকে দয়া কর : হে প্রভো তুমি আমার সহায় হও।"

১১ তুমি আমার বিলাপকে নর্তন করিয়াছ : তুমি আমার চট খসাইয়াছ এবং আমাকে আনন্দে কটিবদ্ধ করিয়াছ।

১২ যেন গৌরব তোমার সংকীর্ত্তন করে এবং মৌনী না হয় : হে প্রভো আমার ঈশ্বর, আমি চিরকাল তোমাব ধন্যবাদ করিব।

---

৩১ গীত।

১ হে প্রভো, আমি তোমারই শরণ লইয়াছি : আমি যেন কখন লজ্জিত না হই, তোমার যাথার্থ্যেতে আমাকে উদ্ধার কর।

২ আমার প্রতি কর্ণপাত কর, ত্বরায় আমার রক্ষা কর : আমার পক্ষে শক্তি শিলা হও, আমার ত্রাণার্থে গৃহকোট হও।

৩ কেননা তুমিই আমার শৈল ও কোট : এবং তোমার নামার্থ তুমি আমাকে চালাইয়া লইয়া যাইবে।

৪ আমার নিমিত্তে গোপনে পাতিত তাহাদের জাল হইতে তুমি আমাকে বাহির করিবা : কেননা তুমিই আমার দুর্গ।

৫ তোমার হস্তে আপন আত্মা সমর্পণ করিব : তুমি আমার উদ্ধার করিয়াছ, হে প্রভো, সত্যের ঈশ্বর।

৬ যাহারা অসার অনর্থে মন দেয়, তাহাদিগকে আমি দ্বেষ করিয়াছি : কিন্তু আমি প্রভুতে ভরসা করি।

৭ আমি তোমার অনুগ্রহেতে উল্লাস এবং আনন্দ করিব : কেননা তুমি আমার দুঃখ দেখিয়াছ, তুমি আমার প্রাণের ক্লেশ জ্ঞাত হইয়াছ।

৮ এবং তুমি আমাকে শত্রু হস্তে সমর্পণ কর নাই : তুমি আমার চরণ প্রশস্ত স্থলে স্থাপন করিয়াছ।

৯ হে প্রভো, আমাকে দয়া কর, কেননা আমার কষ্ট হইয়াছে : শোকেতে আমার চক্ষু ক্ষয় হইয়াছে, আমার প্রাণ ও আমার অন্ত্র।

১০ কেননা দুঃখেতে আমার জীবন এবং উচ্ছ্বাসেতে আমার বয়স অবসন্ন হইয়াছে : আমার অপরাধে

আমার শক্তি হ্রাস হইতেছে এবং আমার অস্থি ক্ষয় হইতেছে।

১১ আমার তাবৎ শত্রু হেতু আমি কুৎসাস্পদ হইয়াছি, বিশেষতঃ আমার প্রতিবাসিদের : এবং আমার আত্মীয়দের বীভৎস, পথে আমার দর্শকেরা আমা হইতে পলায়ন করিল।

১২ আমি হৃদয়চ্যুত মৃতের ন্যায় বিস্মৃত হইয়াছি : আমি ভগ্ন পাত্রের ন্যায় হইয়াছি।

১৩ কেননা আমি অনেকের নিন্দাবাদন শুনিয়াছি, আমার বিরুদ্ধে তাহারা একত্র মন্ত্রণা করাতে চতুর্দ্দিকে ভয় আছে : তাহারা আমার প্রাণ লইতে কল্পনা করিয়াছে।

১৪ কিন্তু আমি, হে প্রভো, তোমার উপর নির্ভর রাখিয়াছি : আমি বলিলাম, "তুমিই আমার ঈশ্বর।"

১৫ তোমার হস্তেই আমার কাল সমূহ : আমাকে শত্রুদের হস্ত ও তাড়নাকারিগণ হইতে উদ্ধার কর।

১৬ তোমার দাসের উপর তোমার মুখ উজ্জ্বল কর : তোমার অনুগ্রহেতে আমাকে ত্রাণ কর।

১৭ হে প্রভো, আমি যেন লজ্জিত না হই, কেননা আমি তোমাকে ডাকিয়াছি : অধোলোকে দুষ্টেরা লজ্জিত হউক, মৌনী হউক।

১৮ মিথ্যা ওষ্ঠ নিস্তব্ধ হউক : যাহা দর্প ও তাচ্ছল্য পূর্ব্বক যাথার্থিকের বিরুদ্ধে কঠোর উক্তি করে।

১৯ তোমার ভদ্রতা কেমন বহুল, যাহা তুমি আপন ভয়কারিদের জন্যে গোপনে রাখিয়াছ : যাহা তুমি মনুষ্য সন্তানদের সম্মুখে আপন শরণাগতদের নিমিত্ত সম্পন্ন করিয়াছ।

২ বীণাতে প্রভুর প্রশংসা কর : দশ তন্ত্রী বল্লকীতে তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন কর।

৩ তাঁহার উদ্দেশে নূতন গীত গান কর : আনন্দধ্বনিতে উত্তম করিয়া বাজাও।

৪ কেননা প্রভুর বাক্য সরল : এবং তাঁহার সমস্ত কার্য্য বিশ্বস্ততাযুক্ত।

৫ যাথার্থ্যে ও বিচারে তাঁহার প্রীতি : ধরাতল প্রভুর করুণায় পরিপূর্ণ।

৬ প্রভুর বাক্যেতে স্বর্গমণ্ডল, এবং তৎসেনা সমূহ : তাঁহার মুখের শ্বাসে সৃষ্ট হইল।

৭ তিনি সমুদ্রের জল ঢিপীর ন্যায় একত্র করেন : এবং গভীরকে কোশেতে রাখেন।

৮ সমুদয় ধরামণ্ডল প্রভুকে ভয় করুক : জগদ্বাসী সকলে তাঁহার ত্রাসে থাকুক।

৯ কেননা তিনি কহাতে সৃষ্টি হইল : তিনি আজ্ঞা করাতে স্থিতি হইল।

১০ প্রভু বিজাতিদের মন্ত্রণা ব্যর্থ করেন : তিনি লোক-দের কল্পনা ভঙ্গ করেন।

১১ প্রভুর মন্ত্রণা চিরকাল স্থায়ী : তাঁহার হৃদয়ের কল্পনা পুরুষে ২ থাকে।

১২ ধন্য ঐ জাতি যাহাদের ঈশ্বর প্রভু : যে লোককে তিনি আপন অধিকারার্থে মনোনীত করিয়াছেন।

১৩ প্রভু স্বর্গ হইতে অবলোকন করেন : সমস্ত মনুষ্য-সন্তানকে দেখেন।

১৪ তাঁহার বাসস্থান হইতে পৃথিবীবাসী সকলের উপর : নিরীক্ষণ করেন।

১৫ তিনিই তাহাদের হৃদয় সমূহের গঠন করেন : তিনিই তাহাদের কার্য্য সকল আলোচনা করেন।

১৬ কোন রাজা বলের প্রাচুর্য্যে ত্রাণ পায় না : শক্তির প্রাচুর্য্যে বীরের উদ্ধার হয় না ।

১৭ ত্রাণার্থে অশ্ব বৃথা : তাহা নিজ বলের প্রাচুর্য্যে নিস্তার করিতে পারে না ।

১৮ দেখ, প্রভুর চক্ষু তাঁহার ভয়কারিদের উপর : তাঁহার দয়ার প্রতীক্ষাকারিদের উপর,

১৯ মৃত্যুহইতে তাহাদের প্রাণ উদ্ধারার্থে . এবং দুর্ভিক্ষে তাহাদের জীবন রক্ষার্থে ।

২০ আমাদের প্রাণ প্রভুর অপেক্ষাতে আছে : তিনিই আমাদের সহায় ও ঢাল ।

২১ কেননা তাহাতে আমাদের হৃদয় আনন্দ করিবে : যেহেতু, আমরা তাঁহার পবিত্র নামে ভরসা করিয়াছি ।

২২ হে প্রভো, তোমার করুণা আমাদের উপর হউক : যেমন আমরা তোমার প্রত্যাশা করিয়াছি ।

৩৪ গীত ।

১ আমি সর্ব্বকালে প্রভুর ধন্যবাদ করিব : তাঁহার প্রশংসা আমার মুখে নিরন্তর থাকিবে ।

২ আমার প্রাণ প্রভুতে শ্লাঘা করিবে : দীনলোক শুনিয়া আনন্দ করিবে ।

৩ তোমরা আমার সহিত প্রভুর মহিমা কর : আইস একত্র তাঁহার নামের উন্নতি করি ।

৪ আমি প্রভুর অন্বেষণ করিলাম—তিনি আমাকে উত্তর দিলেন : ও আমার সকল ভয় হইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন ।

৫ উহারা তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিল এবং উজ্জ্বল

হইল :—উহাদের মুখ অপ্রতিভ না হউক।

৬ এই দুঃখি ডাকিলে প্রভু শুনিলেন : ও সমস্ত ক্লেশ হইতে তাহাকে ত্রাণ করিলেন।

৭ প্রভুর দূত তাঁহার ভয়কারিদের চতুর্দ্দিকে শিবির করেন : এবং তাহাদিগকে উদ্ধার করেন।

৮ তোমরা আস্বাদন করিয়া দেখ যে, প্রভু ভদ্র : ধন্য ঐ ব্যক্তি যে তাঁহার শরণাগত।

৯ প্রভুকে ভয় কর, ওহে তৎসাধুগণ : কেননা তাঁহার ভয়কারিদের কিছুই অভাব নাই।

১০ যুবসিংহের অভাব ও ক্ষুধা হয : কিন্তু প্রভুর অন্বেষণকারিদের কোন মঙ্গলাভাব হইবে না।

১১ আইস বৎসেবা আমাকে শুন : আমি তোমাদিগকে প্রভুর ভয় শিখাইব।

১২ কোন্ মনুষ্য জীবন ভালবাসে : এবং মঙ্গল দর্শনার্থ দীর্ঘায়ুর অনুরাগ করে?

১৩ মন্দহইতে তোমার জিহ্বা : এবং প্রবঞ্চনা কথন হইতে তোমার ওষ্ঠ রক্ষা কর।

১৪ মন্দহইতে দূরস্থ হও এবং সদাচরণ কর : শান্তির অন্বেষণ কর এবং তাহার অনুধাবন কর।

১৫ প্রভুর চক্ষু যাথার্থিকদের প্রতি : এবং তাঁহার কর্ণ তাহাদের চীৎকারের প্রতি।

১৬ প্রভুর মুখ মন্দকারিদের বিরুদ্ধ : পৃথিবীহইতে তাহাদের স্মরণী লোপ করণার্থে।

১৭ লোকে চীৎকার করিল এবং প্রভু শুনিলেন : ও তাহাদের সকল ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিলেন।

১৮ প্রভু ভগ্নচিত্তদের নিকটস্থ : তিনি চূর্ণাত্মাদের ত্রাণ করেন।

১৯ যাথার্থিকের বহুল ক্লেশ: কিন্তু প্রভু তাহাকে তৎ-

সমস্তহইতে উদ্ধার করেন।

২০ তিনি তাহার সমস্ত অস্থি রক্ষা করেন: একখানও ভগ্ন হয় না।

২১ বিপত্তি দুষ্টকে সংহার করিবেক: এবং যাথার্থিকের দ্বেষকারিরা দোষীকৃত হইবে।

২২ প্রভু আপন ভৃত্যদের প্রাণ উদ্ধার করেন: তাঁহার শরণাগত কেহই দোষীকৃত হইবে না।

---

৭ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

৩৫ গীত।

১ হে প্রভো, আমার প্রতিবাদিদের সহিত প্রতিবাদ কর আমার বিপক্ষ যুদ্ধকারিদের সহিত যুদ্ধ কর।

২ ঢাল ও বর্ম্ম ধারণ কর, এবং আমার সাহায্যার্থে উঠ।

৩ শূলও নিষ্কোষ কর এবং আমার তাড়নাকারিদের পথ রোধ কর আমার প্রাণকে বল, "আমি তোমার ত্রাণ।"

৪ আমার প্রাণের অন্বেষণকারিরা লজ্জিত ও ব্যাকুল হউক: আমার অনিষ্ট সংকল্পকেরা পরাঙ্মুখ ও অপ্রতিভ হউক।

৫ তাহারা বায়ুর সম্মুখস্থ তুষের ন্যায় হউক: প্রভুর দূত তাহাদিগকে নিক্ষেপ করুন।

৬ তাহাদের পথ অন্ধময় ও পিচ্ছল হউক: প্রভুর দূত তাহাদিগকে তাড়না করুন।

৭ কেননা তাহাবা অকাবণে আমার জন্যে জাল লুকাইযাছে অকাবণে আমাব প্রাণের নিমিত্ত খাত করিয়াছে।

৮ তাহাব উপব অনপেক্ষিত বিনাশ আইসুক এবং তাহাব লুক্কাযিত জাল তাহাকেই ধরুক, সেই বিনাশেতেই আপনি পড়ুক।

৯ এবং আমাব প্রাণ প্রভুতে আনন্দ করিবে, তাঁহার ত্রাণেতে উল্লাস কবিবে।

১০ আমার সকল অস্থি কহিবে, "হে প্রভো তোমাব সদৃশ কে [illegible] দুঃখিকে তদপেক্ষা বলবান হইতে, দুঃখি দাবদ্রকেই তাহাব লুণ্ঠনকাবি হইতে উদ্ধাব কবিযা থাক।"

১১ অন্যাযি সাক্ষিগণ উঠে যাহা আমি জানিনা, তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা কবে।

১২ তাহাবা হিতেব পবিশোধে অহিত কবত আমাব প্রাণকে নিঃসহায করিল।

১৩ আমি কিন্তু, তাহাবা পীড়িত হইলে, চট পবিলাম, উপবাস দ্বাবা প্রাণকে ক্লিষ্ট কবিলাম —এবং আমাব প্রার্থনা আমাব বক্ষেতে ফিবিযা আসিবে।

১৪ আমি বন্ধু অথবা ভ্রাতা বুঝিযা ইতস্ততঃ বেড়াইলাম মাতৃশোকাপন্নেব ন্যায মলিন হইয়া নত হইলাম।

১৫ কিন্তু আমি বিচল হওযাতে তাহারা আনন্দ পূর্ব্বক একত্র হইল, কাপুরুষ পয্যন্ত, আমার অপরিচিত লোকেও, একত্র হইল তাহারা তিবস্কার করিল ও নিস্তব্ধ হইল না।

১৬ ভণ্ড উপহাসক অন্নদাসদের সহিত তাহারা আমাব উপর দন্ত পেষণ করিল।

১৭ হে প্রভো কতক্ষণ অবলোকন করিবা? আমার

প্রাণকে তাহাদের ধ্বংসনহইতে . আমার এককটীকে যুবসিংহদের হইতে ফিরাইয়া আন।

১৮ আমি মহাসমাজে তোমার প্রশংসা করিব . বলিষ্ঠ লোকের মধ্যে তোমাব স্তব করিব।

১৯ যাহারা অনর্থে আমার বিপক্ষ তাহারা যেন আমার উপব উল্লাস না করে : যাহারা অকারণে আমার দ্বেষকারী তাহাবা যেন কটাক্ষ ভঙ্গিমা না করে।

২০ কেননা তাহারা সন্ধির প্রসঙ্গ করে না : এবং দেশস্থ ধীরলোকেব বিরুদ্ধে প্রবঞ্চনাব কথা কল্পনা করে।

২১ এবং তাহারা আমাব উপব মুখ ব্যাদান করিল : তাহারা কহিল "আহা! আহা! আমাদের চক্ষু দেখিয়াছে।"

২২ হে প্রভো তুমি দেখিয়াছ : মৌনাবলম্বন করিও না, হে প্রভো আমা হইতে দূবস্থ হইও না।

২৩ হে আমাব ঈশ্বর ও আমার প্রভো : আমার বিচাবে, আমার বিবাদে উঠ এবং জাগ্রৎ হও।

২৪ হে প্রভো আমার ঈশ্বর, তোমার যাথার্থ্যানুসারে আমার বিচার কর তাহারা যেন আমার উপর উল্লাস না করে।

২৫ তাহারা যেন মনে ২ না বলে, "আহা, এই আমাদের অভিলাষ!" তাহারা যেন না বলে, "আমরা উহাকে গ্রাস করিয়াছি।"

২৬ আমার বিপত্তিতে উল্লাসকারিরা একত্র লজ্জিত ও অপ্রতিভ হউক : আমার বিরুদ্ধে গর্ব্বকারিরা লজ্জা ও অপযশে পরিহিত হউক।

২৭ যাহারা আমার যাথার্থ্যে সন্তুষ্ট তাহারা আনন্দধ্বনি ও উল্লাস করুক : তাহারা সদাই কহুক,

"প্রভু মহীয়ান হউন, যিনি আপন দাসের কুশলে সন্তুষ্ট হয়েন।"

২৮ এবং আমার জিহ্বা তোমার যাথার্থ্যের :— সমস্ত দিন তোমার প্রশংসা বর্ণনা করিবে।

৩৬ গীত।

১ আমার হৃদয় মধ্যে দুষ্টের অপরাধ এই কথা বলে :—তাহার নয়নাগ্রে ঈশ্বর-ভয় নাই।

২ কেননা সে আপন দৃষ্টিতে আত্মতোষামদ করে যেন তাহার পাপ প্রকাশিত হইয়া ঘৃণিত না হয়।

৩ তাহার মুখের বাক্য অন্যায় ও কাপট্য : সে বিবেচনা ও সৎকর্ম্মে ক্ষান্ত হইয়াছে।

৪ সে আপন শয্যার উপর অন্যায় কল্পনা করে অসৎ পথে বিনষ্ট হয়, মন্দ ঘৃণা করে না।

৫ হে প্রভো স্বর্গেতে তোমার করুণা : তোমার বিশ্বস্ততা মেঘ পর্য্যন্ত।

৬ তোমার যাথার্থ্য ঈশ্বরের পর্ব্বতগণের তুল্য, তোমার বিচার প্রকাণ্ড গভীর : হে প্রভো, তুমি মনুষ্য ও পশুকে রক্ষা করিয়া থাক।

৭ হে ঈশ্বর তোমার করুণা কেমন বহুমূল্য : এবং মনুষ্যসন্তানেরা তোমার পক্ষ ছায়ায় শরণ লয়।

৮ তাহারা তোমার গৃহের সুখাদ্যে পরিতৃপ্ত হইবে : এবং তোমার সুখস্রোত তুমি তাহাদিগকে পান করাইবা।

৯ কেননা তোমার কাছে জীবনের উৎস : তোমার দীপ্তিতে আমরা দীপ্তি দেখিব।

১০ তোমার পরিচয়িদের প্রতি তোমার করুণা স্থায়ী কর: এবং সরল হৃদয়দের প্রতি তোমার যাথার্থ্য।
১১ গর্ব্বের চরণ আমার নিকট না আইসুক: এবং দুষ্টদের হস্তও আমাকে পলাতক না করুক।
১২ অপক্রিয়াকারিরা ঐ পড়িল: তাহারা নিক্ষিপ্ত হইল, আর উঠিতে পারে না।

---

৭ দিন। সায়ংকালীন গীত।

৩৭ গীত।

১ **মন্দাচারিদের** বিষয়ে বিরক্ত হইও না: কুটিলাচারিদের প্রতি ঈর্ষা করিও না।
২ কেননা তাহারা তৃণের ন্যায় শীঘ্র ছিন্ন হইবে: এবং নব তৃণের ন্যায় শুষ্ক হইবে।
৩ প্রভুতে ভরসা কর এবং সদাচরণ কর: দেশেতে বাস কর ও নিশ্চিন্তে ভোজন কর।
৪ প্রভুতে আমোদও কর: তাহাতে তিনি তোমার মনোভিলাষ সিদ্ধ করিবেন।
৫ প্রভুতে আপন পথ অর্পণ কর: এবং তাঁহাতে ভরসা কর, তিনিই নির্ব্বাহ করিবেন।
৬ এবং তোমার যাথার্থ্য জ্যোতির ন্যায়: তোমার বিচার মধ্যাহ্নের ন্যায়, নির্গত করিবেন।
৭ প্রভুর প্রতীক্ষায় মৌনী হও এবং তাঁহার অপেক্ষায় থাক: যে আপন পথে চরিতার্থ হয়, যে মনুষ্য খলতাসাধন করে, তাহাদের বিষয়ে ক্ষুব্ধ হইও না।

৮ ক্রোধে নিরস্ত হও ও কোপ ত্যাগ কর: ক্ষুব্ধ হইও না, হইলে কেবল মন্দাচরণ হয়।

৯ কেননা মন্দাচারিরা উচ্ছিন্ন হইবে: কিন্তু প্রভুর প্রতীক্ষাকারিরা—তাহারাই দেশ অধিকার করিবে।

১০ আর অল্পক্ষণ;—পরে দুষ্ট আর নাই: তুমি তাহার স্থল নিরীক্ষণ করিবা কিন্তু সে নাই।

১১ পরন্তু মৃদুলোকে দেশ অধিকার করিবে: ও শান্তির বাহুল্যে আমোদ করিবে।

১২ যাথার্থিকের প্রতিকূলে দুষ্ট কুমন্ত্রণা করে: এবং তাহার উপর দন্ত পেষণ করে।

১৩ প্রভু তাহাকে উপহাস করিবেন: কেননা তিনি দেখেন যে তাহার দিন আসিতেছে।

১৪ দুষ্টেরা দীন দরিদ্রকে নিপাত করণার্থ: সরলপথ গামীদের বধ করণার্থে, খড়গ নিষ্কোষ এবং ধনু আনমন করিয়াছে।

১৫ তাহাদের খড়গ তাহাদেরই হৃদয়ে প্রবেশ করিবে. ও তাহাদের ধনুক ভগ্ন হইবে।

১৬ বহুল দুষ্টের ধনরাশি অপেক্ষা: যাথার্থিক এক· জনের যৎকিঞ্চিৎও ভাল।

১৭ কেননা দুষ্টদের বাহু ভগ্ন হইবে: কিন্তু প্রভু যাথার্থিকগণকে ধারণ করেন।

১৮ প্রভু সরল লোকদের দিন জানেন: এবং তাহাদের অধিকার চিরকাল থাকিবে।

১৯ তাহারা দুঃসময়ে লজ্জিত হইবে না: এবং দুর্ভি- ক্ষের দিনে তাহাদের যথেষ্ট থাকিবে।

২০ কিন্তু দুষ্টেরা বিনষ্ট হইবে, এবং প্রভুর শত্রুরা মেষের মেদ তুল্য হইবে: তাহারা লয় হয়—ধুমেতে লয় হয়।

২১ দুষ্ট ঋণ করে ও পরিশোধ করে না : কিন্তু যাথার্থিক দয়ালু এবং দাতা ।

২২ কেননা তাঁহার আশীঃপ্রাপ্ত লোকেরা দেশ অধিকার করিবে : এবং তাঁহার অভিশপ্তেরা উচ্ছিন্ন হইবে ।

২৩ সজ্জনের গতিবিধি প্রভুর দ্বারা ধার্য্য হয় : ও তিনি তাহার পদবীতে সন্তুষ্ট হয়েন ।

২৪ সে পতিত হইলেও নিপাত হইবে না : কেননা প্রভু তাহার হস্ত ধারণ করেন ।

২৫ আমি যুবা ছিলাম, প্রাচীণও হইয়াছি : তত্রাচ কখন যাথার্থিককে পরিত্যক্ত, অথবা তাহার বংশকে অন্নের ভিক্ষুক দেখি নাই ।

২৬ সে নিরন্তর দয়ালু ও কর্জ্জদায়ী : এবং তাহার বংশ মঙ্গলপ্রাপ্ত হইবে ।

২৭ মন্দ হইতে দূরস্থ হও ও সদাচরণ কর : এবং চিরকাল বাস কর ।

২৮ কেননা প্রভু বিচার ভাল বাসেন, তিনি আপন সাধুগণকে ত্যাগ করিবেন না : তাহারা চিরকাল রক্ষিত, কিন্তু দুষ্টদের বংশ উচ্ছিন্ন হয় ।

২৯ যাথার্থিকেরা দেশ অধিকার করিবে : এবং নিরন্তর তথায় বাস করিবে ।

৩০ যাথার্থিকের মুখ জ্ঞানের প্রসঙ্গ করে : এবং তাহার জিহ্বা বিচারের উক্তি করে ।

৩১ তাহার হৃদয় মধ্যে আপন ঈশ্বরের নিয়ম : তাহার পথ স্খলিত হইবে না ।

৩২ দুষ্ট যাথার্থিকের প্রতি নিরীক্ষণ করে : এবং তাহাকে বধ করিতে অন্বেষণ করে ।

৩৩ প্রভু তাহাকে উহার হস্তে ত্যাগ করিবেন না :

এবং সে বিচারিত হইলে দোষী করিবেন না।

৩৪ প্রভুর প্রতীক্ষা কর এবং তাঁহার পথ রক্ষা কর, এবং তিনি তোমাকে দেশ অধিকারার্থে উন্নত করিবেন: দুষ্টেরা উচ্ছিন্ন হইলে তুমি তাহা দেখিবা।

৩৫ আমি দুষ্টকে প্রতাপী ও স্বস্থানীয় শ্যামল বৃক্ষের ন্যায় বিস্তারশালী দেখিয়াছি।

৩৬ কিন্তু সে গেল, দেখ, আর নাই: আমি তাহার অন্বেষণও করিলাম কিন্তু তাহাকে পাওয়া গেল না।

৩৭ শুদ্ধতা পালন কর এবং সরলতায় দৃষ্টি রাখ কেননা উত্তরকালে তাহাতে মনুষ্যের শান্তি হইবে।

৩৮ কিন্তু অপরাধিরা একত্র নষ্ট হয়: দুষ্টদের উত্তর কালে উচ্ছেদ হয়।

৩৯ যাথার্থিকদের ত্রাণ প্রভু হইতে তিনিই দুঃখ কালে তাহাদের শক্তিকোট।

৪০ প্রভুই তাহাদের সাহায্য ও উদ্ধার করেন: তিনি দুষ্টদের হইতে তাহাদের উদ্ধার করিয়া ত্রাণ করিবেন, যেহেতুক তাহারা তাঁহার শরণাগত।

---

৮ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

৩৮ গীত।

১ হে প্রভো তোমার কোপেতে আমাকে অনুযোগ করিও না: এবং তোমার উষ্মাতে আমার শাসন করিও না।

২ কেননা তোমার বাণ আমার অন্তরে প্রবেশ করি-

য়াছে : এবং তোমার হস্ত আমার উপর চাপিয়া পড়িয়াছে।

৩ তোমার ক্রোধ হেতুক আমার মাংসেতে কোন স্বাস্থ্য নাই : আমার পাপ হেতুক আমার অস্থিতে কোন শান্তি নাই।

৪ কেননা আমার অপক্রিয়া আমার মস্তক অতিক্রমণ করিয়াছে : ভারী বোঝার ন্যায় তাহা আমার শক্তি অপেক্ষা ভারী হইয়াছে।

৫ আমার মূঢ়তা প্রযুক্ত : আমার ঘা পচিয়া নালি হইয়াছে।

৬ আমি যাতনাগ্রস্ত, আমি অত্যন্ত নত হইয়াছি : সমস্ত দিন আমি মলিন ভাবে ভ্রমণ করি।

৭ কেননা আমার কটি সম্পূর্ণ দগ্ধ হইতেছে : এবং আমার মাংসেতে কোন স্বাস্থ্য নাই।

৮ আমি শীর্ণ ও নিতান্ত চূর্ণ হইয়াছি : আমি অন্তঃকরণের অস্থিরতায় আর্ত্তনাদ করিতেছি।

৯ হে প্রভো, তোমার সমক্ষে আমার সকল বাসনা : এবং আমার আর্ত্তস্বর তোমাহইতে গুপ্ত নহে।

১০ আমার হৃদয় থরথর করিতেছে, আমার শক্তি আমাকে ত্যাগ করিয়াছে : এবং আমার নয়নযুগলের দীপ্তি—তাহাও আর আমার সঙ্গে নাই।

১১ আমার অনুরাগি ও মিত্রগণ আমার অভিঘাত হইতে অন্তরে দাঁড়াইল : এবং আমার কুটুম্বেরা দূরে দাঁড়াইল।

১২ আমার জীবনের মার্গণকারিরাও ফাঁদ পাতিল : এবং আমার অনিষ্ট চেষ্টকেরা দুরন্ত উক্তি করিল ও সমস্ত দিন প্রবঞ্চনা কল্পনা করিল।

১৩ পরন্তু আমি বধিরবৎ শুনিলাম না : এবং মুখ ব্যাদান

করে না এমত বোবার ন্যায় ছিলাম।

১৪ আমি শ্রবণ বিহীন মনুষ্যের ন্যায় হইলাম: যাহার মুখে বিতর্ক নাই।

১৫ কেননা হে প্রভো, আমি তোমার প্রতীক্ষায় আছি: তুমিই প্রত্যুত্তর করিবা, হে প্রভো আমার ঈশ্বর।

১৬ কেননা আমি কহিলাম, "পাছে তাহারা আমার বিষয়ে আনন্দ করে:"—আমার চরণ স্খলনে তাহারা আমার বিপক্ষে দর্প করিল।

১৭ কেননা আমি খঞ্জ প্রায় হইয়াছি: এবং আমার যন্ত্রণা নিরন্তর আমার সমক্ষে আছে।

১৮ কেননা আমি নিজ অপক্রিয়া স্বীকার করি: আমি আপন পাপ প্রযুক্ত ব্যাকুল হই।

১৯ কিন্তু আমার শত্রুরা তেজস্বী ও পরাক্রান্ত: এবং আমার অনর্থক দ্বেষকারিরা বহুল হইয়াছে।

২০ এবং যাহারা উপকারের পরিশোধে অপকার করে: তাহারা আমার হিতান্বেষণের পরিশোধে শত্রুতা করে।

২১ হে প্রভো, আমাকে ত্যাগ করিও না: হে আমার ঈশ্বর, আমা হইতে দূরস্থ হইও না।

২২ আমার সাহায্যার্থে ত্বরা কর: হে প্রভো, আমার ত্রাণ।

৩৯ গীত।

১ আমি কহিলাম, "আপন পথে অবধান করিব, যেন জিহ্বাতে পাপ না করি: আমি আপন মুখে বল্গা রাখিব যাবৎ দুষ্ট আমার সাক্ষাতে থাকে।"

২ আমি মৌনী হইয়া বোবা হইলাম, আমি সৎ-কথাতেও নিরস্ত রহিলাম: কিন্তু আমার দুঃখ উদ্রিক্ত হইল।

৩ অন্তরে আমার হৃদয় উত্তপ্ত হইল, আমার চিন্তন-কালে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল: আমি জিহ্বাতে কথা কহিলাম।

৪ "হে প্রভো আমার চরম আমাকে জানাও, ও আমার আয়ুর পরিমাণ, তাহা কত: আমি কেমন ক্ষণিক যেন জানিতে পাই।"

৫ "দেখ, তুমি আমার আয়ুঃ কএক বিঘত মাত্র করিয়াছ, এবং আমার জীবন তোমার সমক্ষে যেন কিছুই নয়: সত্য প্রত্যেক মনুষ্যই শ্রেষ্ঠা-বস্থাতে একান্ত অসার।

৬ "সত্য, ছায়ার ন্যায় মনুষ্য চলে, সত্য, তাহারা অসারার্থে ব্যস্ত: সে সঞ্চয় করে, কিন্তু জানে না কে তাহা সংগ্রহ করিবে।"

৭ এক্ষণে, হে প্রভো, আমার কিসের প্রতীক্ষা: আমার যে প্রত্যাশা তাহা তোমাতেই।

৮ আমার সর্ব্ব অপরাধহইতে আমাকে উদ্ধার কর: আমাকে মূর্খের তিরস্কার পাত্র করিও না।

৯ আমি মৌনী হইলাম, মুখ খুলিব না: কেননা তুমি ইহা করিলা।

১০ আমা হইতে তোমার আঘাত দূর কর: তোমার হস্তের প্রহারেতে আমার ক্ষয় হইতেছে।

১১ অপক্রিয়া হেতু তুমি যখন মনুষ্যকে অনুযোগ পূর্ব্বক শাস্তি দেও: তখন কীটের ন্যায়, তুমি তাহার বাঞ্ছিত দ্রব্য নষ্ট কর; সত্য, প্রত্যেক মনুষ্য অসার।

১২ হে প্রভো, আমার প্রার্থনা শুন, এবং আমার চীৎকারে কর্ণপাত কর, আমার অশ্রুপাতে নীরব থাকিও না: কেননা আমি তোমার নিকটে অতিথি, আমার সমুদয় পিতৃগণের ন্যায় প্রবাসী আছি।

১৩ আমাহইতে ক্ষান্ত হও যেন কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য পাই: যাবৎ আমি প্রয়াণ না করি, ও আমার লয় না হয়।

৪০ গীত।

১ আমি ধৈর্য্যপূর্ব্বক প্রভুর প্রতীক্ষা করিলাম. তাহাতে তিনি আমার প্রতি নত হইয়া আমার চীৎকার শুনিলেন।

২ তিনি ঘর্ঘরায়মাণ কূপ হইতে, কর্দ্দমময় পঙ্কহইতে আমাকে উঠাইলেন: এবং শৈলের উপর আমার চরণ স্থাপন করিলেন, আমার গতি দৃঢ় করিলেন।

৩ এবং তিনি আমার মুখে নূতন গীত, আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা, প্রদান করিলেন: অনেকে দেখিয়া ভয় করিবে, এবং প্রভুতে ভরসা করিবে।

৪ ধন্য ঐ মনুষ্য যে প্রভুকে আপন শরণ করিয়াছে: এবং অহঙ্কারী অথবা মিথ্যাবলম্বিদের প্রতি ফিরে নাই।

৫ হে প্রভো, আমার ঈশ্বর, তুমিই মহা ২ কার্য্য করিয়াছ, আমাদের বিষয়ে তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও কল্পনা মহৎ: তোমার নিকট কেহই তাহার বিন্যাস করিতে পারে না, আমি তাহা প্রচার ও ব্যক্ত করিতাম, কিন্তু তাহা বর্ণনাতীত।

৬ বলিদান ও নৈবেদ্যে তোমার সন্তোষ নাই: তুমি

আমার কর্ণদ্বয় বিদ্ধ করিয়াছ, হোম ও পাপ বলি তুমি চাহ নাই।

৭ তখন আমি কহিলাম, "দেখ, আমি আইলাম : —শাস্ত্র গ্রন্থে আমার প্রতি আদিষ্ট আছে—"

৮ "হে আমার ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা সাধনে আমার সন্তোষ : এবং তোমার নিয়ম আমার অন্তর্মধ্যে আছে।"

৯ মহা সমাজে আমি যাথার্থ্য প্রচার করিয়াছি : দেখ আমি আপন ওষ্ঠাধর রোধ করিব না, হে প্রভো তুমি জান।

১০ আমি তোমার যাথার্থ্য হৃদয় মধ্যে গুপ্ত করি নাই, আমি তোমার বিশ্বস্ততা ও ত্রাণের প্রসঙ্গ কহিয়াছি : আমি তোমার অনুগ্রহ ও সত্য মহা সমাজ হইতে লুক্কায়িত করি নাই।

১১ তুমিও, হে প্রভো, আমাহইতে তোমার করুণা রোধ করিও না : তোমার অনুগ্রহ ও সত্য সদা আমার রক্ষা করুক।

১২ কেননা অগণ্য অনিষ্ট আমাকে বেষ্টন করে, আমার পাপ আমাকে ধরিয়াছে এবং আমি দেখিতে পাই না : তাহা আমার মস্তকের কেশ হইতে অধিক, এবং আমি হৃদয়চ্যুত হইয়াছি।

১৩ হে প্রভো, প্রসন্ন হইয়া আমাকে উদ্ধার কর : হে প্রভো, আমার সাহায্যার্থে ত্বরা কর।

১৪ যাহারা নাশ করণার্থ আমার প্রাণের মার্গণ করে, তাহারা একান্ত লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হউক : যাহারা আমার অনিষ্টে সন্তুষ্ট হয়, তাহারা পরাঙ্মুখ ও নিস্তব্ধ হউক।

১৫ যাহারা আমাকে বলে "আহা! আহা!" তাহারা

আপনাদের জঘন্যতা প্রযুক্ত উচ্ছিন্ন হউক।

১৬ তোমার অন্বেষণকারী সকলে তোমাতে আহ্লাদিত ও আনন্দিত হউক : তোমার ত্রাণের অনুরাগিরা সর্ব্বদা কহুক, "প্রভু মহীয়ান্ হউন।"

১৭ আমি তো দীন দরিদ্র, কিন্তু প্রভু আমার বিষয় চিন্তা করেন : তুমিই আমার সহায় ও উদ্ধারকর্ত্তা. হে আমার ঈশ্বর, বিলম্ব করিও না।

---

৮ দিন। সায়ংকালীন গীত।

৪১ গীত।

১ ধন্য ঐ জন, যে দীনহীনের বিষয়ে বিবেচনা করে. অমঙ্গলের দিনে প্রভু তাহাকে উদ্ধার করিবেন।

২ প্রভু তাহাকে রক্ষা করিবেন ও বাঁচাইয়া রাখিবেন, সে পৃথিবীতে কুশল প্রাপ্ত হইবে : তুমি তাহাকে তাহার শত্রুদের ইচ্ছায় সমর্পণ করিও না।

৩ ব্যাধি শয্যায় প্রভু তাহাকে ধারণ করিবেন. তাহার পীড়ায় তুমি তাহার সমুদয় বিছান উল্টাইয়া দিবা।

৪ আমি কহিলাম, "হে প্রভো, আমাকে দয়া কর, আমার প্রাণকে সুস্থ কর : কেননা আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি।"

৫ আমার শত্রুরা আমার নিন্দা করে : "সে কখন মরিবে ও তাহার নাম লুপ্ত হইবে ?"

৬ আর যদিও সে আমাকে দেখিতে আইসে, সে মিথ্যা কহে, তাহার হৃদয় আপনার জন্যে দুষ্টতা

সংগ্রহ করে : সে বাহিরে যায়, সে পথে তাহা ব্যক্ত করে।

৭ আমার সকল দ্বেষকারিরা আমার বিরুদ্ধে একত্রে কানাকানি করে : আমারই বিরুদ্ধে তাহারা কুমন্ত্রণা করে—

৮ "কোন প্রকার পামরতা উহাতে সংলগ্ন হইয়াছে : যেমন শয্যাগত হইয়াছে, আর উঠিতে পারিবে না।"

৯ আমার আত্মীয় জনও, যাহাতে আমি বিশ্বাস করিয়াছিলাম, যে আমার অন্নভোক্তা : সেও আমার উপর পা তুলিয়াছে।

১০ কিন্তু তুমি, হে প্রভো, আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং আমাকে উঠাও : তাহাতে আমি তাহাদের প্রতিফল দিব।

১১ আমি ইহাতেই জানি যে, আমাতে তোমার সন্তোষ : যেহেতু আমার শত্রু আমার উপর জয়োল্লাস করে না।

১২ এবং আমাকে—তুমি আমার সারল্যে আমাকে ধারণ করিতেছ : এবং চিরকাল আমাকে তোমার সম্মুখে রাখিবা।

১৩ ইস্রাএলের প্রভু ঈশ্বরের ধন্যবাদ : অনাদি কাল অবধি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত। আমেন্ ২

৪২ গীত।

১ হরিণ যেমন জলস্রোত আকাঙ্ক্ষা করে : তদ্রূপ হে ঈশ্বর, আমার প্রাণ তোমাকে আকাঙ্ক্ষা করে।

২ আমার প্রাণ ঈশ্বরার্থে, সজীব ঈশ্বরার্থে তৃষিত

হইয়াছে : আমি কখন্ আসিয়া ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইব ?

৩ আমার অশ্রু দিবারাত্রি আমার খাদ্য হইয়াছে : যাবৎ তাহারা সমস্ত দিন আমাকে কহে, "তোমার ঈশ্বর কোথায় ?"

৪ এই সকল আমি স্মরণ করি এবং আপনার উপর আপন প্রাণ ঢালিয়া দি, কেননা আমি সমারোহে যাত্রা করিতাম : পর্ব্বপালক জনতাসহ আনন্দ ও স্তুতিবাদের স্বরেতে ঈশ্বরের আলয় পর্য্যন্ত আমি তাহাদের অগ্রসর হইতাম।

৫ হে আমার প্রাণ তুমি কেন লতিয়া পড়, এবং কেন আমাতে অস্থির হও ? ঈশ্বরের প্রতীক্ষা কর : কেননা আমি এখনও তাঁহার মুখের ত্রাণের নিমিত্ত তাঁহার প্রশংসা করিব।

৬ হে আমার ঈশ্বর, আমার প্রাণ আমার উপর লতিয়া পড়ে : তন্নিমিত্ত আমি যর্দ্দন ও হর্ম্মোন ভূমি হইতে মিচ্ছার পর্ব্বত হইতে তোমাকে স্মরণ করিব।

৭ তোমার জল ধারার শব্দে গভীর গভীরকে ডাকে তোমার সমস্ত ভঙ্গ ও তরঙ্গ আমার উপর দিয়া গিয়াছে।

৮ দিবাভাগে প্রভু আপন দয়ায় বিধান করিবেন : এবং রজনীযোগে তাঁহার গান আমার সহিত থাকিবে, আমার জীবনের ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা।

৯ আমি আপন শৈল ঈশ্বরকে কহিব, "তুমি কেন আমাকে বিস্মৃত হও : কেন আমি শত্রুর উপদ্রবে মলিন ভাবে চলি।"

১০ "তোমার ঈশ্বর কোথায়," আমার বৈরিগণ সমস্ত

দিন ইহা বলিয়া : যেন আমার অস্থি ভঙ্গ পূর্ব্বক আমাকে ভৎর্সনা করে।

১১ হে আমার প্রাণ, তুমি কেন লতিয়া পড়, এবং কেন আমাতে অস্থির হও ? ঈশ্বরের প্রতীক্ষা কর : কেননা আমি এখনও তাঁহার প্রশংসা করিব, যিনি আমার মুখের ত্রাণ এবং আমার ঈশ্বর।

৪৩ গীত।

হে ঈশ্বর, আমার বিচার কর, এবং নির্দ্দয় জাতির বিরুদ্ধে আমার পক্ষে প্রতিবাদ কর : খল ও কুটিল মনুষ্যহইতে আমাকে উদ্ধার কর।
কেননা তুমিই আমার দুর্গস্বরূপ ঈশ্বর, তুমি কেন আমাকে ত্যাজ্য করিলা : কেন আমি শত্রুর উপদ্রবে মলিন ভাবে ভ্রমণ করি।
তোমার দীপ্তি ও তোমার সত্য প্রেরণ কর, তাহাই আমাকে লইয়া যাউক : তোমার পবিত্র পর্ব্বতে ও তোমার মণ্ডপে আমাকে আনুক।
তাহাতে আমি ঈশ্বরের বেদির নিকটে, আপন পরমানন্দ ঈশ্বরের নিকটে যাইব : এবং বীণাতে তোমার প্রশংসা করিব, হে ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর।
হে আমার প্রাণ, তুমি কেন লতিয়া পড় এবং কেন আমাতে অস্থির হও ? ঈশ্বরের প্রতীক্ষা কর : কেননা আমি এখনও তাঁহার প্রশংসা করিব, যিনি আমার মুখের ত্রাণ এবং আমার ঈশ্বর।

---

৯ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

৪৪ গীত।

১ হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের পিতৃগণের দিনে, পূর্ব্বতন দিনে কি কার্য্য করিয়াছিলা: তাহা আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, এবং তাঁহারা আমাদের নিকটে বর্ণনা করিয়াছেন।

২ তুমি নিজ হস্তে বিজাতিদিগকে নিষ্কাশিত করিয়া ইহাদিগকে রোপণ করিয়াছিলা: তুমি লোকদিগকে ক্লিষ্ট করিয়া ইহাদিগের বিস্তার করিয়াছিলা।

৩ কেননা তাহারা আপনাদের খড়্গ দ্বারা দেশ অধিকার করে নাই, তাহাদের নিজ বাহুও তাহাদের ত্রাণ করে নাই: কিন্তু তোমার দক্ষিণ হস্ত, এবং তোমার বাহু এবং তোমার মুখের দীপ্তি, যেহেতুক তুমি তাহাদের প্রতি প্রসন্ন ছিলা।

৪ হে ঈশ্বর, তুমিই আমার রাজা: য়াকোবের ত্রাণের বিধান কর।

৫ তোমাদ্বারা আমরা আপনাদের শত্রুদিগকে নিপাত করিব: তোমার নামে আমরা প্রতিপক্ষগণকে অবমর্দ্দন করিব।

৬ কেননা আমি নিজ ধনুতে ভরসা করি না: এবং আমার খড়্গও আমাকে ত্রাণ করে না।

৭ কেননা তুমি আমাদিগকে শত্রু বর্গ হইতে ত্রাণ করিয়াছ: এবং আমাদের ঘৃণাকারিগণকে লজ্জিত করিয়াছ।

৮ আমরা সমস্ত দিন ঈশ্বরেতে শ্লাঘা করি : এবং চিরকাল তোমার নামের প্রশংসা করি।

৯ পরন্তু তুমি আমাদিগকে ত্যাজ্য ও লজ্জাস্পদ করিয়াছ : এবং আমাদের সৈন্য সঙ্গে যাত্রা কর না।

১০ তুমি আমাদিগকে শত্রুহইতে পরাঙ্মুখ করিয়াছ : এবং আমাদের ঘৃণাকারিগণ স্বেচ্ছামতে লুণ্ঠন করে।

১১ তুমি আমাদিগকে ভক্ষ্য মেষবৎ করিতেছ : এবং বিজাতিদের মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছ।

১২ তুমি আপন লোককে বিনামূল্যে বিক্রয় করিতেছ : এবং তাহাদের পণে কিছু লাভ কর না।

১৩ তুমি আমাদিগকে প্রতিবাসী সমীপে তিরস্কারাস্পদ : আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ সকলের সমীপে উপহাস ও বিদ্রূপ ভাজন করিতেছ।

১৪ তুমি আমাদিগকে বিজাতিদের মধ্যে ব্যঙ্গ পাত্র করিতেছ : লোকদিগের মধ্যে শিরশ্চালনের বিষয় করিতেছ।

১৫ সমস্ত দিন আমার অপমান আমার সম্মুখে আছে : এবং আমার মুখের লজ্জা আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

১৬ ইহা তিরস্কারক ও নিন্দকের রবেতে : শত্রু ও প্রতিহিংসকের দর্শনে হয়।

১৭ এই সকল আমাদের প্রতি ঘটিয়াছে, তথাপি তোমাকে বিস্মৃত হই নাই : এবং তোমার নির্ব্বন্ধের বিষয়ে অসত্যাচরণ করি নাই।

১৮ আমাদের হৃদয় পরাঙ্মুখ হয় নাই : আমাদের পদও তোমার পথ হইতে হেলে নাই।

১৯ যে তুমি আমাদিগকে শৃগালের আবাসে চূর্ণ

করিবা : এবং আমাদিগকে মৃত্যুচ্ছায়াতে আচ্ছন্ন করিবা।

২০ যদি আমরা আপনাদের ঈশ্বরের নাম বিস্মৃত হইয়া থাকি : কিম্বা কোন অপর দেবতার প্রতি আপনাদের হস্ত বিস্তার করিয়া থাকি।

২১ ঈশ্বর কি তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবেন না : কেননা তিনি হৃদয়ের গুপ্ত বিষয় জানেন।

২২ বরং তোমার নিমিত্তেই আমরা সমস্ত দিন হত হই : আমরা বধ্য মেষবৎ গণিত হই।

২৩ জাগ্রৎ হও, কেন নিদ্রিত থাক, হে প্রভো, উঠ আমাদিগকে চির নিষ্কাশিত করিও না।

২৪ কেন আপন মুখ লুকাও : কেন আমাদের দুঃখ ও উপদ্রব বিস্মৃত হও ?

২৫ কেননা আমাদের প্রাণ ধূলিতে অবনত : আমাদের উদর ভূমিতে সংলগ্ন হইয়াছে।

২৬ আমাদের সাহায্যার্থে উঠ : এবং তোমার দয়ার অনুরোধে আমাদের উদ্ধার কর।

৪৫ গীত।

১ আমার হৃদয় উত্তম কথায় উথলিত হইতেছে ; আমি কহিলাম :—"আমার রচনা রাজার বিষয়ে :" আমার জিহ্বা দ্রুত লেখকের লেখনী।

২ মনুষ্য পুত্রগণাপেক্ষা পরম সুন্দর, তোমার ওষ্ঠাধরে প্রসন্নতা সেচিত হইয়াছে : তন্নিমিত্ত ঈশ্বর তোমাকে নিত্যকালার্থে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

৩ হে বীর, তোমার ঊরুদেশে খড়্গ বন্ধন কর :— তোমার মহিমা এবং প্রতাপ।

৪ এবং সত্য, ও বিনয় যাথার্থ্যের নিমিত্ত, তোমার প্রতাপেতে কুশলে যাত্রা কর: এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমাকে ভয়ানক কার্য্য শিখাইবে।

৫ তোমার বাণ তীক্ষ্ণ,—জাতিসমূহ তোমার নীচে পাতিত হয়:—তাহা রাজ শত্রুদের হৃদয়গত।

৬ হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন নিত্যস্থায়ী: তোমার রাজদণ্ড সরল দণ্ড।

৭ তুমি যাথার্থ্যের অনুরাগ এবং দুষ্টতার দ্বেষ করিয়াছ, তন্নিমিত্ত ঈশ্বর, তোমারই ঈশ্বর: তোমার সঙ্গিদের অপেক্ষা তোমাকে আনন্দ তৈলে অধিক অভিষিক্ত করিয়াছেন।

৮ তোমার সমস্ত বসন বোল, অগুরু ও গুড়ত্বকময়: গজদন্ত মন্দির হইতেই তাহারা তোমাকে আনন্দিত করিয়াছে।

৯ রাজকন্যারা তোমার কুলবতীগণের মধ্যে আছে: ওফির সুবর্ণে ভূষিতা হইয়া মহিষী তোমার দক্ষিণে দণ্ডায়মানা আছেন।

১০ হে কন্যে শুন, দেখ, এবং কর্ণপাত কর: এবং তোমার নিজ লোক ও পিতৃ ভবন বিস্মরণ কর।

১১ তাহাতে রাজা তোমার লাবণ্যের অভিলাষী হইবেন: কেননা তিনি তোমার প্রভু, অতএব তুমি তাঁহার আরাধনা কর।

১২ এবং সোর কন্যা, ধনাঢ্য লোকেরাই: উপহার সহিত, তোমার উপাসনা করিবে।

১৩ রাজকন্যা অন্তঃপুরে সম্পূর্ণরূপে শোভান্বিতা: তাঁহার বস্ত্র সুবর্ণ খচিত।

১৪ বিচিত্র বসনে তিনি রাজসমীপে নীত হইবেন: তাঁহার পশ্চাৎ সহচরী কুমারীগণ তোমার নিকট

আনীত হইতেছে।

১৫ তাহারা আহ্লাদ এবং হর্ষে নীত হইবে : তাহারা রাজমন্দিরে প্রবেশ করিবে।

১৬ তোমার পিতৃগণের পরিবর্ত্তে তোমার পুত্রগণ হইবে : তুমি তাহাদিগকে সমুদয় পৃথিবীতে অধি-পতি করিবা।

১৭ আমি তোমার নাম পুরুষে২ স্মরণ করাইব : তন্নিমিত্ত জাতি সকল চিরকাল তোমার প্রশংসা করিবে।

৪৬ গীত।

১ ঈশ্বর আমাদের শরণ ও শক্তি : কষ্ট কালে সহায়, অতি সহজে প্রাপ্য।

২ অতএব পৃথিবীর বিকার হইলেও : গিরিগণ সমুদ্রের মধ্যে বিচলিত হইলেও আমরা ভয় করিব না।

৩ তাহার জল তর্জ্জন গর্জ্জন করুক : তাহার গর্ব্বে গিরিগণ কম্পিত হউক।

৪ এক নদী আছে, যাহার স্রোত ঈশ্বরপুরীকে ; উচ্চতমের পবিত্র মণ্ডপকে, আনন্দিত করে।

৫ ঈশ্বর তন্মধ্যবর্ত্তী, তাহা বিচলিত হইবে না : অতি প্রত্যূষে ঈশ্বর তাহার সাহায্য করিবেন।

৬ জাতিসমূহ গর্জ্জন করিল, রাষ্ট্র সমূহ বিচলিত হইল : তিনি শব্দ করিলেন, পৃথিবী গলিত হইল।

৭ সৈন্যের প্রভু আমাদের সঙ্গী : যাকোবের ঈশ্বর আমাদের উচ্চ্রয়।

৮ আইস, প্রভুর কার্য্যে নিরীক্ষণ কর : যিনি পৃথিবীতে কেমন উৎপাত করিয়াছেন।

৯ তিনি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ নিবৃত্তি করেন, তিনি ধনুর্ভঙ্গ করেন : শূল খণ্ড করেন, তিনি অগ্নিতে রথ দগ্ধ করেন।

১০ "স্থির হও, এবং জান যে আমিই ঈশ্বর, আমি বিজাতিদের মধ্যে উন্নত : পৃথিবীতে উন্নত হইব।"

১১ সৈন্যের প্রভু আমাদের সঙ্গী : য়াকোবের ঈশ্বর আমাদের উচ্চ্রয়।

---

৯ দিন। সায়ংকালীন গীত।

৪৭ গীত।

১ অহো সমূহ জাতি, তোমরা করতালি দেও : জয়োল্লাসের স্বরে ঈশ্বরের নিকট জয়ধ্বনি কর।

২ কেননা প্রভু উচ্চতম, এবং ভয়ার্হ : সমস্ত পৃথিবীর উপর মহারাজ।

৩ তিনি লোকসমূহকে আমাদের তলে : এবং বিজাতিসমূহকে আমাদের পদতলে বশীভূত করেন।

৪ তিনি আমাদের নিমিত্ত আমাদের অধিকার মনোনীত করেন : য়াকোবের গৌরব, যাহাকে তিনি প্রেম করিলেন।

৫ ঈশ্বর আনন্দ ধ্বনির মধ্যে : প্রভু তূরীর শব্দ মধ্যে ঊর্দ্ধগমন করিলেন।

৬ ঈশ্বরের সঙ্কীর্ত্তন কর, সঙ্কীর্ত্তন কর : আমাদের রাজার সঙ্কীর্ত্তন কর, সঙ্কীর্ত্তন কর।

৭ কেননা ঈশ্বর সমুদয় পৃথিবীর রাজা : জ্ঞান পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন কর।

৮ ঈশ্বর জাতিদের উপর রাজত্ব করেন : ঈশ্বর আপন পবিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন।

৯ লোকসমূহের অধিপতিগণ, আব্রাহামের ঈশ্বরের লোক হইয়া একত্র হইল : কেননা পৃথিবীব সকল ঢাল প্রভুরই, তিনি অতীব উন্নত।

৪৮ গীত।

১ আমাদের ঈশ্বরের পুরীতে, তাঁহার পবিত্র পর্ব্বতে : প্রভু মহান্ ও অতি প্রশংসনীয়।

২ উচ্চতায় রমণীয়, সমুদয় পৃথিবীর আনন্দকর উত্তরাঞ্চল স্থিত সিয়োন পর্ব্বত : মহারাজের নগর।

৩ ঈশ্বর তাহার প্রাসাদে :, উচ্চ্‌ য়রূপে পরিচিত।

৪ কেননা দেখ, রাজারা মিলিত হইল : তাহারা একত্র চলিয়া গেল।

৫ তাহারাই দেখিল, অমনি চমৎকৃত হইল : তাহারা আতঙ্কে পড়িল, তাহারা পলাইল।

৬ সেখানে তাহাদিগকে কম্পন ধরিল : প্রসূতির ন্যায় বেদনা।

৭ পূর্ব্ব বায়ুর বেগে : তুমি তার্শিশের জাহাজ সমূহ ভগ্ন করিলা।

৮ সৈন্যের প্রভুর পুরীতে, আমাদের ঈশ্বরের পুরীতে : যেমন আমরা শুনিয়াছিলাম, তেমনি দেখিলাম ; ঈশ্বর তাহা চিরস্থাপন করিবেন।

৯ হে ঈশ্বর, তোমার মন্দিরের মধ্যে আমরা : তোমার করুণা মনে চিন্তা করিয়াছি।

১০ যেমন তোমার নাম, তেমনি হে ঈশ্বর, পৃথিবীর

প্রান্ত পর্য্যন্ত তোমার প্রশংসা : তোমার দক্ষিণ হস্ত যাথার্থ্যে পরিপূর্ণ।

১১ তোমার বিচার প্রযুক্ত সিয়োন পর্ব্বত আনন্দ করুক : যিহূদার কন্যারা উল্লাস করুক।

১২ প্রদক্ষিণ করিয়া সিয়োন বেষ্টন কর : তাহার কোট সকল গণনা কর।

১৩ তাহার প্রাচীরে মনোযোগ কর, তাহার প্রাসাদে নিরীক্ষণ কর : যেন তোমরা উত্তর পুরুষে বর্ণনা করিতে পার।

১৪ কেননা, এই ঈশ্বর চিরকাল আমাদের ঈশ্বর : তিনি মরণ পর্য্যন্ত আমাদের নেতা হইবেন।

৪৯ গীত।

১ **হে সকল** লোকেরা ইহা শুন : হে জগন্নিবাসিগণ কর্ণপাত কর।

২ ইতর সন্তান, ভদ্র সন্তান উভয়েই : ধনবান ও দরিদ্র এক সঙ্গে।

৩ আমার মুখ জ্ঞান প্রচার করিবে : এবং আমার হৃদয়ের ধ্যান বুদ্ধিসহ হইবে।

৪ আমি রূপক কথায় কর্ণপাত করিব : আমি বীণাতে আমার প্রহেলিকার ব্যাখ্যা করিব।

৫ আমি অমঙ্গলের দিনে কেন ভয় করিব : যখন আমার প্রবঞ্চনাকারিদের দুষ্টতা আমাকে বেষ্টন করে।

৬ যাহারা নিজ সম্পত্তির উপর নির্ভর রাখে : এবং ধনের বাহুল্যে শ্লাঘা করে।

৭ তাহাদের কেহ কোন প্রকারে নিজ ভ্রাতাকে উদ্ধার করিতে পারে না : এবং তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে না—

৮ অহো! তাহাদের প্রাণের উদ্ধার বহুমূল্য তাহাতে চিরকাল ক্ষান্ত থাকিতে হইবে—

৯ যে সে নিত্য থাকিবে : এবং ক্ষয় না দেখিবে—

১০ কিন্তু দেখিতে হইবেই, জ্ঞানিরাও মরে, মূর্খ ও পাশব এক সঙ্গে নষ্ট হয় ও নিজ সম্পত্তি পরের নিমিত্ত ত্যাগ করে।

১১ তাহাদের আন্তরিক কল্পনা এই, যে তাহাদেব গৃহ চিরস্থায়ী তাহাদের আবাস পুরুষ পরম্পরা ব্যাপী, তাহারা ভূমিব উপব আপনাদের নাম দেয়।

১২ তথাচ মনুষ্য আদরে থাকিযা স্থাযী হইবে না সে বিনশ্বর পশু সদৃশ।

১৩ এই তাহাদেব পথ, তাহাদেব মূর্খতা : তথাপি তাহাদের উত্তরকালীন লোকেরা তাহাদের বাক্যে সন্তোষ পায।

১৪ মেষবৎ তাহারা অধোলোকে স্থাপিত হয, মৃত্যুই তাহাদেব পালক : এবং প্রাতে সরল লোকে তাহাদেব উপর প্রভুত্ব করিবে,— ও তাহাদেব রূপ নিজাধার হইতে অধোলোকে ক্ষয পাইবে।

১৫ কিন্তু ঈশ্বর আমার প্রাণকে অধোলোকের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন কেননা তিনি আমাকে গ্রহণ করিবেন।

১৬ কোন মনুষ্য ধনী হইলে তাহার গৃহের গৌরব বৃদ্ধি পাইলে, ভয় করিও না।

১৭ কেননা তাহার মৃত্যুতে সে কিছুই লইয়া যাইবে না : তাহার মহিমা তাহার সঙ্গে নামিবে না।

১৮ যদিও সে জীবদ্দশায় আপন প্রাণকে ধন্য বলিয়াছিল : যদিও লোকে তোমার প্রশংসা করে, যে তুমি নিজ হিতকারী।

১৯ তথাপি সে নিজ পিতৃ পুরুষের নিকট যাইবে : তাহারা কখন দীপ্তির দর্শন পাইবে না।

২০ মনুষ্য আদরে থাকিয়া বুদ্ধিহীন হইলে : বিনশ্বর পশু সদৃশ হয়।

---

১০ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

৫০ গীত।

১ **ঈশ্বর,** প্রভু ঈশ্বরই, উক্তি করিয়াছেন : এবং সূর্য্যের উদয় অবধি অস্ত পর্য্যন্ত পৃথিবীকে আহ্বান করিয়াছেন।

২ শোভার পর্য্যাপ্তি সিয়োন হইতে : ঈশ্বর দেদীপ্যমান হইয়াছেন।

৩ আমাদের ঈশ্বর আসিবেন,—তিনি যেন মৌনাবলম্বন না করেন :—তাঁহার সম্মুখে অগ্নি গ্রাস করিবে, এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড ঝটিকা হইবে।

৪ তিনি ঊর্দ্ধস্থ স্বর্গকে এবং পৃথিবীকে আহ্বান করিবেন : যেন আপন লোকের বিচার করেন।

৫ "আমার সাধুগণ আমার নিকট একত্র কর : যাহারা যজ্ঞ দ্বারা আমার সহিত নির্ব্বন্ধ করে।"

৬ আর স্বর্গ তাঁহার যাথার্থ্য ব্যক্ত করে : কেননা ঈশ্বর স্বয়ং বিচারকর্ত্তা।

৭ "হে আমার লোক শুন, আমি কহিব, হে ইস্রাএল, আমি তোমার প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিব : আমিই ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর।"

৮ "তোমার যজ্ঞ বিষয়ে তোমাকে অনুযোগ করিব না: তোমার হোমও সর্ব্বদা আমার সম্মুখে আছে।"

৯ "আমি তোমার গৃহ হইতে কোন বৃষ: কিম্বা তোমার খোঁয়াড় হইতে পাঁঠা লইব না।"

১০ "কেননা সকল বনপশু: ও সহস্র ২ পার্ব্বতীয় গবাদি আমারই।"

১১ "আমি পার্ব্বতীয় সকল পক্ষিকে চিনি: মাঠের ভ্রমণকারী পশুও আমার নিকট আছে।"

১২ "আমি যদি ক্ষুধিত হই, তোমাকে বলিব না: কেননা ভূমণ্ডল ও তৎসাকল্য আমারই।"

১৩ "আমি কি বলীবর্দ্দের মাংস ভোজন: কিম্বা পাঁঠার রক্ত পান করিব?"

১৪ "ঈশ্বরোদ্দেশে ধন্যবাদ যজ্ঞ কর. এবং উচ্চতমের প্রতি তোমার মানত পূর্ণ কর।"

১৫ "এবং দুঃখের দিনে আমাকে ডাক: আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, এবং তুমি আমার মহিমা করিবা।"

১৬ কিন্তু অধার্ম্মিককে ঈশ্বর কহেন, "আমার ব্যবস্থা প্রচারণে তোমার কি: যে তুমি আমার নির্ব্বন্ধ মুখাগ্র কর?"

১৭ "কেননা তুমি আপনি শাসন ঘৃণা কর: এবং আমার বাক্য তোমার পশ্চাৎ ফেলিয়া দেও।"

১৮ "যখন চোরকে দেখিয়াছিলা, তখন তাহার সহিত আমোদ করিয়াছ: ব্যভিচারিদের সহভাগী হইয়াছ।"

১৯ "মন্দেতে তোমার মুখ খুলিয়াছ: এবং তোমার জিহ্বাতে কাপট্য রচনা করিয়াছ।"

২০ "তুমি বসিয়া তোমার ভ্রাতার বিরুদ্ধে কথা কহিয়া থাক : তোমার মাতৃ পুত্রের নিন্দা করিয়া থাক।"

২১ "এই সকল তুমি করিয়াছ, তথাচ আমি মৌনী রহিলাম ;—তুমি অনুমান করিলা, আমি একান্ত তোমার সদৃশ : কিন্তু আমি তোমাকে অনুযোগ করিব, এবং তোমার নয়নাগ্রে সকল বিস্তার করিব।"

২২ "হে ঈশ্বর বিস্মারকগণ, এখন ইহা বিবেচনা কর : পাছে আমি বিদারণ করি, এবং কোন উদ্ধারকর্ত্তা না থাকে।"

২৩ "যে ধন্যবাদ যজ্ঞ করে, সে আমার মহিমা করে : এবং একটি পথ প্রস্তুত করে যাহাতে আমি তাহাকে ঈশ্বরের ত্রাণ দেখাইব।"

৫১ গীত।

১ হে দয়াকর ঈশ্বর, আপন অনুগ্রহানুসারে আমার প্রতি, আপন করুণার বাহুল্যানুসারে আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

২ আমার অপক্রিয়া হইতে আমাকে সম্যক্ ধৌত কর : ও আমার পাপহইতে আমাকে পরিষ্কার কর।

৩ কেননা আমার অপরাধ আমি জানি : ও আমার পাপ নিরন্তর আমার সমক্ষে আছে।

৪ তোমার, কেবল তোমারি, বিরুদ্ধে আমি পাপ করিয়াছি : এবং তোমার দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিয়াছি, যেন তুমি আপন কথনেতে যথার্থ এবং আপন বিচারণে বিশুদ্ধ হও।

৫ দেখ, অপরাধে আমার জন্ম হইল : ও পাপেতে

আমার মাতা আমাকে গর্ব্ভে ধারণ করিলেন।

৬ দেখ, তুমি অন্তরের সত্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাক: ও অভ্যন্তরে জ্ঞানের উপলব্ধি দিবা।

৭ আমাকে হিস্সপ দিয়া শুদ্ধ কর, তাহাতে আমি পরিষ্কৃত হইব: আমাকে ধৌত কর, তাহাতে আমি হিম অপেক্ষা শুক্ল হইব।

৮ আমাকে আহ্লাদ ও আনন্দ শ্রবণ করাও: তাহাতে যে সকল অস্থি ভাঙ্গিয়াছ তাহা উল্লাসিত হইবে।

৯ আমার পাপ হইতে তোমার মুখ লুকাও: ও আমার অপক্রিয়া সকল মার্জ্জনা কর।

১০ হে ঈশ্বর, আমায় নির্ম্মল অন্তঃকরণ সৃষ্টি কর: ও আমার অন্তরে স্থির আত্মা নূতন কর।

১১ তোমার সম্মুখহইতে আমাকে দূর করিও না: ও তোমার পবিত্র আত্মাকে আমা হইতে লইও না।

১২ তোমার ত্রাণের আনন্দ আমাকে পুনরায় দেও. এবং আমাকে উদার আত্মাতে ধারণ কর।

১৩ তাহাতে আমি অপরাধিদিগকে তোমার পথ শিখাইব: ও পাপিরা তোমার প্রতি ফিরিবে।

১৪ হে ঈশ্বর, আমার ত্রাণের ঈশ্বর, আমাকে রক্তপাত দোষহইতে উদ্ধার কর: আমার জিহ্বা তোমার যাথার্থ্যের কীর্ত্তন করিবে।

১৫ হে প্রভো, তুমি আমার ওষ্ঠাধর খুলিয়া দেও তাহাতে আমার মুখ তোমার প্রশংসা প্রকাশ করিবে।

১৬ কেননা তুমি বলির আকাঙ্ক্ষা কর না, নতুবা আমি দিতাম; তুমি হোমেতে তুষ্ট নহ।

১৭ ভগ্ন আত্মা ঈশ্বরের বলি: হে ঈশ্বর ভগ্ন ও চূর্ণ হৃদয় তুমি তুচ্ছ করিবা না।

১৮ তোমার প্রসন্নতায় সিয়োনের মঙ্গল কর: যেরূশালেমের প্রাচীর নির্ম্মাণ কর।

১৯ তখন তুমি যাথার্থ্যের বলি, হোম ও পূর্ণ হোমেতে সন্তুষ্ট হইবা: তখন লোকে তোমার বেদির উপরে বৃষ উৎসর্গ করিবে।

৫২ গীত।

১ ওহে বীর তুমি কেন মন্দেতে শ্লাঘা কর: ঈশ্বরের অনুগ্রহ সমস্ত দিন থাকে।

২ তোমার জিহ্বা দুষ্টতা কল্পনা করে: শাণিত ক্ষুরের ন্যায় কাপট্য সাধন করে।

৩ তুমি সৎ অপেক্ষা অসতের: যথার্থ বচন অপেক্ষা মিথ্যার অনুরাগ করিয়াছ।

৪ হে কপটী জিহ্বা: তুমি সংহারক বাক্যমাত্রে অনুরাগ করিয়াছ।

৫ ঈশ্বরও তোমাকে চিরকালার্থ উৎপাটন করিবেন, তিনি তোমাকে ধরিয়া আবাস হইতে নিষ্কাশিত করিবেন: এবং জীবিতদের ভূমিহইতে উন্মূলন করিবেন।

৬ তখন যাথার্থিকেরা দেখিয়া ভীত হইবে: এবং তাহার প্রতি উপহাস করিবে।

৭ "দেখ, ঐ মনুষ্য ঈশ্বরকে আপন শক্তিকোট করে নাই, কিন্তু আপনার ধনের বাহুল্যে ভরসা করিয়াছিল: আপন দুষ্টতায় আপনাকে সবল করিয়াছিল"

৮ আমি কিন্তু ঈশ্বরের গৃহস্থিত শ্যামল জৈত বৃক্ষসদৃশ: আমি নিত্য২ ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভরসা করি।

৯ আমি নিত্য তোমার প্রশংসা করিব, কেননা তুমি সম্পন্ন করিয়াছ: এবং আমি তোমার ভক্তগণের সাক্ষাতে তোমার নামের প্রত্যাশা করিব, কেননা তাহাই উৎকৃষ্ট।

---

১০ দিন। সায়ংকালীন গীত।

৫৩ গীত।

১ মূর্খ মনে ২ কহিয়াছে, "ঈশ্বর নাই," তাহারা ভ্রষ্ট, দুষ্কর্ম্মাচারী ঘৃণিত: সদাচারী কেহই নাই।

২ কেহ সুবোধ, ঈশ্বরের অন্বেষণকারী আছে কি না: তদ্দর্শনার্থে, ঈশ্বর স্বর্গ হইতে মনুষ্য সন্তানদের উপর অবলোকন করিলেন।

৩ তৎসমুদায়ে বিমুখ হইয়াছে, তাহারা একত্রে ঘৃণিত হইয়াছে: সদাচারী কেহই নাই, এক জনও নয়।

৪ অপক্রিয়াকারিদের কি জ্ঞান নাই, আমার লোককে ভক্ষ্য করত তাহারা আহার করে: ঈশ্বরকে তাহারা ডাকে নাই।

৫ তথায় তাহারা ত্রাসে ত্রাসিত হইল, যথায় ত্রাসের কারণ ছিল না, কেননা ঈশ্বর তোমার অবরোধকারীর অস্থি বিকীর্ণ করিয়াছেন: তুমি তাহাদিগকে লজ্জাস্পদ করিয়াছ, যেহেতু ঈশ্বর তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

৬ আহা! সিয়োন হইতে ইস্রাএলের পরিত্রাণ যেন আইসে: ঈশ্বর আপন বন্দি লোককে প্রত্যাবৃত্ত

করিলে, য়াকোব আনন্দ করিবেক, ইস্রায়েল আহ্লাদিত হইবেক।

৫৪ গীত।

১ হে ঈশ্বর, তোমার নামের দ্বারা আমার ত্রাণ কর : এবং তোমার পরাক্রমে আমার বিচার কর।
২ হে ঈশ্বর, আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর : আমার মুখের কথায় কর্ণপাত কর।
৩ কেননা পরেরা আমার বিরুদ্ধে উঠিয়াছে, এবং অত্যাচারিরা আমার প্রাণের মার্গণ করে : তাহারা ঈশ্বরকে আপনাদের সমক্ষে রাখে নাই।
৪ দেখ, ঈশ্বর আমার সহায় : প্রভু আমার প্রাণের ধারণকারিদের মধ্যে আছেন।
৫ তিনি আমার শত্রুদের উপর তাহাদের অপক্রিয়া প্রত্যাবৃত্ত করিবেন : তোমার সত্যেতে তাহাদিগকে ছিন্ন কর।
৬ আমি স্বেচ্ছা বলি তোমার উদ্দেশে উৎসর্গ করিব : হে প্রভো, আমি তোমার নামের ধন্যবাদ করিব : কেননা তাহা উৎকৃষ্ট।
৭ কেননা, তিনি আমাকে সকল ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন : এবং আমার চক্ষু আমার শত্রুদের উপর নিরীক্ষণ করিয়াছে।

৫৫ গীত।

১ হে ঈশ্বর, আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর : এবং আমার নিবেদন হইতে আপনাকে লুকাইও না।
২ আমার প্রতি মনোযোগ কর ও আমাকে উত্তর

দেও : আমি ভাবনাতে চঞ্চল হওত আর্ত্তনাদ করি।

৩ শত্রুর রব প্রযুক্ত, দুষ্টের উপদ্রব প্রযুক্ত : কেননা তাহারা আমার উপর অন্যায় নিক্ষেপ করে এবং ক্রোধেতে আমার তাড়না করে।

৪ আমার অন্তরে আমার হৃদয় যন্ত্রণা পাইতেছে : এবং মৃত্যুর আতঙ্ক আমার উপর পড়িয়াছে।

৫ ভয় ও কম্পন আমাকে আক্রমণ করিল : এবং ত্রাস আমাকে আচ্ছন্ন করিল।

৬ এবং আমি কহিলাম, "আহা, আমার যদি কপোতের ন্যায় পক্ষ হইত : তবে উড্ডীন হইয়া বিশ্রাম পাইতাম!

৭ "তবে দেখ, ভ্রমণ করিয়া দূরস্থ হইতাম : অরণ্যে বাস করিতাম।"

৮ "প্রচণ্ড বায়ু ও বাত্যা হইতে : ত্বরায় পলায়নপর হইতাম"

৯ হে প্রভো, তাহাদিগকে সংহার কর, তাহাদের ভাষা বিভিন্ন কর : যেহেতুক আমি নগরে অত্যাচার ও কলহ দেখিয়াছি।

১০ দিবারাত্রি তাহারা প্রাচীরের উপর উহা পরিক্রমণ করে : অপক্রিয়া ও ক্লেশও উহার মধ্যে আছে।

১১ দুরন্ততা তন্মধ্যবর্ত্তী : এবং তাহার পথ হইতে অত্যাচার ও খলতা দূর হয় না।

১২ কেননা, কোন শত্রু আমার তিরস্কার করে নাই, তাহা হইলে আমি সহ্য করিতাম : আমার কোন দ্বেষকারী আমার উপর গর্ব্ব করে নাই, এমন হইলে আমি তাহা লুকাইতাম।

১৩ কিন্তু তুমিই, আমার সমতুল্য মনুষ্য : আমার মিত্র ও আত্মীয়।

১৪　আমরা একত্র মিষ্টালাপ করিতাম : আমরা সমারোহ পূর্ব্বক ঈশ্বরের গৃহে চলিতাম।

১৫　বিনাশ তাহাদের উপরিস্থ, তাহারা জীবৎ অধো-লোকে নামিবে : কেননা তাহাদের আবাসে, তাহাদের অন্তরে দুষ্টতা আছে।

১৬　আমিই ঈশ্বরকে ডাকিব : এবং প্রভু আমার ত্রাণ করিবেন।

১৭　সায়াহ্নে ও প্রাতে ও মধ্যাহ্নে আমি ধ্যান এবং আর্ত্তনাদ করিব : এবং তিনি আমার রব শুনিবেন।

১৮　তিনি শান্তিতে আমার প্রাণকে আমার প্রতিকূল যুদ্ধ হইতে উদ্ধার করিবেন : কেননা অনেকে আমার বিরুদ্ধে হইয়াছিল।

১৯　ঈশ্বর শুনিবেন, তিনিই পূর্ব্বাবধি সিংহাসনোপবিষ্ট, ও তাহাদিগকে উত্তর দিবেন : যাহাদের কোন অবস্থান্তর হয় নাই, যাহারা ঈশ্বরকে ভয় করে না।

২০　সে আপনার সহিত নির্বিরোধের উপর হস্তক্ষেপ করিল : সে আপন নির্বন্ধ হেয় করিল।

২১　তাহার মুখে ক্ষীরবৎ ললিত বাক্য ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয়ে সংগ্রাম : তাহার বাক্য তৈলাপেক্ষাও স্নিগ্ধ, কিন্তু তাহা নিষ্কোষ খড়্গ।

২২　প্রভুর উপর তোমার ভাগ্য অর্পণ কর, এবং তিনিই তোমাকে ধারণ করিবেন : তিনি যাথার্থিককে কখন বিচলিত হইতে দিবেন না।

২৩　কিন্তু তুমি, হে ঈশ্বর, তাহাদিগকে নাশগর্ত্তে অধো-গত করিবা : রক্তপ্রিয় ও কপটী লোক আপনাদের আয়ুর অর্দ্ধও কাটাইবে না : কিন্তু আমি তোমাতে ভরসা করিব।

---

১১ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

৫৬ গীত।

১ হে ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া কর, কেননা মানুষে আমাকে গ্রাস করিতে ব্যগ্র আছে: সমস্ত দিন যুদ্ধ করত সে আমাকে ক্লেশ দিতেছে।

২ আমার বিপক্ষেরা সমস্ত দিন আমাকে গ্রাস করিতে ব্যগ্র আছে: কেননা অনেকে গরিমা পূর্ব্বক আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

৩ আমি ভয়ের দিনে: তোমাতে ভরসা করিব।

৪ ঈশ্বরেতে আমি তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিব, ঈশ্বরেতে আমি ভরসা করিয়াছি: আমি ভয় করিব না, মাংসে আমার কি করিতে পারে?

৫ সমস্ত দিন তাহারা আমার বাক্যের ছল ধরে আমার বিষয়ে তাহাদের সকল কল্পনাই অমঙ্গলার্থ।

৬ তাহারা একত্র হয়, লুকাইয়া কল্পনা করে, আপনারাই আমার পদে দৃষ্টি করিয়া থাকে: কেননা তাহারা আমার প্রাণের প্রতীক্ষায় আছে।

৭ অন্যায় দ্বারা কি তাহাদের উদ্ধার হইবে: হে ঈশ্বর, ক্রোধেতে লোকসমূহকে নিক্ষেপ কর।

৮ তুমিই আমার ভ্রমণ গণনা করিয়াছ. আমার অশ্রু তোমার ঘটেতে রাখ, তাহা কি তোমার গ্রন্থে নাই?

৯ তখন আমার শত্রুরা আমার ডাকিবার দিনে প্রত্যাবৃত্ত হইবে: ইহা আমি জানি, কেননা ঈশ্বর আমারই।

১০ ঈশ্বরেতে আমি বাক্যের প্রশংসা করিব: প্রভুতে আমি বাক্যের প্রশংসা করিব।

১১ ঈশ্বরেতে আমার ভরসা, আমি ভীত হইব না: মনুষ্য আমার কি করিতে পারে?

১২ হে ঈশ্বর, তোমার মানত আমার উপরে আছে: আমি তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিব।

১৩ কেননা তুমি মৃত্যুহইতে আমার প্রাণকে উদ্ধার করিয়াছ, স্খলন হইতে কি আমার চরণ রক্ষা করিবা না: যেন আমি জীবিতদের দীপ্তিতে ঈশ্বরের সম্মুখে চলিতে পাই।

৫৭ গীত।

১ **হে ঈশ্বর,** আমার প্রতি দয়া কর, আমার প্রতি দয়া কর, কেননা আমার প্রাণ তোমার শরণাগত: এবং উৎপাতের অবসান পর্য্যন্ত তোমার পক্ষের ছায়াতে আমি শরণ লইব।

২ আমি উচ্চতম ঈশ্বরের প্রতি: আমার সর্ব্ব সাধক ঈশ্বরের প্রতি, চীৎকার করিব।

৩ তিনি স্বর্গ হইতে প্রেরণ করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন: আমার গ্রাসকারী তিরস্কার করে বটে, কিন্তু ঈশ্বর আপন অনুগ্রহ ও সত্য প্রেরণ করিবেন।

৪ আমার প্রাণ সিংহগণের মধ্যে আছে, অগ্নিশ্বাসিদের মধ্যে আমার শয়ন: মনুষ্যসন্তানদের মধ্যে যাহাদের দন্ত শূল ও বাণ, এবং জিহ্বা সুতীক্ষ্ণ খড়্গ।

৫ হে ঈশ্বর, তুমি স্বর্গোপরি উন্নত হও: তোমার মহিমা অখিল ধরাতলোপরি।

৬ আমার চরণের নিমিত্ত তাহারা জাল পাতিল, আমার প্রাণ নত হইল: তাহারা আমার সম্মুখে গর্ত্ত কাটিল, তাহারাই তন্মধ্যে পড়িল।

৭ হে ঈশ্বর, আমার হৃদয় স্থির আছে, আমার হৃদয় স্থির আছে: আমি গান ও সংকীর্ত্তন করিব।

৮ হে আমার মহিমা জাগ্রৎ হও, বল্লকী ও বীণা জাগ্রৎ হও: আমিও প্রভাতে জাগ্রৎ হইব।

৯ হে প্রভো, আমি লোকসমূহের মধ্যে তোমার ধন্যবাদ করিব: আমি জাতিসমূহের মধ্যে তোমার সংকীর্ত্তন করিব।

১০ কেননা তোমার অনুগ্রহ স্বর্গ পর্য্যন্ত মহৎ: এবং তোমার সত্য মেঘ পর্য্যন্ত।

১১ হে ঈশ্বর, তুমি স্বর্গোপরি উন্নত হও: তোমার মহিমা অখিল ধরাতলোপরি।

৫৮ গীত।

১ **বাস্তবিক** কি তোমারা রববিহীন যাথার্থ্য ব্যক্ত কর: মনুষ্যসন্তানেরা, তোমরা কি ন্যায় বিচার কর?

২ না, তোমরা হৃদয়ে দুষ্টতা সাধিতেছ: দেশের মধ্যে তোমাদের হস্তের অত্যাচার বণ্টন করিতেছ।

৩ দুষ্টেরা জন্মাবধি পর হইয়াছে: তাহারা উৎপত্তি অবধি মিথ্যা কহিয়া বিপথে যায়।

৪ সর্পের বিষের ন্যায় তাহাদের বিষ আছে: তাহারা কর্ণরোধকারী বধির কালসর্পের ন্যায়।

৫ যে মন্ত্র পাঠকগণের রব: চতুর মায়ামোহকারির শব্দ শুনে না।

৬ হে ঈশ্বর, তাহাদের মুখে তাহাদের দন্ত ভগ্ন কর: হে প্রভো, যুবসিংহদের বৃহৎ দন্ত চূর্ণ কর।

৭ তাহারা প্রবহণশীল জলের ন্যায় দ্রবীভূত হইবে: সে শর সন্ধান করিলে তাহা বিখণ্ডিত বাণ সদৃশ হইবে।

৮ গলনশীল শম্বুকের ন্যায় তাহার গতি হইবে: গর্ব্ভস্রাবের ন্যায় তাহার সূর্য্য দর্শন হইবে না।

৯ তোমাদের হণ্ডিতে কণ্টকাগ্নি স্পর্শের পূর্ব্বেই: কাঁচা পোড়া সকলি চক্রবাতে নিরাকরণ করে।

১০ ধার্ম্মিক সন্তুষ্ট হইবেন, কেননা প্রতিফল দেখিলেন: তিনি দুষ্টের রক্তে আপন পাদ প্রক্ষালন করিবেন।

১১ তখন লোকে কহিবে, "সত্য বটে, ধার্ম্মিকের ফল আছে: সত্য বটে, পৃথিবীতে বিচার নিষ্পাদক ঈশ্বর আছেন।"

---

৫৯ গীত।

১১ দিন। সায়ংকালীন গীত।

১ হে আমার ঈশ্বর, আমার শত্রুগণ হইতে আমাকে উদ্ধার কর: আমার আক্রমণকারিদের উপর আমাকে উন্নত কর।

২ অপক্রিয়াকারিদের হইতে আমাকে উদ্ধার কর: এবং রক্তপ্রিয় লোক হইতে আমাকে রক্ষা কর।

৩ কেননা, দেখ তাহারা আমার প্রাণের সন্ধানে ঘাঁটি পাতে, বলিষ্ঠেরা আমার বিপক্ষে একত্র হয়: হে প্রভো, আমার অপরাধ কিম্বা পাপ প্রযুক্ত নহে।

৪ দোষ না থাকিলেও তাহারা দৌড়িয়া সসজ্জ হয় :—আমাকে সাক্ষাৎ করিতে জাগ্রৎ হইয়া অবলোকন কর।

৫ আর, তুমি হে প্রভো ঈশ্বর, সৈন্যের, ইস্রাএলের ঈশ্বর, বিজাতি সকলের অবেক্ষণার্থে উঠ : বিশ্বাস-ঘাতক দুষ্টগণকে দয়া করিও না।

৬ তাহারা সায়াহ্নে প্রত্যাবৃত্ত হয় : কুক্কুরের ন্যায় চীৎকার পূর্ব্বক নগরে পরিভ্রমণ করে।

৭ দেখ, তাহারা মুখেতে উদ্গার করে : তাহাদের ওষ্ঠাধরেতে করবাল, কেননা "কে শুনিতেছে ?"

৮ কিন্তু, তুমি হে প্রভো, তাহাদিগকে উপহাস করিবা : তুমি বিজাতিসমূহকে বিদ্রূপ করিবা।

৯ তাহার শক্তি হেতু আমি তোমার প্রতীক্ষা করিব : কেননা ঈশ্বর আমার দুর্গ।

১০ আমার দয়ালু ঈশ্বর আমার অগ্রসর হইবেন : ঈশ্বর আমাকে আমার শত্রুগণের উপর নিরীক্ষণ করাইবেন।

১১ তাহাদিগকে বধ করিও না, পাছে আমার লোক বিস্মৃত হয় : তোমার শক্তিতে তাহাদিগকে ইতস্ততঃ ঘুরাইয়া নত কর, হে প্রভো, আমাদের ঢাল।

১২ তাহাদের মুখের কি পাপ! তাহাদের ওষ্ঠাধরের কি উক্তি : তাহারা আপনাদের গর্ব্বেতে ও নিজোক্ত অভিশাপ ও মিথ্যাপ্রযুক্ত ধরা পড়ুক।

১৩ উষ্মাতে সংহার কর, সংহার কর, যেন তাহারা আর না থাকে : ইহাতে লোকে জানিবে, ঈশ্বর য়াকোবে, পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত, শাসন করেন।

১৪ অপর তাহারা সায়াহ্নে প্রত্যাবৃত্ত হয় : কুক্কুরের ন্যায় চীৎকার পূর্ব্বক নগরে পরিভ্রমণ করে।

১৫ তাহারা আহারার্থে ইতস্ততঃ ঘুরে: যদি তৃপ্ত না হয়, রাত্রি প্রবাসও করে।
১৬ কিন্তু আমি তোমার শক্তির গান করিব, প্রভাতে তোমার অনুগ্রহের কীর্ত্তন করিব: কেননা তুমি আমার দুর্গ হইয়াছ, এবং দুঃখের দিনের আশ্রয়।
১৭ হে আমার শক্তি, আমি তোমার সংকীর্ত্তন করিব: কেননা ঈশ্বর, আমার দুর্গ, আমার দয়ালু ঈশ্বর।

৬০ গীত।

১ **হে ঈশ্বর,** তুমি আমাদিগকে ত্যাজ্য করিয়াছ, আমাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছ: তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছ, এখন আমাদের প্রতি ফির।
২ তুমি ভূমি কম্পিত করিয়াছ, তুমি তাহা বিদীর্ণ করিয়াছ, তাহার ক্ষত সুস্থ কর, কেননা তাহা বিচলিতা হইতেছে।
৩ তুমি আপন লোককে কঠিন বিষয় দেখাইয়াছ: তুমি আমাদিগকে কম্পনের সুরা পান করাইয়াছ।
৪ তুমি আপন ভয়কারিদিগকে: সত্যার্থ উঠাইবার নিমিত্ত এক ধ্বজা দিয়াছ।
৫ তোমার প্রিয়বর্গ যেন উদ্ধার পায়: এতদর্থে তোমার দক্ষিণ বাহুদ্বারা রক্ষা কর, এবং আমাদিগকে উত্তর দেও।
৬ ঈশ্বর আপন পবিত্রতায় উক্তি করিলেন, আমি উল্লাস করিব: আমি সিকেম বিভাগ করিব ও সুক্কোথ উপত্যকা মাপ করিয়া দিব।
৭ আমারই গিলিয়াদ, আমারই মনাশ্‌শা, এফ্রেম আমার শিরস্ত্রাণ: য়িহুদা আমার নিয়ম রচক।

৮ মোয়াব আমার প্রক্ষালন পাত্র, এদোমের উপর আমি পাদুকা নিক্ষেপ করিব : পেলেষ্টিয়া, তুমি আমার উদ্দেশে উল্লাসধ্বনি কর।
৯ কে আমাকে দৃঢ় নগরে লইয়া যাইবে : এদোম পর্য্যন্ত আমার নেতা কে ?
১০ হে ঈশ্বর, তুমিই কি নহ ? তুমি যে আমাদিগকে ত্যাজ্য করিয়াছিলা : এবং হে ঈশ্বর আমাদের সৈন্য সঙ্গে যাও নাই।
১১ ক্লেশে আমাদিগকে সাহায্য বিধান কর : কেননা মনুষ্যকৃত ত্রাণ বৃথা।
১২ ঈশ্বর দ্বারা আমরা বিক্রম করিব : তিনিই আমাদের শত্রুগণকে দলিত করিবেন।

৬১ গীত।

১ হে ঈশ্বর, আমায় চীৎকার শুন ; আমার প্রার্থনায় অবধান কর।
২ আমার অন্তঃকরণ বিমর্ষ হইলে আমি পৃথিবীর প্রান্ত হইতেও তোমাকে ডাকিব : আমার পক্ষে অত্যুচ্চ যে শৈল তাহাতে আমাকে লইয়া যাও।
৩ কেননা তুমি আমার শরণ হইয়াছ : শত্রু সম্মুখে শক্তি দুর্গ।
৪ আমি চিরকাল তোমার মণ্ডপে বাস করিব : তোমার পক্ষের আচ্ছাদনে শরণ লইব।
৫ কেননা হে ঈশ্বর, তুমি আমার মানত শুনিয়াছ : তোমার নামের ভয়কারিদের অধিকার তুমি আমাকে দিয়াছ।
৬ তুমি রাজার দিন বৃদ্ধি করিবা : তাঁহার বর্ষ পুরুষে ২ থাকিবে।

৭ তিনি ঈশ্বরের সম্মুখে নিত্য বাস করিবেন : দয়া এবং সত্য যেন তাঁহাকে রক্ষা করে।

৮ তাহাতে আমি তোমার নামের নিত্য কীর্ত্তন করিব : যেন দিনে ২ আপন মানত পূর্ণ করি।

---

১২ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

৬২ গীত।

১ কেবল ঈশ্বরের প্রতীক্ষায় আমার প্রাণ মৌনী আছে : তাঁহা হইতে আমার পরিত্রাণ।

২ কেবল তিনিই আমার শৈল এবং আমার ত্রাণ : আমার দুর্গ, আমি বড় বিচলিত হইব না।

৩ কতকাল তোমরা এক জনেরই উপর চাপিয়া পড়িবে, সকলেই কি তাহাকে বধ করিবা : সে পতনশীল প্রাচীরবৎ, ভগ্ন বেড়ার তুল্য মাত্র।

৪ তাহারা কেবল তাহাকে উচ্চতা হইতে নিক্ষেপ করিতে মন্ত্রণা করে, তাহারা মিথ্যার অনুরাগী : তাহারা আপন ২ মুখে আশীর্ব্বাদ করে, কিন্তু অন্তঃকরণে অভিশাপ দেয়।

৫ কেবল ঈশ্বরের প্রতীক্ষায় মৌনী হও, আমার প্রাণ : কেননা তাঁহা হইতেই আমার প্রত্যাশা।

৬ কেবল তিনিই আমার শৈল এবং আমার ত্রাণ : আমার দুর্গ, আমি বিচলিত হইব না।

৭ ঈশ্বরেতে আমার ত্রাণ ও আমার গৌরব : ঈশ্বরেতেই আমার শক্তি শিলা, আমার শরণ।

৮ হে লোক সকল, তোমরা সর্ব্বকালে তাঁহাতে ভরসা কর: তাঁহার সম্মুখে তোমাদের হৃদয় ঢালিয়া দেও, ঈশ্বর আমাদের শরণ।
৯ ইতর সন্তান অসার মাত্র, ভদ্রসন্তান মিথ্যা: তুলাতে তাহারা উঠিয়া পড়ে, তাহারা একান্ত অসার।
১০ অত্যাচারে ভরসা করিও না, লুটেতে বৃথা আশা করিও না: সম্পত্তি যদি বাড়ে তাহাতে হৃদয় স্থাপন করিও না।
১১ ঈশ্বর একবার কহিলেন, দুইবারও তাহা শুনিয়াছি: যে, "পরাক্রম ঈশ্বরেরই।"
১২ দয়াও, হে প্রভো, তোমারই:—কেননা তুমি মনুষ্যকে নিজ কর্ম্মানুসারে প্রতিফল দিয়া থাক।

৬৩ গীত।

১ হে ঈশ্বর, তুমি আমার ঈশ্বর, প্রভাতে আমি তোমার তত্ত্ব করি, তোমার নিমিত্ত আমার প্রাণ তৃষিত: তোমার নিমিত্ত আমার মাংস অস্থির, শুষ্ক ও ক্লিষ্ট ভূমিতে যেখানে জল নাই।
২ তোমার শক্তি ও তোমার গৌরব দর্শনার্থ পবিত্রধামে আমি তোমার উপর কেমন নিরীক্ষণ করিয়াছি।
৩ কেননা তোমার অনুগ্রহ জীবন হইতেও উত্তম: আমার ওষ্ঠাধর তোমার প্রশংসা করিবে।
৪ এই রূপে আমি যাবজ্জীবন তোমার ধন্যবাদ করিব: তোমার নামে আমার হস্ত তুলিব।
৫ আমার প্রাণ, যেন মেদ ও মজ্জাতে, তৃপ্ত হইবে: এবং আমার মুখ আনন্দিত ওষ্ঠে প্রশংসা করিবে।

৬ আমি আপন শয্যার উপর তোমাকে স্মরণ করিলে : রাত্রির প্রহরে ২ তোমাকে ধ্যান করি।
৭ কেননা তুমি আমার সহায় হইয়াছ : এবং তোমার পক্ষচ্ছায়াতে আমি আনন্দ করি।
৮ আমার প্রাণ তোমার পশ্চাৎ ২ লাগিয়া আছে : তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধারণ করে।
৯ তাহারা কিন্তু সংহারার্থে আমার প্রাণ অন্বেষণ করে :—তাহারা পৃথিবীর অধোদেশে যাইবে।
১০ তাহারা খড়্গের তেজে সমর্পিত হইবে : তাহারা শৃগালের ভোগ হইবে।
১১ কিন্তু রাজা ঈশ্বরেতে আনন্দ করিবেন, যে কেহ তাঁহাতে শপথ করে সে উল্লাস করিবে : কেননা মিথ্যাবাদিদের মুখ রুদ্ধ হইবে।

৬৪ গীত।

১ হে ঈশ্বর, আমার চিন্তনের রব শুন : শত্রুর ভয় হইতে আমার জীবন রক্ষা কর।
২ দুষ্টদের মন্ত্রণাহইতে, অপক্রিয়াকারিদের উপপ্লব-হইতে : আমাকে আচ্ছাদন কর।
৩ যাহারা খড়্গের ন্যায় জিহ্বায় শাণ দেয় : এবং আপনাদের কটুবাক্য বাণ সন্ধান করে,
৪ যেন ঘাঁটি পাতিয়া সরল লোককে আঘাত করে : তাহারা হঠাৎ তাহাকে আঘাত করে, ভয় করে না।
৫ তাহারা দুষ্ট চেষ্টায় আপনাদিগকে সবল করে, তাহারা গোপনে ফাঁদ পাতিবার বিষয়ে কথোপ-কথন করে : তাহারা কহে, "কে আমাদিগকে "দেখিবে ?

৬ তাহারা দুষ্টতা কল্পনা করে, বলে, "সুকল্পিত কল্পনা সাঙ্গ করিয়াছি :" প্রত্যেকের অভ্যন্তর ও হৃদয় গভীর।

৭ কিন্তু ঈশ্বর তাহাদের প্রতি হঠাৎ বাণ নিক্ষেপ করিলেন : তাহারাই ক্ষত হইল।

৮ লোকে তাহাকে উছোট খাওয়াইল, নিজ জিহ্বাই তাহাদের বিরুদ্ধ : তাহাদের দর্শক সকলেই পলায়নপর হয়।

৯ তাহাতে সকল মনুষ্য ভীত হইবে এবং ঈশ্বরের ক্রিয়া প্রচার করিবে : ও তাঁহার কার্য্য বিবেচনা করিবে।

১০ ধার্ম্মিক লোক প্রভুতে আনন্দ করিবে, ও তাঁহার শরণ লইবে : এবং সরলান্তঃকরণ সকলেই উল্লাস করিবে।

---

১২ দিন। সায়ংকালীন গীত।

৬৫ গীত।

১ **হে ঈশ্বর,** তোমার নিমিত্ত সিয়োনে প্রশংসা স্থির রহিয়াছে : এবং তোমার উদ্দেশে মানত পূর্ণ করা যাইবে।

২ হে প্রার্থনা শ্রবণকারী : তোমার নিকট মাংস মাত্রেই আসিবে।

৩ অপক্রিয়ার সংখ্যা আমার পক্ষে প্রবল হইয়াছে : আমাদের অপরাধ,—তুমিই তাহা মার্জ্জনা করিবে।

৪ ধন্য, যাহাকে তুমি মনোনীত করিয়া নিকটে আসিতে দেও, সেন. তোমার প্রাঙ্গণে বাস করিতে পায় : অহো ! আমরা যদি তোমার গৃহের, তোমার পবিত্র প্রাসাদের উৎকৃষ্টতায় তৃপ্ত হইতাম।

৫ তুমি ভয়ানক কার্য্যে যাথার্থ্যপূর্ব্বক আমাদিগকে উত্তর দিবা : হে আমাদের ত্রাণের ঈশ্বর, তুমি পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের, এবং সমুদ্রের দূরস্থদের ভরসা।

৬ তিনি পরাক্রমে কটিবদ্ধ হইয়া : আপন শক্তিতে পর্ব্বতগণকে স্থির করেন।

৭ তিনি সমুদ্রের গর্জ্জন : তাহার তরঙ্গের গর্জ্জন ও জনগণের কোলাহল নিস্তব্ধ করেন।

৮ এবং প্রান্তবাসিগণ তোমার লক্ষণে ভীত হয় : তুমি প্রাতঃকালের ও সায়ংকালের উদয়স্থলী আনন্দিত কর।

৯ তুমি পৃথিবী আবেক্ষণ করিয়া সেচন করিতেছ, তুমি তাহা বহু বিভবাঢ্য কবিতেছ : ঈশ্বরের নদী জলপূর্ণ, তুমি তাহাদের শস্য প্রস্তুত কর, কেননা এইরূপে ভূমি প্রস্তুত কর।

১০ তুমি তাহার আলি সিক্ত করিতেছ, তাহার খাত বসাইতেছ : তাহা বৃষ্টিদ্বারা আর্দ্র করিতেছ, তাহার অঙ্কুরের মঙ্গল করিতেছ।

১১ তুমি বৎসরকে তোমার অনুগ্রহে মুকুটিত করিয়াছ : এবং তোমার পদবী মেদ নিঃসৃত করে।

১২ প্রান্তরের চরাণী স্থল তাহা নিঃসৃত করে : এবং গিরিসমূহ আনন্দে মেখলিত হয়।

১৩ চরাণী মেষেতে পরিচ্ছন্ন, উপত্যকাও শস্যেতে ভূষিত : তাহারা উল্লাসধ্বনি করে, তাহারা গানও করে।

৬৬ গীত।

১ হে পৃথিবী সমুদয়: ঈশ্বরের প্রতি উল্লাস কর।

২ তাঁহার নামের মহিমা কীর্ত্তন কর: তাঁহার প্রশংসায় মহিমা আরোপ কর।

৩ ঈশ্বরকে বল,"তোমার কার্য্যেতে তুমি কেমন ভয়ার্হ: তোমার শক্তির বাহুল্যে তোমার শত্রুরা তোমার বশতাপন্ন হইবে।"

৪ "পৃথিবী সমুদায়ে তোমাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক তোমার কীর্ত্তন করিবে: তোমার নামের কীর্ত্তন করিবে।"

৫ আইস, ঈশ্বরের কার্য্য দেখ: তিনি মনুষ্যসন্তানদের সহিত ব্যবহারে ভয়ার্হ।

৬ তিনি সমুদ্রকে স্থল করিলেন, তাহারা পদব্রজে প্রবাহ উত্তীর্ণ হইল:—সেখানেই আমরা তাঁহাতে আনন্দ করিব।

৭ তিনি আপন শক্তিতে নিত্য শাসন করেন, তাঁহার চক্ষু বিজাতিগণকে অবলোকন করে: বিদ্রোহিরা আপনাদিগকে উন্নত না করুক।

৮ হে সমূহ লোক, আমাদের ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর এবং তাঁহার প্রশংসাধ্বনি শ্রবণ করাও।

৯ যিনি জীবনে আমাদের প্রাণ স্থাপন করেন: এবং আমাদের চরণ স্খলিত হইতে দেন না।

১০ কেননা হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছ: তুমি রজত কষিবার ন্যায় আমাদিগকে কষিয়াছ।

১১ তুমি আমাদিগকে জালে ফেলিয়াছ: তুমি আমাদের কটিদেশে ভারি বোঝা রাখিয়াছ।

১২ তুমি লোকদিগকে আমাদের মস্তকের উপর দিয়া যাত্রা করাইয়াছ, আমরা অগ্নি এবং জল দিয়া গমন করিলাম: এবং তুমি আমাদিগকে সম্পদাবস্থায় উত্তীর্ণ করিলা।

১৩ আমি হোমের সহিত তোমার গৃহে যাইব: আমি তোমার উদ্দেশে আপন মানত পূর্ণ করিব।

১৪ যাহা কষ্টকালে আমার ওষ্ঠাধর ব্যক্ত করিল: এবং আমার মুখ উক্ত করিল।

১৫ আমি তোমাকে অজধূপের সহিত পুষ্ট পশু মেদ উৎসর্গ করিব: আমি ছাগ সহিত বৃষের আয়োজন করিব।

১৬ হে ঈশ্বর ভয়কারী সকল, আইস, শুন, আমি বর্ণন করিব: তিনি কি ২ আমার প্রাণের নিমিত্ত করিয়াছেন।

১৭ আমি তাঁহাকে মুখেতে ডাকিলাম: এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠা আমার জিহ্বা তলে ছিল।

১৮ যদি আমি হৃদয়ের সহিত অপক্রিয়ায় দৃষ্টি করিতাম: তবে প্রভু শুনিতেন না।

১৯ কিন্তু ঈশ্বর শুনিয়াছেন: আমার প্রার্থনার রবে অবধান করিয়াছেন।

২০ ঈশ্বরের ধন্যবাদ, যিনি আমার প্রার্থনা: এবং আমাহইতে আপন অনুগ্রহ নিরস্ত করেন নাই।

৬৭ গীত।

১ **ঈশ্বর,** আমাদিগকে দয়া ও আশীর্ব্বাদ করুন: আমাদের উপর আপন মুখ উজ্জ্বল করুন।

২ যেন তোমার পথ পৃথিবীতে: তোমার ত্রাণ সর্ব্বজাতির মধ্যে জ্ঞাত হয়।

৩ হে ঈশ্বর, জাতিসমূহ তোমার প্রশংসা করুক: সকল জাতিতেই তোমার প্রশংসা করুক।

৪ লোকে আনন্দ ও হর্ষধ্বনি করুক: যেহেতু তুমি জাতিসমূহকে যথার্থরূপে বিচার করিবা, ও পৃথিবীতে লোক সমূহকে চালাইবা।

৫ হে ঈশ্বর, জাতিসমূহ তোমার প্রশংসা করুক: সকল জাতিতেই তোমার প্রশংসা করুক।

৬ পৃথিবী আপন ফল প্রদান করিয়াছে: ঈশ্বর, আমাদের ঈশ্বর, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

৭ ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন: এবং পৃথিবীর সর্ব্ব প্রান্ত তাঁহাকে ভয় করুক।

১৩দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

৬৮ গীত।

১ "ঈশ্বর উঠুন, তাঁহার শত্রুরা ছড়ী ভঙ্গ হউক। এবং তাঁহার দ্বেষকারিরা তাঁহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করুক;"

২ ধূম যেমন সঞ্চালিত হয়, তেমনি তুমি তাহাদিগকে সঞ্চালিত করিবা: মোম যেমন অগ্নি সমক্ষে দ্রব হয়, দুষ্টেরা তেমনি ঈশ্বর সমক্ষে বিনষ্ট হউক।

৩ কিন্তু ধার্ম্মিকগণ ঈশ্বর সমক্ষে আনন্দিত হউক, উল্লাস করুক: এবং আনন্দেতে আহ্লাদিত হউক।

৪ ঈশ্বরের প্রতি গান কর, তাঁহার নামের সঙ্কীর্ত্তন কর: মরুর উপর দিয়া যাত্রাকারির জন্য পথ বাঁধ; তাঁহার নাম য়াঃ, তাঁহার সমক্ষে উল্লাস কর।

৫ ঈশ্বর আপন পবিত্র ধামে: পিতৃহীনের পিতা ও বিধবার রক্ষক।

৬ ঈশ্বর এককদিগকে গৃহস্থ করেন, বন্দিগণকে বাহির করিয়া সম্পত্তিশালী করেন : বিদ্রোহিমাত্র শুষ্ক ভূমিতে বাস করে।

৭ হে ঈশ্বর, লোকাগ্রে তোমার গমনে : অরণ্য মধ্যে তোমার যাত্রায়,

৮। পৃথিবী কম্পিতা হইল, স্বর্গও ঈশ্বরের সমক্ষে বিন্দুপাত করিল : ঐ সীনায়, ঈশ্বরের, ইস্রাএলের ঈশ্বরের, সমক্ষে।

৯ হে ঈশ্বর, তুমি প্রচুরভাবে বৃষ্টি প্রেরণ করিলা : তোমার অধিকার ক্লান্ত হইয়াছিল, তুমিই তাহা সবল করিলা।

১০ তোমার পাল তাহাতে বাস করিয়াছে : হে ঈশ্বর, তুমি তোমার অনুগ্রহে দরিদ্রের সংস্থান করিয়াছ।

১১ প্রভু বাক্য প্রদান করেন : প্রচারিকারা মহতী সেনা।

১২ সসৈন্য ভূপালেরা পলাইল—পলাইল : এবং গৃহস্থায়িনী লুঠ বণ্টন করিল।

১৩ তোমরা মেষশালার মধ্যে উপবিষ্ট হইলে, রজত মণ্ডিত কপোতের পক্ষবৎ হইবে : যাহার পর্ণ পীত স্বর্ণ তুল্য।

১৪ সর্ব্বশক্তিমান তাহার দ্বারা রাজগণকে ছিন্ন ভিন্ন করণে : শাল্‌মনে নীহারবৎ হইল।

১৫ বাসান গিরি ঈশ্বরের গিরি : বাসান গিরি উচ্চকূট গিরি।

১৬ হে উচ্চ-কূট গিরিরা, তোমরা কটাক্ষ করিতেছ কেন? এই গিরিকে ঈশ্বর বাসার্থে অভিলাষ করিয়াছেন : অহো! প্রভু ইহাতে নিত্য আবাস করিবেন।

১৭ ঈশ্বরের রথ অযুতদ্বয়, সহস্র ২ : প্রভু তন্মধ্যবর্ত্তী, সীনায় পবিত্র ধাম হইল।

১৮ তুমি ঊর্দ্ধে আরোহণ করিলা, তুমি বন্দিগণ লইয়া গেলা : মনুষ্যের মধ্যে, বিদ্রোহিদেরও মধ্যে, তুমি দান গ্রহণ করিলা, যেন প্রভু ঈশ্বর আবাস প্রাপ্ত হয়েন।

১৯ দিনে দিনে প্রভুর ধন্যবাদ :— আমরা ভারাক্রান্ত হইলে, ঈশ্বরই আমাদের সহায়।

২০ ঈশ্বর আমাদের পক্ষে পরিত্রাণের ঈশ্বর : মৃত্যু-তরণ প্রভু ঈশ্বরেরই আছে।

২১ সত্যই ঈশ্বর আপন শত্রুগণের মস্তক : নিজ অপরাধে গমনকারির কেশময় মূর্দ্ধা চূর্ণ করিবেন।

২২ প্রভু কহিলেন, বাসান হইতে আমি তাহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিব : "সমুদ্রের গহ্বর হইতেও প্রত্যা-বৃত্ত করিব।"

২৩ যেন তোমার চরণ রক্তেতে ডুবিত হয় : এবং তোমার কুক্কুরের জিহ্বা তোমার বৈরিগণের রুধিরাক্ত হয়।

২৪ হে ঈশ্বর, তাহারা তোমার গমন : পবিত্রধামে আমার ঈশ্বর, আমার রাজার গমন, দেখিয়াছে।

২৫ গায়কেরা অগ্রে যায়, বাদকেরা পশ্চাৎ : মধ্যে খঞ্জরীবাদিকা কুমারীরা।

২৬ সমাজে ঈশ্বরের : ইস্রায়েলের উৎস হইতে প্রভুর ধন্যবাদ কর।

২৭ সেখানে কনিষ্ঠ বিন্যামীন তাহাদের শাসক, যিহুদার অধ্যক্ষেরা তাহাদের বল : সিবুলনের অধ্যক্ষেরা, নেফতালির অধ্যক্ষেরা।

২৮ তোমার ঈশ্বর তোমার বল বিধান করিলেন : হে

ঈশ্বর, আমাদের নিমিত্ত যাহা করিয়াছ, তাহা সবল কর।

২৯ তোমার যেরূশালমস্থ প্রাসাদ হেতু: ভূপালেরা তোমার নিকট উপহার আনিবে।

৩০ নল-বন্য পশুর, লোকদের বৎস সহ বৃষ সমূহ অনুযোগ কর: প্রত্যেকে রৌপ্য খণ্ড দিয়া প্রণত হয়, তিনি রণাসক্ত লোকদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন।

৩১ মিসর হইতে প্রধান ২ লোক আসিবে: কূশ ত্বরায় ঈশ্বরের উদ্দেশে হস্ত বিস্তার করিবে।

৩২ হে পৃথিবীর রাজ্য সকল, ঈশ্বরের উদ্দেশে গান কর: প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন কর।

৩৩ যিনি পুরাকালীন স্বর্গের স্বর্গোপরি যাত্রা করেন: দেখ, তিনি শব্দ প্রেরণ করেন, পরাক্রান্ত শব্দ।

৩৪ ঈশ্বরেতে বল আরোপ কর: ইস্রায়েলের উপর তাঁহার মহিমা, এবং মেঘেতে তাঁহার বল।

৩৫ হে ঈশ্বর, তুমি তোমার পবিত্রধামে ভয়ার্হ, ইস্রায়েলের ঈশ্বর: তিনি আপন লোককে বল ও শক্তি দেন, ঈশ্বরের ধন্যবাদ।

---

১৩ দিন। সায়ংকালীন গীত।

৬৯ গীত।

১ হে ঈশ্বর, আমাকে বাঁচাও: কেননা জলরাশি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত আসিয়াছে।

২ আমি গভীর পঙ্কেতে ডুবিতেছি, দাঁড়াইবার কোন স্থান নাই: আমি গভীর জলেতে আসিয়াছি, এবং প্রবাহ আমাকে প্লাবিত করে।

৩ আমি ডাকিতে ২ ক্লান্ত হইয়াছি, আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে : আমার ঈশ্বরের প্রতীক্ষায় থাকাতে আমার চক্ষু ক্ষয় হইয়াছে।

৪ আমার অমূলক দ্বেষকারিরা আমার মস্তকের কেশ অপেক্ষাও বহুল, আমার সংহারকেরা, আমার মিথ্যা বৈরিরা বলিষ্ঠ : যাহা হরণ করি নাই, তাহা তখনি পরিশোধ করিলাম।

৫ হে ঈশ্বর, তুমিই আমার মূঢ়তা জান : এবং আমার অপরাধ তোমার অগোচর নহে।

৬ তোমার প্রতীক্ষাকারিরা যেন আমার কারণ লজ্জিত না হয়, হে প্রভো সেনাগণের ঈশ্বর : তোমার অন্বেষণকারিরা যেন আমার কারণ অপমানিত না হয়, হে ইস্রাএলের ঈশ্বর।

৭ কেননা আমি তোমার নিমিত্ত তিরস্কার বহিয়াছি : অপমান আমার মুখ ঢাকিল।

৮ আমি আপন ভ্রাতৃগণের পক্ষে পর হইয়াছি : এবং আপন মাতৃপুত্রদের পক্ষে অপরিচিত।

৯ কেননা তোমার আলয়ার্থ ঔৎসুক্য আমাকে গ্রাস করিল : এবং তোমার তিরস্কারকদের তিরস্কার আমার উপর পড়িল।

১০ আমি উপবাসপূর্ব্বক আপন প্রাণকে অশ্রুসাৎ করিলাম : এবং তাহাই আমার তিরস্কার হইয়া উঠিল।

১১ আমি চটকে আপনার বস্ত্র করিলাম : এবং তাহাদের নিকট উপকথা হইলাম।

১২ যাহারা পুরদ্বারে বসে তাহারা আমাকে জল্পের বিষয় করে : এবং সুরাপায়িরা আমার নামে গান করে।

১৩ কিন্তু আমি, হে প্রভো, গ্রাহ্য সময়ে তোমার প্রতি প্রার্থনা করি : হে ঈশ্বর, তোমার দয়ার বাহুল্যে, তোমার পরিত্রাণের সত্যতায় আমাকে শুন।

১৪ আমাকে পঙ্কহইতে উদ্ধার কর. মগ্ন হইতে দিও না : আমি যেন আমার দ্বেষ্টৃগণ হইতে, এবং গভীর জল হইতে. উদ্ধৃত হই।

১৫ জলপ্রবাহ যেন আমাকে প্লাবিত না করে, জলধি যেন আমাকে গ্রাস না করে : এবং হ্রদ যেন আমাকে কবলিত না করে।

১৬ হে প্রভো, আমাকে শুন, কেননা তোমার দয়া উৎকৃষ্ট : তোমার করুণার বাহুল্যানুসারে আমার প্রতি ফির।

১৭ এবং তোমার দাসহইতে আপন মুখ আচ্ছাদিত করিও না : কেননা আমার কষ্ট হইয়াছে, ত্বরায় আমাকে উত্তর দেও।

১৮ আমার প্রাণের নিকটস্থ হও, আমাকে মুক্ত কর : আমার শত্রুহেতু আমাকে উদ্ধার কর।

১৯ আমার তিরস্কার ও লজ্জা ও অপমান তুমিই জান : আমার শত্রু সকলে তোমার সমক্ষে।

২০ তিরস্কার আমার অন্তঃকরণ ভগ্ন করিয়াছে, আমি হীনবল হইয়াছি : আমি অনুকম্পার প্রতীক্ষা করিলাম, কিন্তু নাই ; এবং সান্ত্বনাকারিদের— কিন্তু পাইলাম না।

২১ তাহারা আমার খাদ্যার্থে পিত্ত দিল : এবং আমার পিপাসায় অম্লরস পান করাইল।

২২ তাহাদের মেজ তাহাদের সম্মুখে ফাঁদ হউক : নিশ্চিন্তাবস্থায় তাহাদের পাশ।

২৩ তাহাদের চক্ষু অন্ধ হউক : যেন দেখিতে না পায়,

এবং নিরন্তর তাহাদের কটিকে কাঁপাও।
২৪ তাহাদের উপর তোমার ক্রোধ ঢালিয়া দেও: এবং তোমার কোপানল তাহাদিগকে ধরুক।
২৫ তাহাদের আবাস উচ্ছিন্ন হউক: তাহাদের তাম্বুতে কোন নিবাসী না থাকুক।
২৬ কেননা যাহাকে তুমি প্রহার করিয়াছ, তাহাকে তাহারা তাড়না করে: এবং তোমা কর্ত্তৃক আহত-গণের যন্ত্রণার কল্পনা করে।
২৭ তাহাদের পাপের উপরে পাপ রাখ: এবং তাহারা যেন তোমার যাথার্থ্যে না আইসে।
২৮ তাহাদিগকে জীবন পুস্তক হইতে মুছিয়া ফেলা যাউক: এবং ধার্ম্মিকদের সঙ্গে লেখা না হউক।
২৯ আমি কিন্তু দরিদ্র, এবং যন্ত্রণাগ্রস্ত: তোমার পরিত্রাণ, হে ঈশ্বর, আমাকে উন্নত করুক।
৩০ আমি গানে ঈশ্বরের প্রশংসা করিব: এবং ধন্যবাদে তাঁহার মহিমা করিব।
৩১ এবং তাহা শৃঙ্গ ও খুর বিশিষ্ট বলদ ও বৃষ অপেক্ষা প্রভুর অধিক তুষ্টিকর হইবে।
৩২ বিনয়িরা দেখিয়া আনন্দ করিবে: অহো ঈশ্বরের অন্বেষকেরা, তোমাদের হৃদয় সজীব হউক।
৩৩ কেননা প্রভু দীনহীনদিগকে শুনেন: এবং আপন বন্দিগণকে তুচ্ছ করেন না।
৩৪ স্বর্গ ও পৃথিবী তাঁহার প্রশংসা করুক: সমুদ্র ও যাবতীয় সমুদ্রচর।
৩৫ কেননা ঈশ্বর সীয়োনকে ত্রাণ করিবেন, ও য়িহু-দার নগর সকল নির্ম্মাণ করিবেন: এবং লোকে সেখানে বসতি করিয়া তাহা অধিকার করিবে।
৩৬ এবং তাঁহার দাসগণের বংশ তাহার অধিকারী

হইবে : এবং তাঁহার নামানুরাগিরা সেখানে বাস করিবে।

৭০ গীত।

১ **হে ঈশ্বর,** আমার উদ্ধারার্থে : হে প্রভো, আমার সাহায্যার্থে ত্বরা কর।

২ আমার প্রাণের মার্গণকারিরা লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হউক : আমার অনিষ্টে অনুরাগকারিরা পরাঙ্মুখ ও অপমানিত হউক।

৩ যাহারা বলে আহা ২ : তাহারা আপনাদের জঘন্যতা প্রযুক্ত ফিরিয়া যাউক।

৪ তোমার অন্বেষণকারী সকলে তোমাতে আহ্লাদিত ও আনন্দিত হউক : এবং তোমার ত্রাণের অনুরাগিরা সর্ব্বদা কহুক, "প্রভু মহীয়ান হউন।"

৫ আমি কিন্তু দীন দরিদ্র, হে ঈশ্বর, আমার নিমিত্ত ত্বরা কর : তুমিই আমার সহায় ও উদ্ধারকর্ত্তা, হে প্রভো, বিলম্ব করিও না।

---

১৪ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

৭১ গীত।

১ **হে প্রভো,** আমি তোমারই শরণ লইয়াছি : কখন যেন লজ্জিত না হই।

২ তোমার যাথার্থ্যেতে আমার রক্ষা ও উদ্ধার কর : আমার প্রতি কর্ণপাত কর, এবং আমাকে ত্রাণ কর।

৩ নিত্য আশ্রয়ার্থে আমার পক্ষে নিবাস শৈল হও, তুমি আমার ত্রাণের আদেশ করিয়াছ: কেননা তুমিই আমার গিরি এবং আমার দুর্গ।

৪ হে আমার ঈশ্বর, দুষ্টের হাত হইতে: বৈরী ও নিষ্ঠুরের মুষ্টি হইতে, আমাকে উদ্ধার কর।

৫ কেননা তুমিই আমার ভরসা, হে প্রভো ঈশ্বর: আমার যৌবনাবধি তুমি আমার শরণ।

৬ গর্ভহইতে আমি তোমার অবলম্বিত, আমার মাতৃ নাড়ী ত্যাগ অবধি তুমিই আমার হিতকারী: আমার স্তুতিবাদন সর্ব্বদাই তোমা বিষয়ক।

৭ আমি অনেকের প্রতি অদ্ভুতবৎ হইয়াছি: কিন্তু তুমি আমার দৃঢ় আশ্রয়।

৮ আমার মুখ তোমার স্তুতিতে: সমস্ত দিন তোমার মহিমাতে, পূর্ণ হউক।

৯ বার্দ্ধক্য কালে আমাকে ফেলিয়া দিও না: শক্তির অবসানে আমাকে ত্যাগ করিও না।

১০ কেননা আমার শত্রুরা আমাকে বলে:—আর যাহারা আমার প্রাণের উদ্দেশে থাকে তাহারা একত্র মন্ত্রণা করত কহে,

১১ "ঈশ্বর উহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, উহাকে তাড়না করিয়া ধর: কেননা কোন রক্ষক নাই।"

১২ হে ঈশ্বর, আমাহইতে দূরস্থ হইও না: হে আমার ঈশ্বর, আমার সাহায্যার্থে ত্বরা কর।

১৩ আমার প্রাণের হিংসকেরা লজ্জিত ও ক্ষয় প্রাপ্ত হউক: আমার অনিষ্ট চেষ্টকেরা তিরস্কার ও অপমানেতে আবৃত হউক।

১৪ কিন্তু আমি সদা আশ্বাস করিব: এবং তোমার সমস্ত প্রশংসার আধিক্য করিব।

১৫ আমার মুখ তোমার যাথার্থ্য, সমস্ত দিন তোমার পরিত্রাণ, বর্ণনা করিবে : কেননা আমি তাহার সংখ্যা জানি না।

১৬ আমি প্রভু ঈশ্বরের পরাক্রান্ত কার্য্যের সহিত আগমন করিব : এবং তোমার, কেবল তোমারই যাথার্থ্যের প্রসঙ্গ করিব।

১৭ হে ঈশ্বর, তুমি আমার যৌবনাবধি আমাকে শিখাইয়াছ : এবং অদ্য পর্য্যন্ত আমি তোমার আশ্চর্য্য প্রচার করিয়াছি।

১৮ আর বার্দ্ধক্য ও পলিত কেশ পর্য্যন্তও হে ঈশ্বর, আমাকে ত্যাগ করিও না : যাবৎ তোমার বাহু-বল এই পুরুষে, তোমার পরাক্রম আগামী লোক সকলের নিকট প্রচারণ করি।

১৯ হে ঈশ্বর, তোমার যাথার্থ্য ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত বটে : কেননা তুমি মহৎ ক্রিয়া করিয়াছ, হে ঈশ্বর, কে তোমার সদৃশ ?

২০ তুমি যে আমাদিগকে অনেক দুরন্ত ক্লেশ দেখাই-য়াছ : তুমিই পুনশ্চ আমাদিগকে সজীব করিবা, এবং পৃথিবীর গভীর হইতে পুনরুত্থাপন করিবা।

২১ তুমি আমার মহত্ত্বের বৃদ্ধি করিবা : এবং ফিরিয়া আমার সান্ত্বনা করিবা।

২২ আমিও বল্লকী যন্ত্রেতে তোমার, তোমারই সত্যের প্রশংসা করিব, হে আমার ঈশ্বর : আমি বীণাতে তোমার কীর্ত্তন করিব, হে ইস্রাএলের পবিত্রময়।

২৩ যখন আমি তোমার কীর্ত্তন করি আমার ওষ্ঠাধর মহানন্দ করিবে : এবং আমার প্রাণও, যাহা তুমি উদ্ধার করিয়াছ।

২৪ আমার জিহ্বাও সমস্ত দিন তোমার যাথার্থ্যের

বর্ণনা করিবে : কেননা আমার অনিষ্ট চেষ্টাকেরা লজ্জিত হইয়াছে, অপ্রতিভ হইয়াছে।

৭২ গীত।

১ **হে ঈশ্বর,** তোমার বিচারসমূহ রাজাকে : এবং তোমার যাথার্থ্য রাজপুত্রকে দেও।

২ তিনি যাথার্থ্যে তোমার লোকের : এবং বিচারপূর্ব্বক তোমার দীনদিগের বাদ নিষ্পত্তি করিবেন।

৩ পর্ব্বতগণ লোকের নিমিত্তে শান্তি উৎপন্ন করিবে : এবং উপপর্ব্বতগণও, যাথার্থ্য প্রভাবে।

৪ তিনি দুঃখি প্রজাদের পক্ষে বিচার করিবেন দরিদ্র সন্তানদের ত্রাণ করিবেন ও অত্যাচারিকে চূর্ণ করিবেন।

৫ তাহারা সূর্য্যের স্থিতি পর্য্যন্ত : ও চন্দ্রের সমক্ষে পুরুষে ২ তোমাকে ভয় করিবে।

৬ তিনি নব ঘাসের উপর বৃষ্টির ন্যায় : ভূমি সেচক বর্ষার ন্যায়, অবরোহণ করিবেন।

৭ যাথার্থিক তাঁহার সময়ে প্রস্ফুটিত হইবে : এবং চন্দ্রের বিলয় পর্য্যন্ত শান্তিরাশি থাকিবে।

৮ তিনি সমুদ্র অবধি সমুদ্র পর্য্যন্ত : নদী অবধি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রভুত্ব করিবেন।

৯ অরণ্যবাসিরা তাঁহার সমক্ষে জানুপাত করিবে : এবং তাঁহার শত্রুরা ধূলী চাটিবে।

১০ তার্শিশ এবং উপদ্বীপ সমূহের রাজারা উপহার আনিবে : সিবা এবং শাবার রাজারা উপঢৌকন দিবে।

১১ সকল রাজাই তাঁহার আরাধনা করিবে : সকল জাতিতে তাঁহার সেবা করিবে।

১২ কেননা তিনি আর্ত্তনাদকারী দরিদ্রকে: এবং নিঃসহায় দীনকে উদ্ধার করিবেন।

১৩ তিনি ক্ষীণ এবং দরিদ্রের উপর দয়া করিবেন: এবং দরিদ্রগণের প্রাণ রক্ষা করিবেন।

১৪ তিনি তাহাদের প্রাণকে অত্যাচার এবং উপদ্রব হইতে উদ্ধার করিবেন: এবং তাহাদের রক্ত তাঁহার দৃষ্টিতে মূল্যবান।

১৫ এবং তিনি জীবিত থাকিবেন ও লোকে তাঁহাকে সিবার স্বর্ণ দান করিবে, ও তাঁহার নিমিত্ত নিরন্তর প্রার্থনা করিবে: তাহারা সমস্ত দিন তাঁহার মঙ্গলবাদন করিবে।

১৬ পর্ব্বত শিখরস্থ ভূমিতে রাশি ২ শস্য হইবে, তাহার ফল লিবানোনের ন্যায় দোলায়মান হইবে: এবং নগরস্থের ভূমি তৃণের ন্যায় মুকুলিত হইবে।

১৭ তাহার নাম চিরস্থায়ী হইবে, তাঁহার নাম সূর্য্যের সমক্ষে তেজস্বী থাকিবে, এবং লোকে তাঁহাতে আপনাদিগকে শুভবাদন করিবে: সকল জাতিতে তাহাকে ধন্য ২ করিবে।

১৮ ধন্যবাদিত প্রভু ঈশ্বর, ইস্রাএলের ঈশ্বর: যিনি একক অদ্ভুতকারী;—

১৯ এবং তাঁহার মহিমান্বিত নাম চির ধন্য হউক, অখিল পৃথিবী তাঁহার মহিমাতে পূর্ণ হউক, আমেন্ ২।

১৪ দিন। সায়ংকালীন গীত।

৭৩ গীত।

১ ইস্রাএলের প্রতি, নির্ম্মল হৃদয়ের প্রতি: ঈশ্বর একান্ত ভদ্র।

২ আমি কিন্তু—আমার পা প্রায় টলিল: আমার চলন প্রায় স্খলিত হইয়াছিল।

৩ কেননা আমি দাম্ভিকগণে ক্ষুব্ধ হইলাম: দুষ্টদের শান্তি দেখিলাম।

৪ কেননা তাহাদের মৃত্যু যন্ত্রণা নাই: এবং তাহাদের শক্তি দৃঢ়।

৫ মর্ত্ত্যের ক্লেশ তাহাদের হয় না: তাহারা মানব জাতির বিপাকেও পড়ে না।

৬ তন্নিমিত্ত গর্ব্বই তাহাদের কণ্ঠমালা হইয়াছে: অত্যাচার অম্বররূপে তাহাদিগকে আবরণ করে।

৭ তাহাদের চক্ষু পুষ্টতা প্রযুক্ত বাহির হইতেছে: তাহারা মনের কল্পনা অতিক্রম করে।

৮ তাহারা বিদ্রূপ করে, এবং দৌরাত্ম্যের কুকথা কহে: তাহারা গরিমাভাবে কথা কহে।

৯ স্বর্গেতে তাহারা মুখ স্থাপন করিয়াছে: এবং তাহাদের জিহ্বা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে।

১০ তন্নিমিত্ত তাহার লোক এখানে প্রত্যাবৃত্ত হয়: এবং প্রচুর সলিল তাহাদের জন্য নিঙ্গড়ান হয়।

১১ এবং তাহারা কহে, "ঈশ্বর কিরূপে জানেন: পরাৎপরেতে কি জ্ঞান হইয়াছে?"

১২ দেখ! ইহারাই দুষ্ট: অথচ চির নিশ্চিন্ত হইয়া সম্পত্তি বৃদ্ধি করে।

১৩ বৃথাই আপন অন্তঃকরণ পরিষ্কার করিলাম : এবং অদোষেতে হস্ত প্রক্ষালন করিলাম।

১৪ অথচ সমস্ত দিন বিপাকে পড়িলাম : এবং প্রাতে ২ আমার শাস্তি হইয়াছে।

১৫ যদি কখন বলিয়া থাকি, আমি এইরূপ কহিব : দেখ ! তাহাতে আমি তোমার সন্তানগণের বংশের অন্যায় করিয়াছি।

১৬ আমি ইহা বুঝিবার জন্য চিন্তা করিলাম : তাহা আমার চক্ষুর যন্ত্রণা হইল,

১৭ যাবৎ না আমি ঈশ্বরের পবিত্রধামে যাইলাম : এবং তাহাদের শেষ গতি ভাবিলাম।

১৮ সত্যই তুমি তাহাদিগকে পিচ্ছল স্থানে রাখিতেছ : তুমি তাহাদিগকে ধ্বংসে নিপাত করিতেছ।

১৯ কেননা তাহারা, যেন নিমিষের মধ্যে, বিনাশ পাইয়াছে : ত্রাসেতে তাহারা নষ্ট হয়, তাহাদের নিঃশেষ হয়।

২০ জাগরণান্তর স্বপ্ন যেমন : তদ্রূপ হে প্রভো, তুমি উত্থিত হইবায় তাহাদের ছায়া অবহেলা করিবা।

২১ আমার হৃদয় কটু হইয়াছিল বটে : আমার হৃদগ্রন্থিতেও আমি বিদ্ধ হইয়াছিলাম।

২২ আমিই মূঢ় হইয়াছিলাম, ও বুঝিলাম না : তোমার নিকটে আমি পশু ছিলাম।

২৩ অথচ আমি নিত্য তোমার নিকটে : তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়াছ।

২৪ তোমার পরামর্শে আমাকে চালাইবা : এবং পরে আমাকে মহিমাতে গ্রহণ করিবা।

২৫ স্বর্গে আমার কে আছে : এবং পৃথিবীতেও তোমা ব্যতীত আর কাহাকে চাহি না।

২৬ আমার মাংস এবং আমার হৃদয় অবসন্ন হয়: ঈশ্বর নিত্য আমার হৃদয়ের শৈল এবং আমার অংশ।

২৭ কেননা দেখ! তোমার দূরস্থেরা নষ্ট হইবে; তোমার বিরুদ্ধে প্রত্যেক ব্যভিচারিকে সংহার করিয়া থাক।

২৮ আমি কিন্তু—আমার পক্ষে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হওয়াই শ্রেয়ঃ: আমি প্রভু ঈশ্বরেতে আমার শরণ রাখিয়াছি, যেন তোমার সকল কার্য্যের বর্ণন করি।

৭৪ গীত।

১ হে ঈশ্বর, তুমি কেন নিত্য ত্যাজ্য করিয়াছ তোমার চরাণির মেষের উপর তোমার ক্রোধ কেন ধূমায়মান হইতেছে?

২ তোমার সমাজ স্মরণ কর, যাহা পুরাকালে তুমি ক্রয় করিয়াছ, তোমার অধিকারের গোষ্ঠী, যাহা তুমি উদ্ধার করিয়াছ: সীয়োন পর্ব্বত যাহাতে তুমি বাস করিলা।

৩ চির ধ্বংসের দিকে পদোত্তোলন কর: যে সর্ব্বনাশ শত্রু পবিত্রধামে করিয়াছে।

৪ তোমার বৈরিরা তোমার সমাজ মধ্যে গর্জ্জন করে: তাহারা আপনাদের লক্ষণকে লক্ষণই করিয়াছে।

৫ কাহাকেও বা দেখা যায় যেন বৃক্ষ বনে: কুঠার উচ্চে উঠাইতেছে।

৬ এক্ষণে, তাহারা একেবারে তৎখোদিত কার্য্য:

কুঠার এবং মুদ্গার দ্বারা ভগ্ন করিতেছে।

৭ তাহারা তোমার পবিত্রধাম অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছে: তাহারা ভূমি পর্য্যন্ত তোমার নামের আবাস অশুদ্ধ করিয়াছে।

৮ তাহারা মনে ২ কহিয়াছে, "আমরা একেবারে তাহাদিগকে নষ্ট করিব:" তাহারা দেশেতে ঈশ্বরের সমস্ত সমাজ দগ্ধ করিয়াছে।

৯ আমরা আপনাদের লক্ষণ দেখিতে পাই না, প্রবাচক আর নাই: এবং আমাদের মধ্যে কেহই জানে না, কতক্ষণ পর্য্যন্ত।

১০ কতক্ষণ পর্য্যন্ত হে ঈশ্বর, বৈরী তিরস্কার করিবে: শত্রু কি চিরকাল তোমার নামের নিন্দা করিবে?

১১ তোমার হস্ত, তোমার দক্ষিণ হস্ত, কেন তুমি প্রত্যাকর্ষণ করিতেছ?—তোমার বক্ষঃস্থল হইতে বিস্তার পূর্ব্বক নিঃশেষ কর।

১২ কেননা ঈশ্বর পুরাকালাবধি আমার রাজা: পৃথিবীর মধ্যে পরিত্রাণসাধক।

১৩ তুমিই আপন বলে সমুদ্র বিভাগ করিলা: তুমি জলোপরি মকরের মুণ্ড ভগ্ন করিলা।

১৪ তুমি লিবাথানের মস্তক চূর্ণ করিলা: এবং তাহাকে অরণ্যবাসী লোকের খাদ্যার্থে অর্পণ করিলা।

১৫ তুমিই উৎস এবং প্রবাহ ছেদন করিলা: তুমিই চিরবাহিনী তরঙ্গিণীকে শুষ্ক করাইয়াছিলা।

১৬ দিবস তোমারি, রজনী তোমার: তুমিই দীপ্তি এবং সূর্য্য স্থাপন করিয়াছ।

১৭ তুমিই পৃথিবীর সমস্ত সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছ: গ্রীষ্ম এবং হেমন্ত—তুমিই তাহা রচনা করিয়াছ।

১৮ হে প্রভো, শত্রু কেমন তিরস্কার করিয়াছে, তাহা স্মরণ কর: এবং মূর্খ লোক তোমার নাম কেমন নিন্দা করিয়াছে।

১৯ রাগি সংগ্রহেতে তোমার কপোতকে সমর্পণ করিও না: তোমার দরিদ্রের সংগ্রহ চির বিস্মরণ করিও না।

২০ নির্বন্ধের প্রতি অবলোকন কর: কেননা পৃথিবীর তমোময় স্থল দৌরাত্ম্যের আবাসে পরিপূর্ণ।

২১ দুর্ব্বল যেন লজ্জায় পরাঙ্মুখ না হয়: দীন দরিদ্র তোমার নামের প্রশংসা করুক।

২২ হে ঈশ্বর উঠ, তোমার আপন বাদ সাধন কর: মূর্খ লোক হইতে সমস্ত দিন তোমার যে তিরস্কার তাহা স্মরণ কর।

২৩ তোমার বৈরিগণের রব বিস্মৃত হইও না: তোমার বিদ্রোহিদের কোলাহল নিরন্তর উত্থিত হয়।

---

১৫ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

৭৫ গীত।

১ হে ঈশ্বর, আমরা তোমার ধন্যবাদ করি, আমরা ধন্যবাদ করি: তোমার নাম নিকটস্থ, লোকে তোমার আশ্চর্য্যের বর্ণনা করে।

২ "নিরূপিত সময় প্রাপ্ত হইলে: আমি আপনি সরল-ভাবে বিচার করিব।

৩ পৃথিবী ও তন্নিবাসী সকল লয় হয়: আমিই তাহার স্তম্ভ দৃঢ় করিয়াছি।"

৪ আমি দাম্ভিকগণকে কহিলাম, "দম্ভ করিও না:" এবং দুষ্টদিগকে, "শৃঙ্গ তুলিও না।"
৫ তোমাদের শৃঙ্গ উচ্চেতে তুলিও না: গর্ব্বিত গ্রীবায় কথা কহিও না।
৬ কেননা উন্নতি পূর্ব্ব পশ্চিম হইতে নয়: অরণ্য হইতেও নয়।
৭ কেননা ঈশ্বর বিচারক. তিনি কাহাকে বা নত, কাহাকে বা উন্নত করেন।
৮ কেননা প্রভুর হস্তে বাটি আছে, এবং মদ্য লোহিতবর্ণ, তাহা মিশ্রিত পেয়তে পূর্ণ, তিনি তাহাহইতে ঢালেন: পৃথিবীস্থ যাবতীয় দুষ্টেরা তাহার গাদ পর্য্যন্ত চূষিয়া পান করিবে।
৯ কিন্তু আমি চির প্রচার করিব. য়াকোবের ঈশ্বরের প্রতি সংকীর্ত্তন করিব।
১০ এবং দুষ্টদের সকল শৃঙ্গ আমি ছেদন করিব: যাথার্থিকের শৃঙ্গ উন্নত হইবে।

৭৬ গীত।

১ যিহূদাতে ঈশ্বর সুপরিচিত: ইস্রাএলে তাঁহার নাম মহৎ।
২ শালেমে তাঁহার মণ্ডপ ছিল: এবং সীয়োনে তাঁহার আবাস।
৩ সেখানেই তিনি ধনুর বজ্রবাণ: ঢাল, করবাল, ও সংগ্রাম ভগ্ন করিলেন।
৪ তুমিই লুঠের গিরিগণাপেক্ষা: উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত।
৫ দৃঢ়চিত্তেরা লুণ্ঠিত হইল, তাহারা নিদ্রায় মগ্ন হইল: এবং বলিষ্ঠ লোকদের কেহ আপন হস্ত পাইল না।

৬ তোমার তর্জ্জনে হে য়াকোবের ঈশ্বর : অশ্ব রথ উভয়ই সুষুপ্তিতে পড়িল ।

৭ তুমি, তুমিই ভয়ার্হ : এবং তোমার কোপকালে কে তোমার সমক্ষে দাঁড়াইতে পারে ?

৮ স্বর্গহইতে তুমি বিচার শুনাইলা : পৃথিবী ভীত এবং নিস্তব্ধ হইল,

৯ যখন ঈশ্বর পৃথিবীস্থ বিনয়িগণকে ত্রাণ করণার্থ : বিচারে উঠিলেন ।

১০ কেননা মনুষ্যের উষ্মা তোমার প্রশংসা করিবে : তুমি উষ্মার অবশিষ্টকে আপনার কটিবন্ধন করিবা ।

১১ তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের প্রতি, হে তাঁহার পরিতস্থগণ, মানত করিয়া সিদ্ধ কর : ভয়ার্হের নিকট লোকে উপহার আনুক ।

১২ তিনি অধিপতিদের আত্মা দমন করিবেন : তিনি পৃথিবীস্থ রাজাদের ভয়াস্পদ ।

৭৭ গীত ।

১ **ঈশ্বরের** প্রতি আমার রব, অহো আমি চীৎকার করিব : ঈশ্বরের প্রতি আমার রব—অহো আমার প্রতি কর্ণপাত কর ।

২ আমার কষ্টের দিনে আমি প্রভুর অন্বেষণ করিলাম : রজনীতে আমার হস্ত প্রসারিত হইল, সঙ্কুচিত হইল না, আমার প্রাণ প্রবোধ মানিল না ।

৩ আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করিলাম ও আর্ত্তনাদ করিলাম : আমি ধ্যান করিলাম এবং আমার আত্মা অভিভূত হইল ।

৪　তুমি আমার চক্ষু উন্মীলিত রাখিয়াছ : আমি ব্যাকুল ছিলাম, কথা কহিলাম না।

৫　আমি প্রাচীন দিন : পূর্ব্ব বর্ষ, বিবেচনা করিয়াছি।

৬　আমি রাত্রিতে আমার গান স্মরণ করিয়াছি : মনে ২ ধ্যান করিলাম, এবং আমার আত্মা অনুসন্ধান করিল :—

৭　প্রভু কি নিত্য ত্যাজ্য করিবেন : তিনি কি আর কখন প্রসন্ন হইবেন না ?

৮　তাঁহার দয়া কি একেবারেই অবসন্ন হইয়াছে : তাঁহার বাক্য কি চিরখণ্ডিত হইয়াছে ?

৯　ঈশ্বর কি অনুগ্রহ করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন : তিনি কি কোপেতে আপন করুণা রোধ করিয়াছেন ?

১০　তখন আমি কহিলাম, ইহা আমার দুর্ব্বলতা মাত্র : অহো, পরাৎপরের দক্ষিণ বাহুর বৎসর।

১১　আমি প্রভুর কার্য্য স্মরণ করিব : যথার্থই তোমার পূর্ব্বতন আশ্চর্য্য স্মরণ করিব।

১২　আমি তোমার সমস্ত ক্রিয়া চিন্তা করিব : এবং তোমার কার্য্য ধ্যান করিব।

১৩　হে ঈশ্বর, পবিত্রতায় তোমার পথ : কোন্ দেবতা ঈশ্বর তুল্য মহৎ ?

১৪　তুমিই আশ্চর্য্যকারী ঈশ্বর : তুমি লোকদের মধ্যে তোমার শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলা।

১৫　তুমি বাহুবলে তোমার লোককে : যাকোব এবং যোসেফের সন্তানগণকে, উদ্ধার করিয়াছিলা।

১৬　হে ঈশ্বর, জলরাশি তোমাকে দেখিল, জলরাশি তোমাকে দেখিল : তাহা কম্পিত হইল, গভীর পর্য্যন্ত কল্লোল হইল।

১৭　মেঘ জল বর্ষণ করিল, আকাশ শব্দ বিস্তার করিল :

তোমার বাণও পর্য্যটন করিল।
১৮ তোমার গর্জ্জনধ্বনি চক্রবাতে ছিল, বিদ্যুৎ জগৎকে দীপ্ত করিল: পৃথিবী টলায়মান ও কম্পিত হইল।
১৯ সমুদ্রে তোমার পথ, এবং প্রকাণ্ড জলরাশিতে তোমার পদবী: এবং তোমার পদচিহ্ন জানা যায় না।
২০ তুমি মোশে এবং অহরোণের হস্ত দিয়া তোমার লোককে মেষবৎ চালাইয়াছিলা।

---

১৫ দিন। সায়ংকালীন গীত।

৭৮ গীত।

১ হে আমার লোক, আমার নিয়মে অবধান কর: আমার মুখের বাক্যে কর্ণপাত কর।
২ আমি উপমাতে আপন মুখ ব্যাদান করিব: আমি পুরাকালের হেঁয়ালি ব্যক্ত করিব।
৩ যাহা আমরা শ্রবণ করিয়া অবগত হইয়াছি: এবং আমাদের পিতৃগণ আমাদিগের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।
৪ তাহাদের উত্তরকালীন সন্তানবর্গ হইতে তাহা প্রচ্ছন্ন করিব না: প্রভুর প্রশংসা এবং তাঁহার শক্তি ও তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য বর্ণনা করিব।
৫ কেননা তিনি যাকোবে সাক্ষ্য স্থাপন এবং ইস্রা-এলে নিয়ম নিযুক্ত করিয়াছেন: যাহা তিনি

আমাদের পিতৃগণকে সন্তানদিগের নিকট প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছেন।

৬ যেন উত্তর পুরুষে জনিষ্যমাণ সন্তানবর্গ তাহা অবগত হয় : এবং উঠিয়া আপনাদের সন্তানবর্গের নিকট প্রচার করে।

৭ এবং যেন তাহারা ঈশ্বরে ভরসা রাখে : ও ঈশ্বরের কার্য্য বিস্মৃত না হয়, বরং তাঁহার আজ্ঞা পালন করে।

৮ এবং যেন তাহাদের পিতৃগণের ন্যায় বিদ্রোহি ও অবাধ্য বংশ না হয় : যে বংশ আপন হৃদয় স্থির করিল না এবং যাহাদের আত্মা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত হইল না।

৯ এফ্রমের সন্তানেরা সসজ্জ ও ধনুর্ধারী হইয়াও : যুদ্ধের দিনে বিমুখ হইল।

১০ তাহারা ঈশ্বরের নির্ব্বন্ধ পালন করিল না : এবং তাঁহার নিয়মে চলিতে অস্বীকার করিল।

১১ এবং তাঁহার কার্য্য : ও তাঁহার প্রদর্শিত আশ্চর্য্য বিস্মৃত হইল।

১২ তাহাদের পিতৃগণের সমক্ষে : মিসর ভূমিতে সোয়ন ক্ষেত্রে, তিনি আশ্চর্য্য করিলেন।

১৩ তিনি সমুদ্র বিভিন্ন করিলেন, এবং তাহাদিগকে উত্তীর্ণ করাইলেন : এবং জলকে পাড়ের ন্যায় দাঁড় করাইলেন।

১৪ এবং তিনি দিনাতে তাহাদিগকে মেঘদ্বারা : ও সমস্ত রাত্রি দীপ্তি দ্বারা চালাইলেন।

১৫ তিনি মরুমধ্যে শৈল ভেদ করিলেন : এবং যেন মহাগম্ভীর হইতে তাহাদিগকে পান করাইলেন।

১৬ এবং তিনি পাষাণহইতে স্রোত নির্গত করিলেন : নদীর ন্যায় জল প্রবাহ করিলেন।

১৭ তথাপি তাহারা উত্তরোত্তর তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিল : ঐ নির্জল দেশে পরাৎপরের অবাধ্য হইল।
১৮ হৃদয়ে ঈশ্বরের পরীক্ষা করিল : এবং আপন অভিলাষ মতে আহার যাচ্ঞায়।
১৯ এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে উক্তি করিল : তাহারা কহিল, "ঈশ্বর কি মরুমধ্যে মেজ প্রস্তুত করিতে পারেন ?"
২০ দেখ তিনি শৈল আঘাত করিলেন, ও জল প্রবাহ হইল, এবং স্রোত উথলিল : তিনি কি রুটীও দিতে পারেন ? আপন লোকেব নিমিত্ত কি মাংসও যোগাইবেন ?
২১ অতএব প্রভু শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন, এবং য়াকোবের বিরুদ্ধে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল : আর ইস্রাএলের বিপক্ষে কোপও উঠিল।
২২ কেননা তাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে নাই : এবং তাঁহার ত্রাণেতে ভরসা রাখে নাই।
২৩ তথাপি তিনি উপরিস্থ মেঘকে আদেশ করিলেন এবং স্বর্গদ্বার মুক্ত করিলেন।
২৪ এবং ভক্ষণার্থে তাহাদের উপর মান্না বর্ষাইলেন : ও তাহাদিগকে স্বর্গ-শস্য দিলেন।
২৫ বীরগণের খাদ্য প্রত্যেকে খাইল : তিনি তাহাদের তৃপ্তি পর্য্যন্ত আহার পাঠাইলেন।
২৬ তিনি আকাশে পূর্ব্ব বায়ু বহাইলেন : এবং নিজ শক্তিতে দক্ষিণ বায়ু চালাইলেন।
২৭ তাহাদের উপর ধূলির ন্যায় মাংস : ও সমুদ্রের বালুকার ন্যায় সপর্ণ পক্ষী বর্ষাইলেন।
২৮ এবং তাহার শিবির মধ্যে : তাহার আবাসের চতুর্দ্দিগে, তাহা নিক্ষেপ করিলেন।

২৯ এবং তাহারা ভক্ষণ পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইল : তিনি তাহাদিগকে স্বাভিলাষ প্রাপ্ত করাইলেন।

৩০ আপন অভিলাষে বিরত না হইতে ২ : আপন মুখে এখনও আহার থাকিতে ২,

৩১ ঈশ্বরের কোপ তাহাদের উপর উঠিল, এবং তাহাদের হৃষ্টপুষ্টগণকে সংহার করিল : ও ইস্রাএলের যুবকগণকে আঘাত করিল।

৩২ এই সকল হইলেও তাহারা আরো পাপ করিল : এবং তাঁহার আশ্চর্য্যে বিশ্বাস করিল না।

৩৩ অতএব তিনি অসারে তাহাদের দিন : এবং ত্রাসেতে তাহাদের বৎসর অবসান করাইলেন।

৩৪ তিনি তাহাদিগকে নিপাত করিলে তাহারা তাঁহার অন্বেষণ করিল : ও ফিরিয়া অবিলম্বে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিল।

৩৫ এবং স্মরণ করিল যে, ঈশ্বর তাহাদের শৈল : ও উচ্চতম ঈশ্বর তাহাদের উদ্ধারকর্ত্তা।

৩৬ তথাপি তাহারা মুখেতে তাঁহার তোষামোদ করিল : এবং জিহ্বাতে তাঁহার প্রতি মিথ্যা কহিল।

৩৭ অথচ তাহাদের হৃদয় তাঁহার প্রতি স্থির থাকিল না : ও তাহারা তাঁহার নির্ব্বন্ধেতে বিশ্বস্ত রহিল না।

৩৮ কিন্তু তিনি কৃপালু, দোষ মার্জ্জনা করিলেন, বিনাশ করিলেন না : বরং আপন ক্রোধ বারম্বার সম্বরণ করিলেন এবং সমুদয় উষ্মা জাগ্রত করিলেন না।

৩৯ কেননা তিনি স্মরণ করিলেন তাহারা মাংসমাত্র : চলৎ বায়ু, যাহা প্রত্যাবৃত্ত হয় না।

৪০ কতবার তাহারা অরণ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে দ্রোহ : এবং মরু মধ্যে তাঁহাকে বিরক্ত করিল।

৪১ পুনঃ২ ঈশ্বরের পরীক্ষা করিল: এবং ইস্রাএলের পবিত্রময়কে সীমাবদ্ধ করিল।

৪২ তাহারা তাঁহার হস্ত স্মরণ করিল না: যে দিন তিনি শত্রু হইতে তাহাদের রক্ষা করিয়াছিলেন।

৪৩ কেননা তিনি মিসরে আপন চিহ্ন: এবং সোয়ন ক্ষেত্রে আপন লক্ষণ স্থাপন করিয়াছিলেন।

৪৪ এবং তাহাদের নদী রক্তে পরিবর্ত্ত করিলেন: তাহাদের স্রোতও তাহারা পান করিল না।

৪৫ তাহাদের মধ্যে দংশক পাঠাইলেন, উহা তাহাদিগকে গ্রাস করিল:—ভেকও, উহা তাহাদিগকে নষ্ট করিল।

৪৬ তাহাদের সমৃদ্ধি কীট: ও তাহাদের শ্রম পঙ্গপালকে দিলেন।

৪৭ তাহাদের দ্রাক্ষালতা শিলা বর্ষণে: এবং তাহাদের ডুম্বুর বৃক্ষ তুষারে নষ্ট করিলেন।

৪৮ তাহাদের পশুগণকে শিলাতে: ও মেষগণকে বজ্রাগ্নিতে সমর্পণ করিলেন।

৪৯ তাহাদের উপর আপন জ্বলন্ত ক্রোধ, কোপ ও রোষ ও কষ্ট প্রেরণ করিলেন: অমঙ্গলের দূতগণকে নিযুক্ত করিলেন।

৫০ আপন ক্রোধের পথ মুক্ত করিলেন, ও তাহাদের প্রাণ মৃত্যুসাৎ করণে ক্ষান্ত হইলেন না: বরং মহামারিতে তাহাদের জীবন অর্পণ করিলেন।

৫১ এবং মিসরে প্রথমজাত মাত্রকে: হামের তাম্বুস্থ বলের প্রধানকে আঘাত করিলেন।

৫২ এবং আপন লোককে মেষবৎ নির্গত করিলেন: ও মরু মধ্যে পালের ন্যায় চালাইলেন।

৫৩ এবং তাহাদিগকে কুশলে গমন করাইলেন:

তাহাতে তাহারা ভীত হইল না: এবং সমুদ্র তাহাদের শত্রুগণকে আচ্ছন্ন করিল।

৫৪ তিনি তাহাদিগকে আপন পবিত্র অধিকারে আনিলেন: যে পর্ব্বত তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৫৫ এবং বিজাতিগণকে তাহাদের সম্মুখ হইতে তাড়াইলেন ও সূত্রদ্বারা তাহাদিগকে অধিকার বাঁটিয়া দিলেন: এবং ইস্রাএলের গোষ্ঠীকে তাহাদের তাম্বুতে বাস করাইলেন।

৫৬ কিন্তু তাহারা উচ্চতম ঈশ্বরের পরীক্ষা পূর্ব্বক বিদ্রোহ করিল: এবং তাঁহার সাক্ষ্য রক্ষা করিল না।

৫৭ এবং আপনাদের পিতৃগণের ন্যায় বিমুখ হইয়া অবিশ্বস্ত হইল: বঞ্চক ধনুর ন্যায় বিচলিত হইল।

৫৮ এবং তাহারা আপনাদের উচ্চস্থানদ্বারা তাঁহাকে বিরক্ত করিল: আপনাদের বিগ্রহদ্বারা তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করিল।

৫৯ ঈশ্বর শুনিয়া কোপান্বিত হইলেন: ও ইস্রাএলকে অত্যন্ত ঘৃণা করিলেন।

৬০ এবং শিলোর মণ্ডপ ত্যাগ করিলেন: যে তাম্বু তিনি মনুষ্য মধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন।

৬১ এবং নিজ বলকে বন্দিত্বে: ও নিজ শোভা শত্রু হস্তে সমর্পণ করিলেন।

৬২ এবং নিজ লোককে খড়্গসাৎ করিলেন: ও নিজ অধিকারের প্রতি কোপান্বিত হইলেন।

৬৩ অগ্নি তাঁহার যুবকগণকে গ্রাস করিল: ও তাঁহার কুমারীদিগের বিবাহ-কীর্ত্তন হইল না।

৬৪ তাঁহার পুরোহিতেরা খড়্গেতে নিপাত হইল: এবং তাঁহার বিধবারা ক্রন্দন করিল না।

৬৫ তখন প্রভু যেন নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলেন: সুরাতে প্রফুল্লিত বীরের ন্যায়।

৬৬ এবং তিনি আপন শত্রুগণকে আঘাতদ্বারা পরাঙ্মুখ করিলেন: তাহাদিগকে চিরকাল তিরস্কৃত করিলেন।

৬৭ এবং য়োসেফের তাম্বু অগ্রাহ্য করিলেন: ও এফ্রেমের গোষ্ঠীকে মনোনীত করিলেন না।

৬৮ কিন্তু য়িহূদার গোষ্ঠীকে মনোনীত করিলেন: সীয়োন পর্ব্বতকে, যাহা তিনি ভাল বাসিলেন।

৬৯ এবং গিরিকূটের ন্যায়, আপন পবিত্রধাম নির্ম্মাণ করিলেন: পৃথিবীর ন্যায় যাহা তিনি চিরকালার্থে স্থাপন করিয়াছেন।

৭০ এবং আপন দাস দাবীদকে মনোনীত করিলেন: ও তাহাকে খোঁয়াড় হইতে লইলেন।

৭১ তাহাকে দুগ্ধবতী মেষীচালন হইতে: আপন লোক য়াকোব এবং আপন অধিকার ইস্রাএলের পালনার্থে আনিলেন।

৭২ তাহাতে সে হৃদয়ের সারল্যে তাহাদিগকে পালন করিল: ও আপন হস্তনৈপুণ্যে তাহাদিগকে চালাইল।

---

১৬ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

৭৯ গীত।

১ হে ঈশ্বর, বিজাতিরা তোমার অধিকারে আসিয়াছে, তোমার পবিত্র প্রাসাদ অশুদ্ধ করিয়াছে: তাহারা যেরুশালেমকে ঢিপী করিয়াছে।

২ তোমার দাসগণের শব আকাশের পক্ষির খাদ্যার্থে : তোমার সাধুগণের মাংস ভূচর জন্তুকে সমর্পণ করিয়াছে।

৩ যেরুশালেমের চতুর্দ্দিকে তাহাদের রক্ত জলের ন্যায় ঢালিয়াছে : এবং কবর দিবার কেহ ছিল না।

৪ আমরা প্রতিবাসিগণের তিরস্কার : চতুর্দ্দিকস্থদের বিদ্রূপ ও অবজ্ঞাস্পদ হইয়াছি।

৫ কতকাল, হে প্রভো, তুমি নিরন্তর ক্রুদ্ধ থাকিবা : তোমার পরাসহিষ্ণুতা কি অগ্নিবৎ জ্বলন্ত হইবে ?

৬ যে বিজাতিগণ তোমাকে জানে নাই, যে রাজ্যসমূহ তোমার নামে ডাকে নাই : তাহাদেরই উপর তোমার উষ্মা ঢালিয়া দেও।

৭ কেননা তাহারা যাকোবকে গ্রাস করিয়াছে : এবং তাহার আবাস ধ্বংস করিয়াছে।

৮ পূর্ব্বকালের পাপ আমাদের বিরুদ্ধে স্মরণ করিও না, তোমার করুণা ত্বরায় আমাদের অগ্রসর হউক : কেননা আমরা অতীব ক্ষীণ হইয়াছি।

৯ হে আমাদের ত্রাণের ঈশ্বর, তোমার নামের মহিমার্থে আমাদের সাহায্য কর : আমাদিগকে উদ্ধার কর, এবং তোমার নামের অনুরোধে আমাদের পাপ মার্জ্জনা কর।

১০ বিজাতিরা কেন কহিবে, "উহাদের ঈশ্বর কোথায় ?" আমাদের দৃষ্টিতে বিজাতিদের মধ্যে তোমার দাসগণের পাতিত রক্তের প্রতিফল প্রকাশিত হউক।

১১ বন্দির আর্ত্তনাদ তোমার সম্মুখে আইসুক : তোমার বাহুর মহত্ত্বানুসারে মৃত্যুর সন্তানদিগকে বাঁচাইয়া রাখ।

১২ আর আমাদের প্রতিবাসিগণের বক্ষে, হে প্রভো: তোমাকে যে তিরস্কার করিয়াছে, তাহার সপ্তগুণ ফিরাইয়া দেও।

১৩ তাহাতে আমরা, তোমার লোক এবং তোমার চরাণির মেষ: নিত্য তোমার ধন্যবাদ করিব,—পুরুষে ২ তোমার প্রশংসা বর্ণনা করিব।

৮০ গীত।

১ হে ইস্রায়েলের পালক, কর্ণপাত কর, তুমি যে য়োসেফকে মেষবৎ চালাও: তুমি যে কিরূবীমোপবিষ্ট, দেদীপ্যমান হও।

২ এফ্রেম, বিন্যামীন, এবং মনস্সির সম্মুখে তোমার পরাক্রম জাগরিত কর: এবং আমাদের ত্রাণার্থে আইস।

৩ হে ঈশ্বর, আমাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত কর: ও তোমার মুখ উজ্জ্বল কর, তাহাতে আমরা ত্রাণ পাইব।

৪ হে প্রভো, সৈন্যের ঈশ্বর: তুমি তোমার লোকের প্রার্থনায় কতকাল উষ্মা করিবা?

৫ তুমি তাহাদিগকে অশ্রুরুটী খাওয়াইতেছ: এবং তাহাদিগকে প্রচুর অশ্রু পান করাইতেছ।

৬ আমাদিগকে প্রতিবাসিদের বিবাদ স্থল করিতেছ: এবং আমাদের শত্রুরা বিদ্রূপ করে।

৭ হে সৈন্যের ঈশ্বর, আমাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত কর: ও তোমার মুখ উজ্জ্বল কর, এবং আমরা ত্রাণ পাইব।

৮ তুমি মিসর হইতে এক দ্রাক্ষালতা আনিলা: বিজাতিদিগকে তাড়াইয়া তাহা রোপণ করিলা।
৯ তাহার সম্মুখে স্থান পরিষ্কার করিলা: তাহাতে তাহা বদ্ধমূল হইয়া দেশ ব্যাপিল।
১০ গিরিসমূহ তাহার ছায়াতে: এবং ঈশ্বরের দেবদারু তাহার শাখাতে, আচ্ছন্ন হইল।
১১ তাহা আপন ডাল সমুদ্র পর্য্যন্ত: ও নদী পর্য্যন্ত আপন পল্লব বিস্তার করিল।
১২ তুমি তাহার বেড়া কেন ভগ্ন করিলা: তাহাতে পথিক সকলে তাহা লুণ্ঠন করে।
১৩ বনবরাহ তাহা উচ্ছিন্ন করে: এবং ক্ষেত্রের পশু তাহা গ্রাস করে।
১৪ হে সৈন্যের ঈশ্বর, বিনয় করি, ফির, স্বর্গ হইতে অবধান পূর্ব্বক দেখ: এবং এই দ্রাক্ষালতা অবেক্ষণ কর!—
১৫ যে চারা তোমার দক্ষিণ হস্ত রোপণ করিয়াছে: যে শাখা আপনার জন্য সবল করিয়াছ।
১৬ তাহা অগ্নিতে দগ্ধ হয়, তাহা ছিন্ন হয়:— তোমার মুখের তর্জ্জনে লোকে নষ্ট হয়।
১৭ তোমার হস্ত, তোমার দক্ষিণ হস্তের পুরুষের উপর: আপনার জন্য সবল করিয়াছ যে মনুষ্যপুত্র, তাহার উপর থাকুক।
১৮ তাহাতে আমরা তোমাহইতে বিমুখ হইব না: তুমি তাহাদিগকে সজীব করিবা, এবং আমরা তোমার নাম ডাকিব।
১৯ হে প্রভো সৈন্যের ঈশ্বর, আমাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত কর, তোমার মুখ উজ্জ্বল কর: এবং আমরা ত্রাণ পাইব।

৮১ গীত।

১ আমাদের বল ঈশ্বরের প্রতি হর্ষধ্বনি কর : য়াকোবের ঈশ্বরের প্রতি উল্লাস কর।

২ সংকীর্ত্তন উঠাও, এবং মৃদঙ্গ লও : বীণা সহ মধুর তন্ত্রী।

৩ প্রতিপদে, পূর্ণিমাতে : আমাদের পর্ব্বের দিনোপলক্ষে বাদন কর।

৪ কেননা ইহাই ইস্রাএলের প্রতি ব্যবস্থা : য়াকোবের ঈশ্বরের বিধান।

৫ মিসর দেশ দিয়া উহার নির্গমনে, তিনি তাহা য়োসেফে সাক্ষ্যার্থে নিরূপণ করিলেন :— আমার অবিদিত ভাষা শুনিলাম।

৬ "আমি বোঝা হইতে তাহার স্কন্ধ মুক্ত করিলাম : তাহার হস্ত ঝুড়ি হইতে উদ্ধার পাইল।

৭ ক্লেশেতে তুমি ডাকিলা, আমি তোমাকে মুক্ত করিলাম, ঝঞ্ঝনার নিরালয়ে তোমাকে উত্তর দিলাম : আমি তোমাকে মেরীবার জল সমীপে পরীক্ষা করিলাম।

৮ হে আমার লোক শুন, আমি তোমার প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিব : হে ইস্রাএল, হায় যদি তুমি আমাকে শুন!

৯ তোমার মধ্যে অপর দেবতা থাকিবে না : এবং তুমি বিদেশীয় দেবতার আরাধনা করিবা না।

১০ আমিই প্রভু তোমার ঈশ্বর, মিসর দেশ হইতে তোমার উদ্ধারকারী : তোমার মুখ ব্যাদান কর, আমি তাহা পূর্ণ করিব।

১১ কিন্তু আমার লোক আমার রব শুনিল না: ইস্রাএল আমাকে চাহিল না।

১২ অতএব আমি তাহাদিগকে তাহাদের হৃদয়ের কাঠিন্যে ত্যাগ করিলাম: যেন তাহারা আপনাদের মন্ত্রণায় চলে।

১৩ হায়, আমার লোক যদি আমাকে শুনে: ইস্রাএল যদি আমার পথে চলে,

১৪ আমি শীঘ্র তাহাদের শত্রুকে নত করিব: এবং তাহাদের বৈরিগণের বিরুদ্ধে আমার হাত ফিরাইব।

১৫ প্রভুর দ্বেষিরা তাঁহার বশতাপন্ন হইবে: কিন্তু তাহাদের কাল চিরস্থায়ী হইবে।

১৬ তিনি তাহাদিগকে উত্তম গোধূম ভোজন করাইবেন: ও শৈল-মধুতে আমি তোমাকে তৃপ্ত করিব।"

---

১৬ দিন। সায়ংকালীন গীত।

৮২ গীত।

১ ঈশ্বর, ঈশ্বরের সমাজে দণ্ডায়মান আছেন: তাহার মধ্যে ঈশ্বর বিচার করেন।

২ কতকাল তোমরা অন্যায় বিচার করিবা, এবং দুষ্টদের মুখাপেক্ষা করিবা?

৩ ক্ষীণ এবং পিতৃহীনের বিচার কর: দরিদ্র ও নিষ্কিঞ্চনের প্রতি যাথার্থ্য বিধান কর।

৪ ক্ষীণ এবং দীনকে উদ্ধার কর: তাহাদিগকে দুষ্টদের হাতহইতে মুক্ত কর।

৫ তাহারা জানে না, বিবেচনাও করে না, তাহারা অন্ধকারেই চলে : পৃথিবীর সমুদয় মূল বিচলিত হয়।

৬ আমি বলিয়াছি বটে, তোমরা ঈশ্বরগণ : এবং তোমরা সকলেই পরাৎপরের সন্তান,

৭ কিন্তু তোমরা মনুষ্যের ন্যায় মরিবা : এবং অনেক অধিপতির ন্যায় পড়িবা।

৮ হে ঈশ্বর, উঠ, পৃথিবীর বিচার কর : কেননা তুমিই সকল জাতির অধিকারী।

৮৩ গীত।

১ হে ঈশ্বর, নীরব থাকিও না, মৌনাবলম্বন করিও না : হে ঈশ্বর, ক্ষান্ত হইও না।

২ কেননা দেখ, তোমার শত্রুরা কোলাহল করে : এবং তোমার দ্বেষ্টারা মস্তক তুলে।

৩ তাহারা তোমার লোকের বিরুদ্ধে কুচক্র যুক্তি করে : এবং তোমার গুপ্তগণের বিপরীতে মন্ত্রণা করে।

৪ তাহারা কহিয়াছে, আইস, উহাদের জাতি লোপ করি : তাহাতে ইস্রাএল নাম আর স্মরণে থাকিবে না।

৫ কেননা তাহারা একচিত্তে মন্ত্রণা করিয়াছে : তোমার বিরুদ্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়াছে।

৬ এদোম এবং ইশমাইলিদের : মোয়াব ও হাগরীদের তাম্বু।

৭ গিবাল ও আম্মোন এবং অমালেক : পিলিস্তিয়াশোর নিবাসি সমেত।

৮ আসূরও তাহাদের সহিত মিলিয়াছে : তাহারা লোটের সন্তানগণের বল হইয়াছে।

৯ মিদিয়ানের ন্যায় তাহাদের প্রতি কর: যেমন কীশোন নদ সমীপে সীসেরা ও যাবিনের প্রতি করিলা।

১০ তাহারা এন্দোরে বিনষ্ট হইল: তাহারা ভূমির জন্য সার হইল।

১১ তাহাদিগকে—তাহাদের কুলীনবর্গকে ওরেব এবং সিয়েব তুল্য কর: তাহাদের অধিপতি সকলকে সিবা এবং সাল্‌মুন্না তুল্য কর,

১২ যাহারা বলিল: আমরা ঈশ্বরের নিবাস অধিকার করিয়া লই।

১৩ হে আমার ঈশ্বর, তাহাদিগকে চক্রাবর্ত্তের ন্যায়: বায়ুসম্মুখস্থ নাড়ার ন্যায় কর।

১৪ অগ্নি যেমন বন দগ্ধ করে: শিখা যেমন পর্ব্বতকে প্রজ্বলিত করে।

১৫ তদ্রূপ তুমি তাহাদিগকে তোমার বাত্যাতে তাড়না কর: এবং তোমার ঝটিকাতে ব্যাকুল কর।

১৬ তাহাদের মুখ অপমানেতে পূর্ণ কর: যেন হে প্রভো, তাহারা তোমার নামের অন্বেষণ করে।

১৭ তাহারা নিত্য লজ্জিত ও ব্যাকুল হউক: তাহারা অপ্রতিভ ও বিনষ্ট হউক।

১৮ তাহাতে জানিবেক, যে তুমি যাহার নাম প্রভু: কেবল তুমি অখিল ধরাতলোপরি উচ্চতম।

৮৪ গীত।

১ তোমার আলয় কেমন রমণীয়: হে সৈন্যের প্রভো।

২ আমার প্রাণ প্রভুর প্রাঙ্গণার্থে অভিলাষুক এবং অবসন্ন হয় : আমার হৃদয় এবং আমার মাংস সজীব ঈশ্বরের প্রতি চীৎকার করে।

৩ চটকও এক আবাস পাইয়াছে, তালচঞ্চুও আপনার নিমিত্ত এক নীড়, যেখানে নিজ শাবক রাখিয়াছে : —তোমারি বেদী হে সৈন্যের প্রভো, আমার রাজা ও আমার ঈশ্বর।

৪ ধন্য তোমার আলয় নিবাসিরা : তাহারা নিরন্তর তোমার প্রশংসা করিবে।

৫ ধন্য ঐ মনুষ্য যাহার বল তোমাতে : যাহাদের হৃদয়ে তোমার পথ।

৬ অশ্রুর উপত্যকা দিয়া গমন করত তাহারা উহাকে হৃদয়ে উন্নুই করিয়া তুলে : অগ্রিম বর্ষাও উহাকে মঙ্গলে আবৃত করে।

৭ তাহারা উত্তরোত্তর বল পাইয়া গমন করে প্রত্যেকে সীয়োনে ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হয়।

৮ হে প্রভো সৈন্যের ঈশ্বর, আমার প্রার্থনা শুন হে যাকোবের ঈশ্বর, কর্ণপাত কর।

৯ হে ঈশ্বর, আমাদের ঢাল, দেখ . এবং তোমার অভিষিক্তের মুখে দৃষ্টিপাত কর।

১০ কেননা তোমার প্রাঙ্গণে এক দিনও সহস্রাপেক্ষা ভাল : দুষ্টতার তাম্বুতে বাস করণাপেক্ষা প্রভুর গৃহে দ্বারী হওয়াও আমার মনোনীত।

১১ কেননা প্রভু ঈশ্বর সূর্য্য ও ঢাল, প্রভু প্রসাদ ও মহিমা দিবেন : সরলাচারিকে তিনি কোন মঙ্গলে বিরহিত করিবেন না।

১২ হে সৈন্যের প্রভো : তোমার শরণাগত মনুষ্য ধন্য

৮৫ গীত।

১ হে প্রভো, তুমি তোমার দেশের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ: য়াকোবের বন্দিগণকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়াছ।

২ তুমি তোমার লোকের দোষ মোচন করিয়াছ: তাহাদের সমুদয় পাপ আচ্ছাদিত করিয়াছ।

৩ তুমি তোমার সমস্ত রোষ সম্বরণ করিয়াছ: তোমার জ্বলন্ত কোপহইতে পরাবৃত্ত হইয়াছ।

৪ হে আমাদের ত্রাণের ঈশ্বর, আমাদিগকে পরাবৃত্ত কর: এবং আমাদের উপর তোমার কোপ নিরস্ত কর।

৫ চিরকাল কি আমাদের উপর কুপিত থাকিবা: তোমার কোপ কি পুরুষে ২ বিস্তার করিবা?

৬ তুমি কি ফিরিয়া আমাদিগকে সজীব করিবা না: যেন তোমার লোক তোমাতে আনন্দ করে?

৭ হে প্রভো, আমাদিগকে তোমার দয়া দেখাও: এবং তোমার ত্রাণ আমাদিগকে দেও।

৮ প্রভু ঈশ্বর কি বলেন, আমি শুনিব: কেননা তিনি আপন লোককে ও আপন সাধুগণকে শান্তির কথা কহিবেন, কিন্তু তাহারা যেন মূর্খতায় ফিরে না।

৯ তাঁহার ত্রাণ তো তাঁহার ভয়কারিদের সন্নিকট: যেন আমাদের দেশেতে মহিমার অধিষ্ঠান হয়।

১০ দয়া এবং সত্য সংমিলিত হইয়াছে: যাথার্থ্য এবং শান্তি চুম্বন করিয়াছে।

১১ সত্য পৃথিবীহইতে উৎপন্ন হইবে: এবং যাথার্থ্য স্বর্গহইতে অবলোকন করিয়াছে।

১২ প্রভুও মঙ্গল দান করিবেন : এবং আমাদের ভূমি নিজ সমৃদ্ধি দান করিবেক।

১৩ যাথার্থ্য তাঁহার সম্মুখে চলিবে : এবং তাঁহার পদ চিহ্নকে পথ করিবে।

---

১৭ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

৮৬ গীত।

১ হে প্রভো, কর্ণপাত কর, আমাকে উত্তর দেও : কেননা আমি দীন ও দরিদ্র।

২ আমার প্রাণ রক্ষা কর, কেননা আমি সাধু. তুমি, হে আমার ঈশ্বর, তোমার দাসকে, তোমার শরণাগতকে, ত্রাণ কর!

৩ হে প্রভো, আমার প্রতি প্রসন্ন হও : কেননা আমি সমস্ত দিন তোমার উদ্দেশে চীৎকার করি।

৪ তোমার দাসের প্রাণ আনন্দিত কর : কেননা, হে প্রভো, আমি তোমার প্রতি আমার প্রাণ উঠাই।

৫ কেননা, হে প্রভো, তুমিই ভদ্র এবং ক্ষমাবান : এবং তোমার সকল নিবেদকদিগের প্রতি কৃপালু।

৬ হে প্রভো, আমার প্রার্থনাতে কর্ণপাত কর : এবং আমার বিনতির রবে অবধান কর।

৭ কষ্টের দিনে আমি তোমাকে ডাকিব : কারণ তুমি আমাকে উত্তর দিবা।

৮ হে প্রভো, ঈশ্বরগণের মধ্যে তোমার তুল্য কেহ নাই : এবং তোমার কার্য্য তুল্য কিছুই নাই।

৯ তোমার সৃষ্ট সকল জাতি আসিবে : এবং, হে

প্রভো, তোমার সমক্ষে প্রণিপাত করিবে: ও তোমার নামের গৌরব করিবে।

১০ কেননা তুমি মহান্ এবং আশ্চর্য্যকারী: তুমিই, কেবল তুমি ঈশ্বর।

১১ হে প্রভো, আমাকে তোমার পথ শিখাও, আমি তোমার সত্যেতে চলিব: আমার হৃদয় একাগ্র কর, যেন তোমার নাম ভয় করি।

১২ হে প্রভো আমার ঈশ্বর, আমার সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার প্রশংসা করিব: এবং চিরকাল তোমার নামের গৌরব করিব।

১৩ কেননা আমার উপর তোমার দয়া মহৎ: এবং তুমি আমার প্রাণকে নীচস্থ অধোলোকহইতে উদ্ধার করিয়াছ।

১৪ হে ঈশ্বর, অহঙ্কারিরা আমার বিরুদ্ধে উঠিয়াছে, এবং উপদ্রবিদের সমাজ আমার প্রাণের মার্গণ করিয়াছে: এবং তোমাকে আপনাদের সম্মুখে রাখে নাই।

১৫ কিন্তু তুমি, হে প্রভো, কৃপালু ও করুণাময় ঈশ্বর: ক্রোধেতে ধীর এবং দয়া ও সত্যেতে বহুল।

১৬ আমার প্রতি ফির, এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হও: তোমার বল তোমার দাসকে দেও, এবং তোমার দাসীপুত্রকে ত্রাণ কর।

১৭ আমাকে মঙ্গলার্থে চিহ্ন দেখাও, তাহাতে আমার দ্বেষ্টারা দেখিয়া লজ্জিত হইবে: কেননা তুমি, হে প্রভো, আমার সাহায্য ও সান্ত্বনা করিয়াছ।

৮৭ গীত।

১ তাঁহার পত্তন: পবিত্র গিরিসমূহেতে।

২ প্রভু য়াকোবের সকল আবাস হইতে: সীয়োনের দ্বার ভাল বাসেন।

৩ তোমার প্রসঙ্গে মহীয়সী বার্ত্তা হয়: হে ঈশ্বরের পুরী।

৪ আমাকে যাহারা জানে, তন্মধ্যে আমি রাহাব ও বাবেলের প্রসঙ্গ করিব: দেখ, পিলেস্তিয়া এবং শোর কুশ সমেত,—ইনি তথায় জাত।

৫ এবং সীয়োনের প্রসঙ্গে উক্ত হয়, "এই এবং ঐ মনুষ্য তত্রজাত:" এবং স্বয়ং পরাৎপর তাহাকে দৃঢ় করিবেন।

৬ প্রভু লোকদিগের নাম লিখনে গণনা করিবেন: "ইনি তথায় জাত।"

৭ এবং গায়ক ও বাদকেরা কহিবে: "আমার সমুদয় উৎস তোমাতেই।"

৮৮ গীত।

১ হে প্রভো আমার ত্রাণের ঈশ্বর: দিবারাত্রি আমি তোমার সমীপে আর্ত্তনাদ করিয়াছি।

২ আমার প্রার্থনা তোমার সমক্ষে আইসুক: আমার চীৎকারেতে তুমি কর্ণপাত কর।

৩ কেননা আমার প্রাণ দুঃখেতে পূর্ণ হইয়াছে: এবং আমার জীবন অধোলোকের সন্নিকট হইয়াছে।

৪ আমি গহ্বরে পতনশীলদের মধ্যে গণ্য হইয়াছি: আমি বলহীন মনুষ্যের ন্যায় হইয়াছি।

৫ আমি মৃতদের মধ্যে, পরিত্যক্ত, কবরশায়ী আহত-দের ন্যায়: যাহাদিগকে তুমি আর স্মরণ কর না, যাহারা তোমার হাতহইতে বিচ্ছিন্ন।

৬ তুমি আমাকে অধস্তন গহ্বরে: অন্ধকারে, গভীর মধ্যে, রাখিয়াছ। .

৭ তোমার উষ্মা আমার উপর চাপিতেছে: এবং তুমি আমাকে তোমার সমস্ত তরঙ্গে ক্লিষ্ট করিতেছ।

৮ তুমি আমার পরিচিতদিগকে আমাহইতে দূর করিয়াছ: আমাকে তাহাদের ঘৃণাস্পদ করিয়াছ, আমি বদ্ধ হইয়াছি, নির্গত হইতে পারি না।

৯ দুঃখ প্রযুক্ত আমার নয়ন ক্ষীণ হইয়াছে, হে প্রভো, আমি প্রতিদিন তোমাকে ডাকিয়াছি: তোমার প্রতি আপন হস্ত বিস্তার করিয়াছি।

১০ তুমি কি মৃতদের নিমিত্ত আশ্চর্য্য করিবা: প্রেতেরা কি উঠিয়া তোমার প্রশংসা করিবে?

১১ তোমার দয়া কি কবরে: তোমার বিশ্বস্ততা কি বিনাশে, বর্ণিত হইবে?

১২ তোমার আশ্চর্য্য কি অন্ধকারে: তোমার যাথার্থ্য কি বিস্মৃতির ভূমিতে, উপলব্ধ হইবে?

১৩ আমি কিন্তু, হে প্রভো, তোমার উদ্দেশে চীৎকার করিয়াছি: এবং প্রাতে আমার প্রার্থনা তোমার অগ্রে আসিবে।

১৪ কেন হে প্রভো, আমার প্রাণকে ত্যাজ্য করিতেছ: এবং আমাহইতে তোমার মুখ লুকাইতেছ?

১৫ আমি দীনহীন ও যৌবনাবধি ম্রিয়মাণ: আমি তোমার ত্রাস সহিয়াছি, আমি ব্যাকুল হইয়াছি।

১৬ তোমার উষ্মা আমার উপর দিয়া চলিয়াছে: তোমার ভয় আমাকে সংহার করিয়াছে।

১৭ উহা সমস্ত দিন আমাকে জলের ন্যায় ঘেরিয়াছে: আমাকে একত্র বেষ্টন করিয়াছে।

১৮ প্রণয়ী ও সঙ্গী তুমি আমাহইতে দূর করিয়াছ :—
আমার পরিচিতগণ অন্ধকারময়।

---

১৭ দিন। সায়ংকালীন গীত।

৮৯ গীত।

১ প্রভুর করুণাসমূহ আমি নিত্য গান করিব :
পুরুষে ২ নিজ মুখে বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিব।

২ কেননা আমি কহিলাম, করুণা নিত্য সংস্থাপিত হইবে : স্বর্গ মধ্যেই তুমি তোমার বিশ্বস্ততা স্থাপন করিবা।

৩ আমি আপন মনোনীতের সহিত নির্ব্বন্ধ স্থির করিলাম : আমি আপন দাস দাবীদের প্রতি শপথ করিলাম।

৪ "তোমার বংশ আমি নিত্য স্থাপন করিব : পুরুষে ২ তোমার সিংহাসন নির্ম্মাণ করিব।"

৫ এবং স্বর্গ তোমার আশ্চর্য্যের, হে প্রভো. পবিত্রদের সমাজে তোমার বিশ্বস্ততারও, প্রশংসা করিবে।

৬ কেননা গগণেতে কে প্রভুর তুল্য হইবে : বীর-পুত্রদের মধ্যে কে প্রভুর সদৃশ হইবে ?

৭ পবিত্রদের সভাতে ঈশ্বর অতি ভয়ঙ্কর : এবং আপনার পরিতস্থ সকলের ভয়ার্হ।

৮ হে প্রভো সৈন্যের ঈশ্বর, পরাক্রান্ত প্রভো, তোমার তুল্য কে : এবং তোমার বিশ্বস্ততা

তোমার চতুর্দ্দিকে ।

৯ তুমিই সমুদ্রের গর্ব্ব শাসনকারী : তাহার তরঙ্গ উঠিলে তুমিই তাহা স্তব্ধ কর ।

১০ তুমিই রাহাবকে আহতের ন্যায় চূর্ণ করিলা : তোমার পরাক্রান্ত বাহুদ্বারা তোমার শত্রুগণকে উচ্ছিন্ন করিলা ।

১১ তোমারি স্বর্গ, পৃথিবীও তোমার : জগৎ ও তৎসাকল্য - তুমিই তাহার পত্তন করিলা ।

১২ উত্তর দক্ষিণ—তুমিই তাহা সৃষ্টি করিলা : তাবোর ও হর্মোন তোমার নামে উল্লাস করিবে ।

১৩ তোমার বাহু পরাক্রমশালী : তোমার হস্ত বলিষ্ঠ এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত উচ্চ ।

১৪ যাথার্থ্য ও বিচার তোমার সিংহাসন ভূমি : দয়া ও সত্য তোমার মুখের অগ্রসর হইবে ।

১৫ ধন্য ঐ লোক যাহারা সেই আনন্দ ধ্বনি জানে : হে প্রভো, তাহারা তোমার মুখের দীপ্তিতে চলিবে ।

১৬ তোমার নামেতে তাহারা সমস্ত দিন আহ্লাদ করিবে : এবং তোমার যাথার্থ্যেতে তাহারা উন্নত হইবে ।

১৭ কেননা তুমিই তাহাদের বলের শোভা : এবং তোমার অনুগ্রহে আমাদের শৃঙ্গ উন্নত হইবে ।

১৮ কেননা আমাদের ঢাল প্রভুরই : এবং আমাদের রাজা ইস্রাএলের পবিত্রময়েরই ।

১৯ তখন তুমি দর্শন যোগে তোমার সাধুকে সম্ভাষণ করিলা, কহিলা, "আমি এক বীরের উপর সাহায্য রাখিয়াছি : লোক মধ্যহইতে মনোনীত এক জনকে উন্নত করিয়াছি ।

২০ আমি নিজ দাস দাবীদকে পাইয়াছি: আমার পবিত্র তৈলে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়াছি।

২১ আমার হস্ত তাহার সহিত স্থির থাকিবে: আমার বাহুও তাহাকে সবল করিবে।

২২ শত্রু তাহার উপর উৎপাত করিবে না: এবং পাতকী তাহাকে দুঃখ দিবে না।

২৩ আমি তাহার সম্মুখে তাহার বৈরিগণকে নিপাত করিব: এবং তাহার দ্বেষ্টৃগণকে প্রহার করিব।

২৪ আমার বিশ্বস্ততা ও দয়া তাহার সঙ্গী হইবে: ও আমার নামে তাহার শৃঙ্গ উন্নত হইবে।

২৫ আমি সমুদ্রে তাহার হস্ত স্থাপন করিব: এবং নদীতে তাহার দক্ষিণ হস্ত।

২৬ তিনি আমাকে ডাকিবেন, তুমিই আমার পিতা: আমার ঈশ্বর ও আমার ত্রাণ শৈল।

২৭ আমিও তাহাকে আমার প্রথমজাত করিব: পৃথিবীস্থ রাজগণের উপর উচ্চতম।

২৮ আমার দয়া তাহার নিমিত্ত নিত্য রাখিব: এবং আমার নির্ব্বন্ধ তাহার প্রতি অটল থাকিবে।

২৯ আমি তাহার বংশ চিরস্থায়ী করিব: এবং স্বর্গের স্থিতির ন্যায় তাহার সিংহাসন।

৩০ যদি তাহার সন্তানেরা আমার নিয়ম ত্যাগ করে: এবং আমার বিচারে না চলে,

৩১ যদি তাহারা আমার ব্যবস্থা হেয় করে: এবং আমার বিধি পালন না করে;—

৩২ তবে আমি তাহাদের দোষের জন্য দণ্ড: এবং তাহাদের অপক্রিয়ার জন্য আঘাত বিধান করিব।

৩৩ কিন্তু আমার দয়া তাহা হইতে রোধ করিব না: আমার বিশ্বস্ততার লঙ্ঘন করিব না।

৩৪ আমি আপন নির্ব্বন্ধ হেয় করিব না: এবং আপন ওষ্ঠ নিঃসৃত কিছুরই অন্যথা করিব না।

৩৫ আমি আপন পবিত্রতায় একটি শপথ করিয়াছি :— দাবীদের প্রতি মিথ্যাভাষী হইব না :—

৩৬ তাহার বংশ চিরকাল থাকিবে: এবং তাহার সিংহাসন আমার সম্মুখে সূর্য্যবৎ হইবে।

৩৭ তাহা চিরকাল চন্দ্রবৎ স্থায়ী হইবে: এবং আকাশের বিশ্বস্ত সাক্ষীবৎ।"

৩৮ কিন্তু তুমিই ত্যাজ্য ও অগ্রাহ্য করিয়াছ: তোমার অভিষিক্তের প্রতি কোপান্বিত হইয়াছ।

৩৯ তোমার দাসের নির্ব্বন্ধ লোপ করিয়াছ: তাহার মুকুট ভূমিসাৎ পূর্ব্বক হেয় করিয়াছ।

৪০ তাহার সকল প্রাচীর ভগ্ন করিয়াছ: তাহার দুর্গ ধ্বংস করিয়াছ।

৪১ সকল পথিকেরা তাহার লুণ্ঠন করে: তিনি আপন প্রতিবাসিদের তিরস্কারাস্পদ হইয়াছেন।

৪২ তুমি তাহার বৈরিগণের দক্ষিণহস্ত উন্নত করিয়াছ: তাহার সকল শত্রুকে হৃষ্ট করিয়াছ।

৪৩ ও তাহার খড়্গধার বিকৃত করিয়াছ: এবং যুদ্ধে তাহাকে স্থির রাখ নাই।

৪৪ তাহার শোভার অবসান করিয়াছ: এবং তাহার সিংহাসন ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিয়াছ।

৪৫ তাহার যৌবনের দিন খর্ব্ব করিয়াছ: তাহাকে লজ্জাতে আবৃত করিয়াছ।

৪৬ কতক্ষণ হে প্রভো, আপনাকে অবিরত লুক্কায়িত করিবা: কতক্ষণ তোমার ক্রোধ অগ্নিবৎ জ্বলিবে?

৪৭ মনে কর আমি কেমন অল্পায়ু: তুমি কেন মনুষ্য সন্তান সকলকে বৃথা সৃষ্টি করিয়াছ?

৪৮ কোন্ মনুষ্য জীবৎ থাকিবে ও মৃত্যু দেখিবে না; কিম্বা অধোলোকের হাত হইতে আপনার প্রাণ উদ্ধার করিবে?

৪৯ হে প্রভো, তোমার সেই পূর্ব্বতন দয়া কোথায়: যাহা তুমি তোমার বিশ্বস্ততায় দাবীদের প্রতি শপথ করিয়াছিলা?

৫০ হে প্রভো, তোমার দাসগণের তিরস্কার স্মরণ কর: যে ভার আমি সমূহ বলিষ্ঠ জাতি হইতে বক্ষে বহি।

৫১ যেহেতুক হে প্রভো, তোমার শত্রুরা তিরস্কার করিয়াছে: যেহেতুক তাহারা তোমার অভিষিক্তের পদচিহ্ন তিরস্কার করিয়াছে।

৫২ প্রভু নিত্য ধন্যবাদিত হউন: আমেন, আমেন।

---

১৮ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

৯০ গীত।

১ হে প্রভো, তুমিই পুরুষে২: আমাদের নিবাস হইয়াছে।

২ পর্ব্বতগণ উৎপাদনের পূর্ব্বে, এবং পৃথিবী ও সংসার রচনা করিবার অগ্রে: এবং অনাদি অনন্তকাল তুমি ঈশ্বর।

৩ তুমি মনুষ্যকে চূর্ণাবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত কর: এবং কহ, হে মনুষ্য সন্তানেরা প্রত্যাবর্ত্তন কর।

৪ কেননা সহস্র বৎসর তোমার সমক্ষে অতীত কল্যের ন্যায় : এবং রাত্রির প্রহরের ন্যায়।
৫ তুমি তাহাদিগকে প্লাবিত কর, তাহারা সুষুপ্তি তুল্য : প্রাতে তাহারা অঙ্কুরিত তৃণের ন্যায় হয়;—
৬ প্রাতে তাহা মুকুলিত ও অঙ্কুরিত হয় : সায়াহ্নে ছিন্ন ও শুষ্ক হয়।
৭ কেননা আমরা তোমার কোপেতে ক্ষয় হই : এবং উষ্মাতে উৎকণ্ঠিত হই।
৮ তুমি আমাদের অপক্রিয়া তোমার সমক্ষে : আমাদের গুপ্ত বিষয় তোমার মুখের দীপ্তিতে রাখিয়াছ।
৯ কেননা তোমার কোপেতে আমাদের দিনসমূহ বহিয়া যায় : আমরা ভাবনের ন্যায় আয়ু অবসান করি।
১০ আমাদের আয়ুর দিন পরিমাণ সপ্ততি বৎসর, অথবা বলাধিক্য হইলে অশীতি বর্ষ : কিন্তু তাহার শ্রেষ্ঠাংশেও ক্লেশ ও দুঃখ, কেননা তাহা দ্রুত চলিয়া যায় এবং আমরা উড্ডীন হই।
১১ কে তোমার ক্রোধের শক্তিতে : তোমার সমুচিত ভয়ানুসারে তোমার উষ্মায় অবধান করে?
১২ আপনাদের দিনের গণনা—ইহাই আমাদিগকে শিখাও : তাহাতে আমরা বিবেকী অন্তঃকরণ প্রাপ্ত হইব।
১৩ হে প্রভো ফির,—কতক্ষণ : এবং তোমার দাসগণের প্রতি অনুকম্পিত হও।
১৪ প্রাতে আমাদিগকে তোমার দয়াতে তৃপ্ত কর : তাহাতে আমরা আমাদের দিনসমূহে আনন্দিত ও হৃষ্ট হইব।
১৫ যত দিন তুমি আমাদিগকে নিগ্রহ করিয়াছ, যত

বৎসর আমরা অমঙ্গল দেখিয়াছি : তৎপরিমাণে আমাদিগকে হৃষ্ট কর।

১৬ তোমার কার্য্য তোমার দাসগণের প্রতি : এবং তোমার মহিমা তাহাদের সন্তানগণের উপর প্রদর্শিত হউক।

১৭ এবং প্রভু আমাদের ঈশ্বরের শোভা আমাদের উপর হউক : আমাদের হস্তের ক্রিয়া আমাদের উপর ধার্য্য কর, আমাদের হস্তের ক্রিয়া—তাহাই ধার্য্য কর।

৯১ গীত।

১ **পরাৎপরের** অন্তরালে যে উপবিষ্ট হয় : সে সর্ব্বশক্তিমানের ছায়ায় বাস করিবে।

২ আমি প্রভুকে বলিব, "তুমি আমার আশ্রয় ও দুর্গ : আমার ঈশ্বর, যাঁহাতে আমার ভরসা।"

৩ কেননা তিনিই তোমাকে ব্যাধের ফাঁদ হইতে : দুরন্ততার মারি হইতে উদ্ধার করিবেন।

৪ তোমাকে আপন পর্ণেতে আবৃত করিবেন, এবং তুমি তাঁহার পক্ষের নীচে শরণ লইবা : তাঁহার সত্যতা তোমার ঢাল ও বর্ম্ম হইবে।

৫ তুমি নিশা সঙ্কটে, বা দিবসীয় উড্ডীন বাণে : ভীত হইবা না ;

৬ অথবা তিমিরচরী মারিতে : কিম্বা মধ্যাহ্নে সংহারক রোগেতে।

৭ তোমার পার্শ্বেতে সহস্রের, এবং তোমার দক্ষিণ পার্শ্বে অযুতের পতন হইবে : তাহা তোমার নিকটে আসিবে না।

৮ কেবল তোমার চক্ষুতে তুমি নিরীক্ষণ করিবা :

এবং দুষ্টদের প্রতিফল দেখিবা।

৯ "কেননা তুমিই, হে প্রভো, আমার আশ্রয়:" তুমি পরাৎপরকেই তোমার নিবাস করিয়াছ;

১০ তোমার কোন অমঙ্গল ঘটিবে না: এবং কোন অভিঘাত তোমার তাম্বুর নিকটস্থ হইবে না।

১১ কেননা তিনি আপন দূতগণকে তোমার বিষয়ে আদেশ করিবেন: যেন তাঁহারা তোমার সকল পথে তোমাকে রক্ষা করেন।

১২ তাঁহারা তোমাকে স্বহস্তে বহন করিবেন: পাছে কোন প্রস্তরে তোমার চরণ আঘাত পায়।

১৩ তুমি সিংহ ও কালসর্পের উপর চরণক্ষেপ করিবা: তুমি যুব সিংহ ও নাগকে মর্দ্দন করিবা।

১৪ "আমাতে তাহার প্রীতি হেতু আমি তাহাকে উদ্ধার করিব: আমি তাহাকে উন্নত করিব, যেহেতুক সে আমার নাম জ্ঞাত আছে।

১৫ সে আমাকে ডাকিবে, আমি তাহাকে উত্তর দিব, কষ্টকালে আমিই তাহার সঙ্গী: আমি তাহাকে উদ্ধার করিয়া মহিমান্বিত করিব।

১৬ আমি তাহাকে দীর্ঘায়ু দিয়া তৃপ্ত করিব: এবং আমার ত্রাণ দর্শন করাইব।"

৯২ গীত।

১ প্রভুর ধন্যবাদ করাই উত্তম: এবং হে পরাৎপর, তোমার নাম কীর্ত্তন করা;

২ প্রাতে তোমার দয়া বর্ণনা করা: এবং প্রতি রজনীতে তোমার বিশ্বস্ততা;

৩ দশতন্ত্রী ও বল্লকীতে: এবং বীণার ভজনস্বরেতে।

৪ কেননা হে প্রভো, তুমি তোমার কার্য্যদ্বারা আমাকে আহ্লাদিত করিয়াছ: আমি তোমার হস্তের ক্রিয়ায় উল্লাস করিব।

৫ হে প্রভো, তোমার ক্রিয়া কেমন মহান: তোমার কল্পনা অতি গভীর।

৬ পশুবৎ লোক অবধান করে না: এবং মূর্খ ইহা বিবেচনা করে না।

৭ দুষ্টগণ শাকের ন্যায় অঙ্কুরিত হইলে এবং অপক্রিয়াকারী সকলে মুকুলিত হইলে: উহা তাহাদের চির বিনাশার্থ হয়।

৮ কিন্তু তুমিই হে প্রভো: নিত্য উচ্চেতে আছ।

৯ কেননা দেখ তোমার শত্রুরা, হে প্রভো, দেখ: তোমার শত্রুরা নষ্ট হইবে: অপক্রিয়াকারী সকলে ছিন্ন ভিন্ন হইবে।

১০ কিন্তু তুমি আমার শৃঙ্গ মহিষের ন্যায় উন্নত করিবা: আমি নব তৈলেতে স্বাভিষেক করিব।

১১ আমার চক্ষু আমার বৈরিগণকে অবলোকন করিবে: এবং আমার বিপক্ষে মন্দকারিরা উঠিতেছে, আমার কর্ণ শ্রবণ করিবে।

১২ ধার্ম্মিক খর্জুর বৃক্ষের ন্যায় বিকসিত হইবে: তিনি লিবানোনস্থ দেবদারুর ন্যায় বর্দ্ধমান হইবেন।

১৩ প্রভুর আলয়ে রোপিত হইয়া: তাহারা আমাদের ঈশ্বরের অঙ্গনে বিকসিত হইবে।

১৪ বার্দ্ধক্যেও তাহারা ফলবান হইবে: তাহারা তেজস্বী এবং প্রতাপী হইবে।

১৫ তাহাতে তাহারা বর্ণন করিবে যে প্রভু যথার্থ: তিনি আমার শৈল, এবং তাঁহাতে কোন অন্যায় নাই।

১৮ দিন। সায়ংকালীন গীত।

৯৩ গীত।

১ প্রভু রাজত্ব করেন, প্রভু মহিমায় পরিচ্ছন্ন হইয়াছেন, তিনি পরিচ্ছন্ন হইয়াছেন : তিনি পরাক্রম পরিধান করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত পৃথিবী স্থির আছে, বিচলিত হইবে না।

২ পূর্ব্বাবধি তোমার সিংহাসন স্থির আছে : তুমিই নিত্যকালাবধি।

৩ হে প্রভো, প্রবাহ উত্তোলন করিল, প্রবাহ আপন রব উত্তোলন করিল : প্রবাহ আপন কল্লোল উত্তোলন করে।

৪ জলসমূহের রবাপেক্ষা, সমুদ্রের মহীয়ান তরঙ্গাপেক্ষা : প্রভু উচ্চেতে মহীয়ান্।

৫ হে প্রভো, তোমার সাক্ষ্য নিতান্ত প্রামাণ্য : পবিত্রতা চিরকাল তোমার আলয়ের উপযুক্ত।

৯৪ গীত।

১ হে প্রতিক্রিয়ার ঈশ্বর, প্রভো : হে প্রতিক্রিয়ার ঈশ্বর, দেদীপ্যমান হও।

২ হে পৃথিবীর বিচারক উত্থিত হও : গর্ব্বিকে প্রতিফল অর্পণ কর।

৩ হে প্রভো, দুষ্টেরা কতকাল : দুষ্টেরা কতকাল উল্লাস করিবে ?

৪ তাহারা উপচিত হয়, তাহারা গর্ব্বোক্তি করে : অপক্রিয়াকারী সকলেই দম্ভ করে।

৫ হে প্রভো, তাহারা তোমার লোককে চূর্ণ করে : এবং তোমার অধিকারকে পীড়ন করে।

৬ তাহারা বিধবা ও বিদেশীকে হত্যা করে : এবং পিতৃহীনকে বধ করে,

৭ ও বলে, “প্রভু দেখিবেন না : এবং য়াকোবের ঈশ্বর আলোচনা করিবেন না।”

৮ হে লোকমধ্যস্থ নির্বোধেরা আলোচনা কর : এবং হে মুর্খগণ, তোমরা কখন্ সুবোধ হইবা ?

৯ কর্ণস্থাপক কি শুনিবেন না : এবং নেত্ররচক কি দেখিবেন না ?

১০ জাতিসমূহের শাসক কি অনুযোগ করিবেন না ? মনুষ্যের জ্ঞানোপদেশক,—

১১ প্রভু মনুষ্যের কল্পনা জানেন : যে তাহা অসার।

১২ ধন্য ঐ মনুষ্য, যাহাকে হে প্রভো, তুমি শাসন কর : এবং তোমার নিয়মে উপদেশ দেও ;

১৩ যেন সে দুষ্টের নিমিত্ত কূপ খনন পর্য্যন্ত : অনিষ্টের দিনহইতে বিশ্রাম পায়।

১৪ কেননা প্রভু আপন লোককে বর্জ্জন করিবেন না : এবং আপন অধিকারকে ত্যাগ করিবেন না।

১৫ কেননা যাথার্থ্য পর্য্যন্ত বিচার ফিরিয়া আসিবে : এবং সরলচিত্ত সকলে তাহার পশ্চাতে।

১৬ মন্দকারিদের প্রতিকূলে আমার পক্ষে কে উঠিবে : অপক্রিয়াকারিদের প্রতিকূলে আমার পক্ষে কে দাঁড়াইবে ?

১৭ প্রভু আমার সহায় না হইলে : আমার প্রাণ শীঘ্রই মৌনাশ্রিত হইত।

১৮ যদি বলি, “আমার চরণ স্খলিত হয় :” হে প্রভো, তোমার করুণা আমাকে ধারণ করে।

১৯ আমার অন্তরস্থ চিন্তার বাহুল্যে : তোমার সান্ত্বনা আমার প্রাণকে আমোদিত করে।

২০ দুষ্টতার সিংহাসন কি তোমার সহিত যোগ দিবে : যাহা ব্যবস্থাদ্বারা দৌরাত্ম্য রচনা করে ?

২১ তাহারা যাথার্থিকের প্রাণ বিরুদ্ধে একত্র হয় : এবং নির্দ্দোষ রক্তকে দণ্ডনীয় করে।

২২ কিন্তু প্রভু আমার পক্ষে এক দুর্গ : এবং আমার ঈশ্বর আমার শরণ শৈল।

২৩ তিনি তাহাদের দুষ্টতা তাহাদেরই উপর প্রত্যাবৃত্ত করিবেন, এবং তাহাদের অপকৃতিতে তাহাদের বিনাশ করিবেন : প্রভু আমাদের ঈশ্বর তাহাদের বিনাশ কবিবেন।

---

১৯ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

৯৫ গীত।

১ **আইস,** আমরা প্রভুর প্রতি উল্লাস করি : আমাদের ত্রাণ শৈলের প্রতি জয়ধ্বনি করি।

২ ধন্যবাদ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে ত্বরায় যাই : সঙ্কীর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি জয়ধ্বনি করি।

৩ কেননা প্রভু মহান্ ঈশ্বর : ও সকল দেবতার উপরে মহান্ রাজা।

৪ যাঁহার হস্তে পৃথিবীর গহ্বর : পর্ব্বতের উচ্ছ্রয়ও তাঁহার।

৫ সমুদ্র তাঁহারই, তিনি তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন : এবং তাঁহার হস্ত স্থলও রচনা করিয়াছে।

৬ আইস, প্রণাম ও প্রণিপাত করি : আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভুর সম্মুখে জানুপাত করি।

৭ কেননা তিনি আমাদের ঈশ্বর, এবং আমরা তাঁহার চরাণির লোক, ও তাঁহার হস্তের মেষ : অদ্যই, যদি তোমরা তাঁহার শব্দ শ্রবণ কর—

৮ "তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন করিও না : অরণ্যমধ্যে, মেরীবাতে যেমন, মস্‌সার দিনেতে যেমন,

৯ যখন তোমাদের পিতৃগণ আমার পরীক্ষা লইল : আমাকে কষিল, আমার কর্ম্মও দেখিল।

১০ চল্লিশ বৎসর আমি এই বংশেতে বিরক্ত হইলাম, এবং কহিলাম : ইহারা মনোভ্রান্ত জাতি, ইহারাই আমার পথে অবধান করে নাই।

১১ তন্নিমিত্ত আমি আপন ক্রোধে শপথ করিলাম : ইহারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করিতে পাইবে না।"

৯৬ গীত।

১ প্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গান কর : হে পৃথিবী সমুদয়, প্রভুর উদ্দেশে গান কর।

২ প্রভুর উদ্দেশে গান কর, তাঁহার নামের ধন্যবাদ কর : দিনে ২ তাঁহার পরিত্রাণ প্রচার কর।

৩ বিজাতিদের মধ্যে তাঁহার মহিমা : সর্ব্ব লোক মধ্যে তাঁহার আশ্চর্য্য, বর্ণনা কর।

৪ কেননা প্রভু মহান্, এবং অতি প্রশংসনীয় : সকল ঈশ্বরগণের উপর তিনি ভয়ার্হ।

৫ কেননা লোকদের সকল ঈশ্বরগণ অবস্তু : কিন্তু প্রভু স্বর্গ রচনা করিয়াছেন।

৬ তাঁহার সমক্ষে মহিমা ও আদর : তাঁহার পবিত্রধামে শক্তি ও শোভা।

৭ হে লোকদের গোষ্ঠী সকল, প্রভুকে অর্পণ কর: প্রভুকে মহিমা এবং শক্তি অর্পণ কর।

৮ প্রভুকে তাঁহার নামের মহিমা অর্পণ কর: নৈবেদ্য লইয়া তাঁহার অঙ্গনে প্রবেশ কর।

৯ পবিত্রতার শোভায় প্রভুকে ভজনা কর: হে পৃথিবী সমুদয়, তাঁহার সম্মুখে সশঙ্ক হও।

১০ বিজাতিদের মধ্যে কহ, "প্রভু রাজত্ব করেন, তন্নিমিত্ত পৃথিবী স্থির আছে, বিচলিত হইবে না: তিনি ন্যায়েতে লোকদের বিচার করিবেন।"

১১ স্বর্গ আনন্দিত হউক, এবং পৃথিবী আহ্লাদ করুক: সমুদ্র ও তৎসাকল্য গর্জ্জন করুক।

১২ ক্ষেত্র ও তদস্থ সমুদয় আনন্দ ধ্বনি করুক: তখন বনবৃক্ষ সমূহ উল্লাস করিবে।

১৩ প্রভুর সাক্ষাতেই, যেহেতু তিনি আসিতেছেন, পৃথিবীর বিচারার্থ আসিতেছেন: তিনি যাথার্থ্যে জগতের এবং আপন লোকদের বিচার করিবেন।

৯৭ গীত।

১ প্রভু রাজত্ব করেন, পৃথিবী আহ্লাদিতা হউক: উপদ্বীপসমূহ আনন্দিত হউক।

২ মেঘ এবং অন্ধকার তাঁহার চতুর্দ্দিকে: যাথার্থ্য এবং বিচার তাঁহার সিংহাসন ভূমি।

৩ অগ্নি তাঁহার সম্মুখে যায়: এবং চতুর্দ্দিকে তাঁহার শত্রুগণকে দগ্ধ করে।

৪ তাঁহার বিদ্যুৎ জগৎ উজ্জ্বল করিল: পৃথিবী দেখিয়া কম্পিতা হইল।

৫ গিরি সমূহ প্রভুর সম্মুখ হইতে, সমুদয় পৃথিবীর প্রভুর সম্মুখ হইতে: মোমের ন্যায় গলিত হইল।

৬ স্বর্গ তাঁহার যাথার্থ্য প্রচার করিল : এবং সকল লোকে তাঁহার মহিমা দেখিল।

৭ প্রতিমা সেবকেরা, অবস্তুতে দম্ভকারিরা সকলেই লজ্জিত হউক :—হে ঈশ্বরসমূহ তাঁহারই আরাধনা কর।

৮ সীয়োন শুনিয়া আনন্দিত হইল, এবং য়িহূদার কন্যারা আহ্লাদিত হইল : তোমার বিচার হেতু, হে প্রভো ;

৯ কেননা হে প্রভো, তুমিই সমুদয় ভূমণ্ডলোপরি উচ্চতম : তুমি সকল ঈশ্বরগণের উপর অতি উচ্চীকৃত।

১০ হে প্রভুর অনুরাগিরা, মন্দেতে দ্বেষ কর, তিনি আপন সাধুগণের প্রাণ রক্ষা করেন : তাহাদিগকে দুষ্টদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন।

১১ যাথার্থিকের নিমিত্ত দীপ্তি বপন হইল : এবং সরল হৃদয়ের নিমিত্ত আনন্দ।

১২ হে যাথার্থিকেরা প্রভুতে আনন্দিত হও : এবং তাঁহার পবিত্রতার স্মরণে ধন্যবাদ কর।

---

১৯ দিন। সায়ংকালীন গীত।

৯৮ গীত।

১ প্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গান কর, কারণ তিনি আশ্চর্য্য করিয়াছেন : তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ও পবিত্র বাহু তাঁহার নিমিত্তে পরিত্রাণ করিয়াছে।

২ প্রভু আপন ত্রাণ প্রচার করিয়াছেন : বিজাতিদের

সাক্ষাতে আপন যাথার্থ্য অনাবৃত করিয়াছেন।

৩ তিনি ইস্রাএল গোষ্ঠীর প্রতি আপন দয়া ও বিশ্বস্ততা স্মরণ করিয়াছেন: .পৃথিবীর সর্ব্ব প্রান্ত আমাদের ঈশ্বরের ত্রাণ দেখিয়াছে।

৪ হে পৃথিবী সমুদয়, প্রভুর উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর: আহ্লাদ ও উল্লাস পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন কর।

৫ বীণাতে প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন কর: বীণাতে ও সঙ্কীর্ত্তনের স্বরে;

৬ তূরী ও শিঙ্গার শব্দে: রাজা প্রভুর সম্মুখে জয়ধ্বনি কর।

৭ সমুদ্র ও তৎসাকল্য গর্জ্জন করুক: ভূমণ্ডল ও তন্নিবাসিগণ।

৮ নদী সকল করতালি দিউক: গিরিসমূহ একত্র উল্লাস করুক,

৯ প্রভুব সাক্ষাতেই, যেহেতু তিনি পৃথিবীর বিচারার্থ আসিতেছেন: তিনি ধর্ম্মেতে ভূমণ্ডলের ও ন্যায়েতে লোক সমূহের বিচার করিবেন।

৯৯ গীত।

১ প্রভু রাজত্ব করেন, লোকসমূহ কম্পিত হউক: তিনি কিরূবীমোপবিষ্ট, পৃথিবী টলটলায়মান হউক।

২ প্রভু সীয়োনে মহান্: তিনিই তাবৎ লোকের উপর উন্নত।

৩ তাহারা তোমার মহৎ ও ভয়ার্হ নামের প্রশংসা করুক:—"তিনিই পবিত্র।"

৪ রাজার শক্তিও বিচারানুরাগী, তুমিই ন্যায় স্থাপন করিয়াছ: তুমিই য়াকোবে বিচার ও যাথার্থ্য সম্পন্ন করিয়াছ।

৫ আমাদের ঈশ্বর প্রভুকে উন্নত কর : এবং তাঁহার পাদপীঠে প্রণত হও, "তিনিই পবিত্র," ।
৬ মোশে এবং আহারোণ তাঁহার যাজকদের মধ্যে, এবং শিমূএল তাঁহার নামকারিদের মধ্যে : তাহারা প্রভুকে ডাকিলে তিনি উত্তর দিতেন।
৭ মেঘস্তম্ভে তিনি তাহাদের প্রতি উক্তি করিলেন : তাহারা তাঁহার সাক্ষ্য এবং তদ্দত্ত ব্যবস্থা পালন করিল।
৮ হে প্রভো আমাদের ঈশ্বর, তুমিই তাহাদিগকে উত্তর দিলা : তুমি তাহাদের পক্ষে ক্ষমাকারী ঈশ্বর ছিলা, অথচ তাহাদের দুষ্ক্রিয়ার প্রতিফল-দায়ী।
৯ "আমাদের ঈশ্বর প্রভুকে উন্নত কর, এবং তাঁহার পবিত্র পর্ব্বতে প্রণত হও : কেননা আমাদের ঈশ্বর প্রভু পবিত্র।"

১০০গীত।

১ হে পৃথিবী সমুদয় : প্রভুর প্রতি জয়ধ্বনি কর।
২ আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রভুর সেবা কর : উল্লাস পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে আইস।
৩ জ্ঞান যে প্রভু তিনিই ঈশ্বর, তিনি আমাদের সৃষ্টি করিলেন, আমরা আপনারা নয় : আমরা তাঁহার লোক ও তাঁহার চরাণির মেষ।
৪ প্রশংসা পূর্ব্বক তাঁহার দ্বারে, স্তুতিবাদ পূর্ব্বক তাঁহার অঙ্গনে, প্রবেশ কর : তাঁহার প্রশংসা কর তাঁহার নামের ধন্যবাদ কর।
৫ কেননা প্রভু ভদ্র, তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী : এবং তাঁহার বিশ্বস্ততা পুরুষ পুরুষান্তর ব্যাপী।

১০১ গীত।

১ আমি দয়া ও বিচার প্রসঙ্গে গান করিব: হে প্রভো, আমি তোমার সঙ্কীর্ত্তন করিব।

২ আমি সরল পথে বিজ্ঞতাচার করিব, কখন্ তুমি আমার নিকট আসিবা:— আমি নিজালয় মধ্যে হৃদয়ের সারল্যে চলিব।

৩ আমি কোন প্রকার পামরতা আপন চক্ষুর সম্মুখে তিষ্ঠিতে দিব না: বক্রতাচারে আমার ঘৃণা, তাহা আমাতে লগ্ন হইবে না।

৪ কুটিল হৃদয় আমাহইতে দূর হইবে: আমি কোন মন্দ জানিব না।

৫ নিজ প্রতিবাসীর গুপ্ত অপরাধকে আমি ধ্বংস করিব: গর্ব্বদৃষ্টি এবং উদ্ধতচিত্ত জনকে আমি সহ্য করিব না।

৬ দেশের বিশ্বস্তগণের উপর আমার চক্ষু, যেন তাহারা আমার সহিত বাস করে: সরলপথগামী যে, সেই আমার পরিচর্য্যা করিবে।

৭ প্রতারণাকারী আমার গৃহ মধ্যে বাস করিবে না: মিথ্যাভাষী আমার সমক্ষে থাকিতে পাইবে না।

৮ প্রাতে ২ আমি দেশের তাবৎ দুষ্টগণকে ধ্বংস করিব। যেন প্রভুর পুরী হইতে অপক্রিয়াকারী সকলের উচ্ছেদ হয়।

২০ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

১০২ গীত।

১ হে প্রভো, আমার প্রার্থনা শুন: এবং আমার চীৎকার তোমার নিকট আইসুক।

২ আমার কষ্টের দিনে তোমার মুখ আমাহইতে লুক্কাইও না: আমার প্রতি কর্ণপাত কর, যে দিনে ডাকি শীঘ্র আমাকে উত্তর দিও।

৩ কেননা আমার দিন ধূমেতে লয় হইতেছে: এবং আমার অস্থি ইন্ধনবৎ দগ্ধ হইতেছে।

৪ আমার হৃদয় তৃণবৎ ম্লান ও শুষ্ক হয়: কেননা আমি আহার করিতে বিস্মৃত হই।

৫ আমার উচ্ছ্বাসের শব্দ প্রযুক্ত: আমার অস্থি আমার মাংসে লগ্ন হইতেছে।

৬ আমি মরুস্থ বক সদৃশ হইয়াছি: আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানের পেচক তুল্য হইয়াছি।

৭ আমি নিদ্রাহীন হইয়াছি: আমি ছাদোপরি বিরল পক্ষী তুল্য হইয়াছি।

৮ আমার শত্রুরা সমস্ত দিন আমাকে তিরস্কার করে: আমার বিরুদ্ধে ক্রোধান্ধ লোক আমার নামে অভিসম্পাত করে।

৯ কেননা আমি রুটীর ন্যায় ভস্ম খাইয়াছি: এবং অশ্রুতে আমার পানীয় মিশ্রিত করিয়াছি,

১০ তোমার কোপ এবং ক্রোধ হেতু: কেননা তুমি আমাকে তুলিয়া নিক্ষেপ করিয়াছ।

১১ আমার দিন পতনশীল ছায়ার ন্যায়: এবং আমি তৃণবৎ শুষ্ক হই।

১২ কিন্তু, তুমিই হে প্রভো, চিরস্থায়ী : এবং তোমার স্মরণ, সকল পুরুষব্যাপী।

১৩ তুমিই উঠিয়া সীয়োনের প্রতি অনুকম্পা করিবা, কেননা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবার সময় হইয়াছে : কেননা নিরূপিত সময় আগত।

১৪ যেহেতু তোমার সেবকেরা তাহার প্রান্তরে অনুরাগ করে : এবং তাহার ধূলার প্রতি প্রসন্ন হয়।

১৫ এবং বিজাতিরা প্রভুর নাম : ও পৃথিবীর তাবৎ নৃপতি তোমার মহিমা ভয় করিবে।

১৬ যেহেতুক প্রভু সীয়োনকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন : নিজ মহিমাতে প্রকাশ হইয়াছেন।

১৭ নিষ্কিঞ্চনের প্রার্থনার প্রতি ফিরিয়াছেন : এবং তাহাদের প্রার্থনায় উপেক্ষা করেন নাই।

১৮ ইহা উত্তর পুরুষার্থে লিখিত হইবে : এবং স্রষ্টব্য লোক প্রভুর প্রশংসা করিবে।

১৯ কেননা তিনি আপন উচ্চ পবিত্র ধাম হইতে অবলোকন করিয়াছেন : স্বর্গহইতে প্রভু পৃথিবীতে দৃষ্টি করিয়াছেন—

২০ বন্দির আর্ত্তনাদ শ্রবণার্থে : মৃত্যুর সন্তানগণের মোচনার্থে ;

২১ সীয়োনে প্রভুর নাম : এবং যেরূশালমে তাঁহার প্রশংসা বর্ণনার্থে,

২২ যাবৎ প্রভুর সেবার নিমিত্ত : লোক এবং রাষ্ট্রসমূহ একত্র সংগ্রহ হয়।

২৩ তিনি পথেতে আমার বল খর্ব্ব করিলেন : তিনি আমার আয়ু কর্ত্তন করিলেন।

২৪ আমি বলিলাম, "হে আমার ঈশ্বর, অর্দ্ধায়ুতে আমাকে প্রয়াণ করাইও না : তোমার বর্ষ, সকল

পুরুষব্যাপী।

২৫ পুরাকালে তুমি পৃথিবী স্থাপন করিয়াছ: এবং স্বর্গ তোমার হস্তের রচনা।

২৬ উহারা নষ্ট হইবে, কিন্তু তুমি স্থির থাকিবা, এবং বস্ত্রের ন্যায় তৎসমুদয় জীর্ণ হইবে: পরিচ্ছদের ন্যায় তুমি তাহাদের পরিবর্ত্তন করিবা ও তাহারা পরিবর্ত্তিত হইবে।

২৭ কিন্তু তুমি সেই: এবং তোমার বর্ষের অবসান হইবে না।

২৮ তোমার সেবকদের সন্তান বসতি করিবে: এবং তাহাদের বংশ তোমার সমক্ষে স্থাপিত হইবে।”

১০৩ গীত।

১ প্রভুর ধন্যবাদ কর, আমার প্রাণ: এবং আমার অন্তরস্থ সকল তাঁহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ কর।

২ প্রভুর ধন্যবাদ কর, আমার প্রাণ: এবং তাঁহার উপকারসমূহ বিস্মৃত হইও না।

৩ তিনি তোমার সকল অপক্রিয়া মার্জ্জনা করেন: তিনি তোমার ব্যাধি সুস্থ করেন।

৪ তিনি ক্ষয় হইতে তোমার জীবন রক্ষা করেন: তিনি দয়া ও করুণায় তোমাকে মুকুটিত করেন।

৫ তিনি উত্তম দ্রব্যে তোমার অভিলাষ পূর্ণ করেন: উৎক্রোশের ন্যায় তোমার যৌবন নূতনীকৃত হয়।

৬ প্রভু যাথার্থ্য করেন: এবং অত্যাচারগ্রস্ত সকলের নিমিত্ত বিচার।

৭ তিনি মোশের নিকট আপন পথ: ইস্রাএল সন্তানের নিকট আপন কার্য্য জানাইলেন।

৮　প্রভু করুণাময় ও কৃপালু : ক্রোধেতে ধীর ও দয়াতে বহুল।

৯　তিনি নিরন্তর প্রতিবাদ করেন না : এবং চির-কাল ক্রোধ রাখেন না।

১০　তিনি আমাদের পাপানুসারে আমাদের প্রতি ব্যবহার করেন নাই : এবং আমাদের অপক্রিয়ানু-সারে প্রতিফলও দেন নাই।

১১　কেননা পৃথিবীর উপর স্বর্গ যেমন উচ্চ : তেমনি তাঁহার ভয়কারিদের উপর তাঁহার দয়া প্রচুর।

১২　পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব যেমন দূর : তিনি আমাদের অপবাধ আমাদের হইতে তদ্রূপ দূরস্থ করিয়াছেন।

১৩　সন্তানদের প্রতি পিতার যেমন অনুকম্পা : তদ্রূপ নিজ ভয়কারিদের প্রতি প্রভু অনুকম্পা করেন।

১৪　কেননা তিনি আমাদের গঠন জানেন : তাঁহার স্মরণে আছে আমরা ধূলা মাত্র।

১৫　অহো ! মর্ত্ত্যের দিন তৃণবৎ : ক্ষেত্র পুষ্পের ন্যায় সে প্রফুল্ল হয়।

১৬　কেননা তাহার উপর বায়ু বহিলে তাহা আর থাকে না : এবং স্বস্থান তাহাকে আর চিনে না।

১৭　কিন্তু প্রভুর দয়া নিত্য নিত্য তাঁহার ভয়কারিদের প্রতি : এবং তাঁহার যাথার্থ্য পুত্র পৌত্রের প্রতি,

১৮　তাঁহার নির্ব্বিন্ধ রক্ষকগণের প্রতি : এবং তাঁহার বিধি পালনার্থে তৎ স্মরণকারিদের প্রতি।

১৯　প্রভু স্বর্গেতে আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন : সকলেরই উপর তাঁহার রাজ্যের শাসন।

২০　প্রভুর ধন্যবাদ কর, হে তাঁহার দূতগণ, হে বলে পরাক্রান্তগণ, যাহারা তাঁহার বাক্য পালনকারি : যাহারা তাঁহার বাক্যের শব্দ শ্রবণে তৎপর।

২১ প্রভুর ধন্যবাদ কর, হে তাঁহার সমস্ত সেনা: তাঁহার ইচ্ছাপালক পরিচারকগণ।

২২ তাঁহার সর্ব্ব রচনা, তাঁহার রাজ্যের সর্ব্ব স্থলে, প্রভুর ধন্যবাদ কর: হে আমার প্রাণ, প্রভুর ধন্যবাদ কর।

---

২০ দিন। সায়ংকালীন গীত।

১০৪ গীত।

১ প্রভুর ধন্যবাদ কর, আমার প্রাণ: হে প্রভো আমার ঈশ্বর, তুমি মহামহীয়মান্, তুমি মহিমা ও আদরে পরিচ্ছন্ন।

২ তুমি বস্ত্রবৎ দীপ্তিতে ভূষিত: তুমি বিতানবৎ আকাশ বিস্তার করিয়াছ।

৩ তিনি আপন চন্দ্রশালা জলাবলম্বিত করেন, তিনি মেঘমালাকে আপন রথ করেন: তিনি বায়ুর পক্ষোপরি ভ্রমণ করেন।

৪ তিনি আপন দূতগণকে বায়ু: আপন পরিচারক-গণকে জ্বলন্ত অগ্নি করেন।

৫ তিনি পৃথিবীকে তন্মূলোপরি স্থাপন করিয়াছেন: যেন কোন কালেই বিচলিত না হয়।

৬ তুমি তাহা গভীর সাগরে বস্ত্রবৎ পরিচ্ছন্না করি-য়াছ: জল পর্ব্বতের উপর দাঁড়াইল।

৭ তোমার তর্জ্জনে তাহা পলাইল: তোমার গর্জ্জন ধ্বনিতে তাহা শশঙ্ক হইল।

৮ তাহা পর্ব্বতে উঠিল, তাহা উপত্যকায় নামিল: সেই স্থান পর্য্যন্ত যাহা তজ্জন্য স্থাপন করিয়াছ।
৯ তুমি সীমা নিরূপণ করিয়াছ, তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না: পৃথিবী আচ্ছন্ন করিতে ফিরিয়া আসিবে না।
১০ তিনি উপত্যকায় নির্ঝর প্রেরণ করেন: তাহা পর্ব্বতের মধ্য দিয়া চলে,
১১ তাহা ক্ষেত্রস্থ প্রত্যেক পশুকে পান করায়: বন্য গর্দ্দভ আপন তৃষ্ণা নিবারণ করে।
১২ তাহার উপরে আকাশের পক্ষী বাস করে: শাখা মধ্য হইতে তাহারা রব ব্যক্ত করে।
১৩ তিনি আপন চন্দ্রশালাহইতে পর্ব্বতগণকে সেচন করেন: পৃথিবী তোমার কার্য্যের ফলে তৃপ্ত হয়।
১৪ তিনি গবাদির নিমিত্ত তৃণ অঙ্কুরিত করেন, এবং শাক মনুষ্যের কৃষিকার্য্যার্থে: যেন পৃথিবী হইতে অন্ন নির্গত করেন।
১৫ এবং মর্ত্ত্যের হৃদয় হর্ষণ দ্রাক্ষারস, যাহাতে মুখ তৈলাপেক্ষা উজ্জ্বল হয়: ও মর্ত্ত্যের হৃদয়ধারক অন্ন।
১৬ প্রভুর বৃক্ষগণ সন্তৃপ্ত হয়: তাঁহার রোপিত লিবানোনের দেবদারু।
১৭ যেখানে পক্ষিরা নীড় করে: সারস—তাহার বাসা ইন্দ্রদারুতে।
১৮ উচ্চ পর্ব্বতগণ শাবরার্থ: শাফনের আশ্রয়ার্থ শিলাগণ।
১৯ তিনি সময় নিরূপণার্থে চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন: সূর্য্য নিজ অস্তস্থল জানে।
২০ তুমি অন্ধকার করিলে রাত্রি হয়: তখন বনের প্রত্যেক পশু চরে।

২১ যুবসিংহগণ মৃগয়ার্থে গর্জ্জন করত : ঈশ্বরের নিকট হইতে আপন আহার চেষ্টা করে।

২২ সূর্য্যোদয় হইলে তাহারা সংগৃহীত হয় : এবং আপন ২ গুহাতে শয়ন করে।

২৩ মনুষ্য আপন কার্য্যার্থে বহির্গত হয় : এবং পরিশ্রমার্থে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।

২৪ হে প্রভো, তোমার কার্য্য কেমন বহুল! তৎসমস্ত তুমি কৌশল পূর্ব্বক করিয়াছ : পৃথিবী তোমার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ।

২৫ এই বিস্তারিত মহাসাগর : তথায় অগণ্য জঙ্গম পদার্থ, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রাণি।

২৬ তথায় জাহাজসমূহ যাতায়াত করে : লিবাথান— যাহা তন্মধ্যে বিহারার্থে তুমি গঠন করিয়াছ।

২৭ সকলেই তোমার প্রতীক্ষায় থাকে : যেন তুমি উপযুক্ত কালে তাহাদের আহার দেও।

২৮ তুমি দিলে তাহারা সঞ্চয় করে : তুমি হস্ত মুক্ত করিলে তাহারা মঙ্গলে সন্তৃপ্ত হয়।

২৯ তুমি মুখ লুকাইলে তাহারা ব্যাকুল হয়, তুমি তাহাদের আত্মা সংগ্রহ করিলে তাহাদের শ্বাস হয় : এবং তাহারা আপন ধূলায় ফিরিয়া যায়।

৩০ তুমি তোমার আত্মা প্রেরণ করিলে তাহারা সৃষ্ট হয় : এবং তুমি ভূমির নূতন আকার প্রকার কর।

৩১ প্রভুর গৌরব নিত্য হউক : প্রভু আপন কার্য্যেতে আনন্দ করুন।

৩২ তিনি প[illegible]ীর উপর দৃষ্টিপাত করিলে তাহা কম্পি[illegible] : পর্ব্বত স্পর্শ করিলে তাহা ধূমবান হয়।

৩৩ আ[illegible] জীবন সত্ত্বে প্রভুর উদ্দেশে গান করিব :

আমার যাবৎকাল আপন ঈশ্বরের সংকীর্ত্তন করিব।

৩৪ আমার ধ্যান তাঁহার তুষ্টিকর হইবে: আমি তো প্রভুতে হৃষ্ট হইব।

৩৫ পাপিগণ পৃথিবীহইতে নিরাকৃত হইবে, এবং দুষ্টেরা আর থাকিবে না: প্রভুর ধন্যবাদ কর, আমার প্রাণ।

---

২১ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

১০৫ গীত।

১ প্রভুর ধন্যবাদ কর, তাঁহার নাম ডাক: তাঁহার ক্রিয়া লোক মধ্যে প্রকাশ কর।

২ তাঁহার উদ্দেশে গান কর, তাঁহার সংকীর্ত্তন কর: তাঁহার সমস্ত আশ্চর্য্য ধ্যান কর।

৩ তাঁহার পবিত্র নামে উল্লাস কর: প্রভুর অন্বেষকদের হৃদয় আনন্দ করুক।

৪ প্রভুর এবং তাঁহার শক্তির অনুসন্ধান কর: নিরন্তর তাঁহার মুখের অন্বেষণ কর।

৫ তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য: তাঁহার লক্ষণ ও তাঁহার মুখের বিচার স্মরণ কর।

৬ ভো! তৎসেবক আব্রাহামের বংশ: ভো! তৎমনোনীত য়াকোবের পুত্রগণ,

৭ তিনিই প্রভু, আমাদের ঈশ্বর: সমুদয় পৃথিবীতে তাঁহার বিচার।

৮ তিনি চিরকালার্থ আপন নির্ব্বন্ধ স্মরণ করিয়াছেন : যে উক্তি তিনি সহস্র পুরুষের নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন,

৯ যাহা তিনি আব্রাহামের সহিত স্থির করিয়াছিলেন : এবং ইস্‌হাকের প্রতি তাঁহার শপথ,

১০ যাহা য়াকোবের প্রতিও বিধিরূপে এবং ইস্রাএলের প্রতি নিত্য নির্ব্বন্ধরূপে স্থাপন করিয়াছেন।

১১ যথা, "আমি তোমাদের অধিকারাংশ : কিনান ভূমি তোমাকে দিব।"

১২ যাবৎ তাহারা অল্প সংখ্যক ছিল : ক্ষুদ্র, এবং প্রবাসী।

১৩ এবং তাহারা দেশ হইতে দেশে : রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে গমনাগমন করিল।

১৪ তিনি কাহাকেও তাহাদের পীড়ন করিতে দিলেন না : এবং তাহাদের জন্য রাজগণকে অনুযোগ করিলেন।

১৫ "আমার অভিষিক্তগণকে স্পর্শ করিও না : এবং আমার প্রবাচকগণের কোন অনিষ্ট করিও না।"

১৬ তিনি দেশের উপরে দুর্ভিক্ষ ডাকিয়া আনিলেন : আহারের সমস্ত যষ্টি ভাঙ্গিলেন।

১৭ তাহাদের অগ্রে এক মনুষ্যকে পাঠাইলেন : য়োসেফ দাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিল।

১৮ তাহার চরণ তাহারা বেড়ীতে ক্লিষ্ট করিল : তাহার প্রাণে লৌহ অনুভূত হইল।

১৯ তাহার বাক্যের সিদ্ধিকাল পর্য্যন্ত : প্রভুর বাণী তাহাকে কষিল।

২০ রাজা লোক পাঠাইয়া তাহাকে নিষ্কৃতি দিলেন : লোকাধিপতি তাহার বিমোচন করিলেন।

২১ তিনি তাহাকে নিজ গৃহের প্রভু: এবং আপন সমস্ত সম্পত্তির অধ্যক্ষ করিলেন।

২২ যেন তাহার রাজপুরুষদিগকে স্বেচ্ছানুসারে বন্ধন করেন: এবং তাহার প্রাচীনদিগকে শিক্ষা দেন।

২৩ তথা ইস্রাএল মিসরে আইল: এবং য়াকোব হামের ভূমিতে প্রবাসী হইল।

২৪ এবং তিনি আপন লোককে বহুপ্রজ করিলেন: ও তাহাদিগকে শত্রু অপেক্ষা বলিষ্ঠ করিলেন।

২৫ তাঁহার লোকের প্রতি দ্বেষার্থে: তাঁহার সেবকগণের প্রতি প্রতারণার্থে উহাদের হৃদয় পরিবর্ত্ত করিলেন।

২৬ তিনি নিজ দাস মোশেকে: আপন মনোনীত আহারোণকে প্রেরণ করিলেন।

২৭ তাহারা উহাদের মধ্যে তাঁহার চিহ্নসমূহ: হামের দেশে লক্ষণ স্থাপন করিল।

২৮ তিনি তিমির প্রেরণ করাতে তিমিরময় হইল: তাহাতে উহারা তাঁহার বাক্যের বিরোধী হইল না।

২৯ তিনি তাহাদের জলকে রক্ত করিলেন: এবং তাহাদের মৎস্য নষ্ট করিলেন।

৩০ তাহাতে ভূরি ২ ভেক উৎপন্ন করিল: তাহাদের মহীপালগণের গৃহমধ্যেও।

৩১ তিনি কহাতে পিশু আইল: এবং তাহাদের সমস্ত অঞ্চলে দংশক।

৩২ তিনি তাহাদের মধ্যে বর্ষারূপে শিলা: তাহাদের ভূমিতে জ্বলন্ত অগ্নি প্রেরণ করিলেন।

৩৩ এবং তিনি তাহাদের দ্রাক্ষালতা ও ডুম্বুর বৃক্ষে আঘাত করিলেন: ও তাহাদের অঞ্চলস্থ তরু ভগ্ন করিলেন।

৩৪ তিনি কহাতে পঙ্গপাল আইল : কীটও অগণনীয়।
৩৫ তাহা উহাদের দেশের সমুদায় শাক গ্রাস করিল : উহাদের ভূমির ফলও গ্রাস করিল।
৩৬ এবং তিনি তদ্দেশে তাবৎ প্রথমজাত মাত্রকে : তাহাদের সমুদয় বলের প্রধানকে আঘাত করিলেন।
৩৭ এবং তিনি তাহাদিগকে রজত কাঞ্চন সহিত নির্গত করাইলেন : তাহাদের গোষ্ঠীদের মধ্যে কেহ অক্ষম ছিল না।
৩৮ তাহাদের প্রস্থানে মিসরের আনন্দ হইল : কেননা তাহাদের ভয় উহাদের উপর পড়িয়াছিল।
৩৯ তিনি অচ্ছাদনার্থে মেঘ : এবং রজনী উজ্জ্বল করণার্থে অগ্নি বিস্তার করিলেন।
৪০ তাহাদের যাচ্ঞাতে তিনি বর্ত্তকপক্ষী আনাইলেন : এবং স্বর্গের অন্নে তাহাদিগকে তৃপ্ত করিলেন।
৪১ তিনি পাষাণ ভেদ করিলেন, তাহাতে জল বাহিত হইল : নদীবৎ মরু দিয়া চলিল।
৪২ কেননা তিনি আপন পবিত্র বাণী : এবং আপন দাস আব্রাহামকে স্মরণ করিলেন।
৪৩ এবং তিনি নিজ লোককে আহ্লাদে : আপন মনোনীতগণকে উল্লাসে নির্গত করাইলেন।
৪৪ এবং তাহাদিগকে বিজাতিদের দেশ দান করিলেন : ও তাহারা লোকদের শ্রমফল অধিকার করিল,
৪৫ যেন তাহারা তাঁহার বিধি পালন : ও তাঁহার নিয়ম রক্ষা করে, হালেলুয়া।

২১ দিন সায়ংকালীন গীত।

১০৬ গীত।

১ হালেলুয়া, প্রভুর ধন্যবাদ কর, কেননা তিনি ভদ্র : কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

২ কে প্রভুর পরাক্রান্ত কার্য্য বর্ণনা করিতে পারে : কে তাঁহার সম্যক্ প্রশংসা শুনাইতে পারে?

৩ ধন্য যাহারা বিচার পালন করে : যে সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণ করে।

৪ হে প্রভো, তোমার লোকের প্রতি তোমার প্রসাদে আমাকে স্মরণ কর : তোমার পরিত্রাণেতে আমাকে অবেক্ষণ কর।

৫ যেন আমি তোমার মনোনীতগণের মঙ্গল দর্শন করি, তোমার প্রজাদের আনন্দে আনন্দিত হই : তোমার অধিকারের সহিত জয়োল্লাস করি।

৬ আমরা পিতৃগণ সহ পাপ করিয়াছি : আমরা কুটিলাচরণ—দুষ্টাচরণ করিয়াছি।

৭ আমাদের পিতৃগণ মিসরে তোমার আশ্চর্য্য অবধান করেন নাই, তাঁহারা তোমার করুণারাশি স্মরণ করেন নাই : কিন্তু সাগর সন্নিধানে, সুফ সাগরে, বিদ্রোহ করিলেন।

৮ তথাপি তিনি আপন পরাক্রম জ্ঞাপনার্থে : আপন নাম প্রযুক্ত, তাহাদিগকে ত্রাণ করিলেন।

৯ তিনি সুফ সাগরকেও তর্জ্জন করিলেন, তাহাতে তাহা শুষ্ক হইল : এবং তিনি তাহাদিগকে প্রান্তরের ন্যায় গভীর মধ্য দিয়া গমন করাইলেন।

১০ এবং তাহাদিগকে দ্বেষকারির হস্ত হইতে ত্রাণ করিলেন : ও শত্রু হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

১১ এবং জল তাহাদের বৈরিগণকে আচ্ছন্ন করিল : তাহাদের এক জনও অবশিষ্ট রহিল না।

১২ তখন তাহারা তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিল : ও তাঁহার প্রশংসার গান করিল।

১৩ তাহারা ত্বরায় তাঁহার কার্য্য বিস্মৃত হইল : তাঁহার পরামর্শের প্রতীক্ষা করিল না।

১৪ কিন্তু অরণ্যে অতীব লালসা করিল : এবং মরুতে ঈশ্বরের পরীক্ষা করিল।

১৫ তাহাতে তিনি তাহাদের যাচ্ঞা দান করিলেন : কিন্তু তাহাদের প্রাণে ক্ষয় প্রেরণ করিলেন।

১৬ তাহারা শিবিরে মোশের : প্রভুর পবিত্র জন আহারোণের প্রতি ঈর্ষ্যা করিল।

১৭ ভূমি মুখ খুলিয়া দাথানকে গ্রাস করিল : এবং অবীরামের দলকে আচ্ছন্ন করিল।

১৮ অগ্নিও তাহাদের দলের মধ্যে প্রজ্বলিত হইল : শিখাতে দুষ্টগণকে দগ্ধ করিল।

১৯ তাহারা হোরেবে এক বৎস গড়িল : ও ঢালা বিগ্রহের আরাধনা করিল।

২০ এবং তৃণখাদক বৃষের মূর্ত্তির নিমিত্ত : আপনাদের গৌরবের বিনিময় করিল।

২১ তাহাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরকে বিস্মরণ করিল : যিনি মিসরে মহৎ কার্য্য করিলেন,

২২ হামের ভূমিতে আশ্চর্য্য কার্য্য : সুফ সমুদ্র সন্নিধানে ভয়ানক কার্য্য।

২৩ এবং তিনি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার কথা কহি-

লেন : কিন্তু যেন তিনি সংহার না করেন, তাঁহার মনোনীত মোশে তাঁহার উষ্মা ফিরাইতে ছেদ মধ্যে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

২৪ অপর তাহারা ঐ রম্য ভূমি তুচ্ছ করিল : তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিল না।

২৫ এবং আপন ২ তাম্বুতে বচসা করিল : প্রভুর রবে অবধান করিল না।

২৬ তাহাতে তিনি তাহাদের উদ্দেশে হস্ত তুলিলেন : যেন তাহাদিগকে মরুতে নিপাত করেন,

২৭ এবং বিজাতিদের মধ্যে তাহাদের বংশ নিপাত করেন : দেশে ২ তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করেন।

২৮ তাহারা বায়াল পিয়োরেরও ভক্ত হইল : এবং প্রেতবলি ভোজন করিল,

২৯ এবং আপনাদের কার্য্য দ্বারা তাঁহাকে বিরক্ত করিল : তাহাদের মধ্যে মহামারী আসিয়া প্রবল হইল।

৩০ এবং ফিনিহস দণ্ডায়মান হইয়া বিচার নিষ্পাদন করিলেন : তাহাতে মহামারী নিবারণ হইল।

৩১ এবং তাহা পুরুষে ২ চিরকাল পর্য্যন্ত : তাঁহার পক্ষে যাথার্থ্য স্বরূপ গণিত হইল।

৩২ তাহারা মেরীবার জল সন্নিধানেও তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করিল : এবং তাহাদের হেতু মোশের মন্দ হইল।

৩৩ কেননা তাহারা তাঁহার আত্মার বিরোধী হইল : তাহাতে তিনি ওষ্ঠে অবিবেচনার উক্তি করিলেন।

৩৪ তাহারা ঐ লোকদিগকে বিনষ্ট করিল না : যাহাদের বিষয়ে প্রভু কহিয়াছিলেন।

৩৫ বরং বিজাতিদের সহিত মিশ্রিত হইয়া : তাহাদের কার্য্য শিক্ষা করিল ;

৩৬ এবং তাহাদের বিগ্রহ সমূহের সেবা করিল : তাহারা তাহাদের ফাঁদ হইল।

৩৭ এবং তাহারা দৈত্যের উদ্দেশে : আপনাদের পুত্র কন্যা বলিদান করিল।

৩৮ বস্তুতঃ তাহারা নির্দ্দোষের রক্ত, আপনাদের পুত্র কন্যার রক্ত প্রবাহিত করিল : যাহাদিগকে কিনানের বিগ্রহদের উদ্দেশে বলিদান করিল ; এবং সে দেশ রক্তপাতে অপবিত্র হইল।

৩৯ এবং তাহারা নিজ কার্য্যেতে অশুদ্ধ হইল : এবং নিজ ক্রিয়াতে ব্যভিচারী হইল।

৪০ তাহাতে আপন লোকের উপর প্রভুর ক্রোধ জ্বলন্ত হইল : ও তিনি নিজ অধিকারকে ঘৃণা করিলেন।

৪১ এবং তিনি তাহাদিগকে বিজাতিদের হস্তে সমর্পণ করিলেন : ও তাহাদের দ্বেষকারিরা তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিল।

৪২ এবং তাহাদের শত্রুরা তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিল : ও তাহারা উহাদের হস্তবশে নত হইল।

৪৩ অনেকবার তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন : তাহারা কিন্তু নিজ মন্ত্রণায় বিদ্রোহ করিল, ও নিজ অপক্রিয়াতে ক্ষয় পাইল।

৪৪ এবং তিনি তাহাদের চীৎকার শুনিলেন : তাহাদের দুঃখে দৃষ্টি করিলেন।

৪৫ এবং তিনি তাহাদের নিমিত্ত আপন নির্ব্বন্ধ স্মরণ করিলেন : ও আপন করুণার বাহুল্যানুসারে অনুকম্পিত হইলেন।

৪৬ এবং তাহাদের বন্দিকারকদের দৃষ্টিতে : তাহাদিগকে দয়াপাত্র করিলেন।

৪৭ হে প্রভো আমাদের ঈশ্বর, আমাদিগকে ত্রাণ কর, এবং আমাদিগকে বিজাতিদের মধ্যহইতে সংগ্রহ কর : যেন তোমার পবিত্র নাম ধন্যবাদ ও তোমার প্রশংসায় শ্লাঘা করি ।

৪৮ ইস্রাএলের ঈশ্বর প্রভুর ধন্যবাদ নিত্যাবধি নিত্য পর্য্যন্ত : এবং সকল লোকেই কহিবে, আমেন্, হালেলুয়া ।

---

২২ দিন । প্রাতঃকালীন গীত ।

১০৭ গীত ।

১ তোমরা প্রভুর ধন্যবাদ কর, কেননা তিনি ভদ্র : কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী ।

২ প্রভুর নিস্তারিতগণ এমত কহুক : যাহাদিগকে তিনি শত্রুহস্ত হইতে নিস্তার করিয়াছেন,

৩ এবং নানা দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন : পূর্ব্ব এবং পশ্চিম, উত্তর এবং সাগরহইতে ।

৪ তাহারা অরণ্যের মধ্যে, মরুর মধ্যে, পথভ্রান্ত হইল : কোন নিবাসপুরী পাইল না ।

৫ ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাহাদের প্রাণ : অন্তরে অভিভূত হইল ।

৬ তখন তাহারা আপনাদের ক্লেশে প্রভুর উদ্দেশে চীৎকার করিল : তিনি তাহাদিগকে তাহাদের সকল কষ্ট হইতে উদ্ধার করিলেন ।

৭ এবং সরল পথে যাত্রা করাইলেন : যেন তাহারা নিবাসপুরী যায়।

৮ অহো। লোকে প্রভুর করুণাহেতুক ধন্যবাদ করুক : এবং মনুষ্যসন্তানের প্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য হেতুক।

৯ কেননা তিনি আকাঙ্ক্ষমাণ প্রাণকে তৃপ্ত করিলেন : এবং ক্ষুধার্ত্ত প্রাণকে কুশলে পূর্ণ করিলেন।

১০ ওখানে তাহারা অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়ায় উপবিষ্ট : শোকেতে ও লৌহেতে বদ্ধ।

১১ যেহেতুক তাহারা প্রভুর কথার বিরোধী হইল : এবং পরাৎপরের মন্ত্রণার অবহেলা করিল।

১২ তাহাতে তিনি তাহাদের হৃদয় দুঃখে নত করিলেন : তাহারা উছোট খাইল, এবং কোন সহায় ছিল না।

১৩ তখন তাহারা আপনাদের ক্লেশে প্রভুর উদ্দেশে চীৎকার করিল : তিনি তাহাদিগকে তাহাদের সকল কষ্ট হইতে ত্রাণ করিলেন।

১৪ তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়া হইতে নির্গত করাইলেন : এবং তাহাদের বন্ধন ছেদন করিলেন।

১৫ অহো! লোকে প্রভুর করুণাহেতুক ধন্যবাদ করুক : এবং মনুষ্যসন্তানের প্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য হেতুক।

১৬ কেননা তিনি পিত্তলের দ্বার ভগ্ন করিয়াছেন : এবং লৌহের অর্গল ছিন্ন করিয়াছেন,

১৭ মূর্খেরা আপনাদের দুষ্টাচার হেতু : এবং অপক্রিয়া প্রযুক্ত ক্লেশে পড়িল।

১৮ তাহাদের প্রাণ আহারমাত্র ঘৃণা করিল : এবং

তাহারা মৃত্যুদ্বারের সন্নিকট হইল।

১৯ তখন তাহারা আপনাদের ক্লেশে প্রভুর উদ্দেশে চীৎকার করিল: তিনি তাহাদিগকে তাহাদের সকল কষ্ট হইতে রক্ষা করিলেন।

২০ তিনি আপন বাক্য প্রেরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন: এবং তাহাদিগকে বিনাশহইতে উদ্ধার করিলেন।

২১ অহো! লোকে প্রভুর করুণাহেতুক ধন্যবাদ করুক: এবং মনুষ্যসন্তানের প্রতি তাঁহার বৈচিত্র্য হেতুক।

২২ তাহারা ধন্যবাদের যজ্ঞ উৎসর্গ করুক: এবং আনন্দে তাঁহার কার্য্য বর্ণনা করুক।

২৩ যাহারা জাহাজযোগে সমুদ্রে যায়: জলরাশির উপর যাহারা কার্য্য নির্ব্বাহ করে,

২৪ তাহারাই প্রভুর কার্য্য: এবং গভীর মধ্যে তাঁহার আশ্চর্য্য দেখিয়াছে।

২৫ তিনি কহিলেন, প্রচণ্ড বায়ু উঠাইলেন: এবং উহা তাহার তরঙ্গ উন্নত করিল।

২৬ তাহারা আকাশে উঠিল, তাহারা গভীরে নামিল: তাহাদের প্রাণ দুঃখে গলিত হইল।

২৭ তাহারা মাতালের ন্যায় অস্থির এবং চঞ্চল হইল: এবং তাহাদের বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পাইল।

২৮ তখন তাহারা আপনাদের ক্লেশে প্রভুর উদ্দেশে চীৎকার করিল: এবং তিনি তাহাদিগকে তাহাদের সকল কষ্ট হইতে নির্গত করাইলেন।

২৯ তিনি বাত্যা নিঝুম করিয়া রাখিলেন: এবং তাহাদের তরঙ্গ স্থির হইল।

৩০ তখন শান্তি হওয়াতে তাহারা আনন্দ করিল:

এবং তিনি তাহাদিগকে অভীষ্ট বন্দরে লইয়া গেলেন।

৩১ অহো! লোকে প্রভুর করুণাহেতুক ধন্যবাদ করুক: এবং মনুষ্যসন্তানের প্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য হেতুক।

৩২ তাহারা লোক সমাজে তাঁহাকে উন্নত করুক: এবং প্রবীণদের সভায় তাঁহার প্রশংসা করুক।

৩৩ তিনি নদীকে মরু করেন: জলের নির্ঝরকে শুষ্ক ভূমি।

৩৪ উর্ব্বরা ভূমিকে তন্নিবাসিগণের দুষ্টতা হেতু: তিনি উষর করেন,

৩৫ তিনি মরুকে জলাশয়: এবং শুষ্ক ভূমিকে জলের নির্ঝর করেন।

৩৬ এবং সেখানে তিনি ক্ষুধিতদিগকে বাস করাইলেন: তাহাতে তাহারা নিবাসপুরী প্রস্তুত করিল।

৩৭ এবং ক্ষেত্রেতে বীজ বপন ও দ্রাক্ষাভূমি স্থাপন করিল: ও সমৃদ্ধিশালি ফল উৎপন্ন করিল।

৩৮ তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, ও তাহারা প্রচুর বৃদ্ধি পাইল: এবং তিনি তাহাদের গবাদির হ্রাস হইতে দিলেন না।

৩৯ অথবা, তাহারা উপদ্রব, দুঃখ ও শোক প্রযুক্ত: হ্রাস ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

৪০ তিনি অধ্যক্ষগণের উপর অবজ্ঞা বর্ষাইয়া: অপথ অরণ্যে তাহাদিগকে পরিভ্রান্ত করাইলেন;

৪১ কিন্তু দরিদ্রকে দুঃখ হইতে উঠাইয়া রাখিলেন: এবং পালের ন্যায় বহুবংশ করিলেন।

৪২ সরল লোক দেখিয়া আনন্দিত হয়: এবং অপ

ক্রিয়া মাত্রে আপন মুখ বন্ধ করে।

৪৩ জ্ঞানী কে? সে এই সকল আলোচনা করিবে: তাহারাই প্রভুর করুণা ধ্যান করিবে।

---

২২ দিন। সায়ংকালীন গীত।

১০৮ গীত।

১ হে ঈশ্বর, আমার হৃদয় স্থির আছে: আমি আপন মহিমাতেও গান ও সঙ্কীর্ত্তন করিব।

২ জাগ্রত হও, বল্লকী ও বীণা: আমিও প্রভাতে জাগ্রত হইব।

৩ হে প্রভো, আমি লোকসমূহের মধ্যে তোমার ধন্যবাদ করিব: এবং আমি জাতি সমূহের মধ্যে তোমার সঙ্কীর্ত্তন করিব।

৪ কেননা তোমার অনুগ্রহ স্বর্গোপরি মহৎ: এবং তোমার সত্য মেঘ পর্য্যন্ত।

৫ হে ঈশ্বর, তুমি স্বর্গোপরি উন্নত হও: এবং তোমার মহিমা অখিল ধরাতলোপরি।

৬ তোমার প্রিয়বর্গ যেন উদ্ধার পায়, এতদর্থে তোমার দক্ষিণ বাহুদ্বারা রক্ষা কর: এবং আমাকে উত্তর দেও।

৭ ঈশ্বর আপন পবিত্রতায় উক্তি করিলেন, আমি উল্লাস করিব, আমি সিকেম বিভাগ করিব: ও সুক্কোথ উপত্যকা মাপ করিয়া দিব;

৮ আমার গিলিয়াদ্, আমার মনাশ্শা: এফ্রেম

আমার শিরস্ত্রাণ, য়িহূদা আমার নিয়মরচক।

৯ মোয়াব আমার প্রক্ষালন পাত্র, এদোমের উপর আমি পাদুকা নিক্ষেপ করিব: পেলেস্তিয়ার উপর আমি জয়োল্লাস ধ্বনি করিব।

১০ কে আমাকে দৃঢ় নগরে লইয়া যাইবে: এদোম পর্য্যন্ত আমার নেতা কে?

১১ হে ঈশ্বর, তুমি কি নহ, তুমি যে আমাদিগকে ত্যাজ্য করিয়াছিলা: এবং হে ঈশ্বর, আমাদের সৈন্য সঙ্গে যাও নাই।

১২ ক্লেশে আমাদের সাহায্য বিধান কর: কেননা মনুষ্যকৃত ত্রাণ বৃথা।

১৩ ঈশ্বর দ্বারা আমরা বিক্রম করিব: তিনিই আমাদের শত্রুগণকে দলিত করিবেন।

১০৯ গীত।

১ হে আমার প্রশংসার ঈশ্বর: মৌনাবলম্বন করিও না;

২ কেননা তাহারা দুষ্টের মুখ, প্রতারণার মুখ, আমার প্রতিকূলে খুলিয়াছে: তাহারা অসত্য জিহ্বায় আমার প্রতি উক্তি করিয়াছে,

৩ এবং হিংসাবাদে আমাকে বেষ্টন করিয়াছে: ও অকারণে আমার সহিত যুদ্ধ করিয়াছে।

৪ আমার সৌহার্দ্দের পরিবর্ত্তে তাহারা আমার তাড়না করে: কিন্তু আমি প্রার্থনায় নিরত।

৫ পরন্তু তাহারা আমার বিপক্ষে উপকারের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট: ও সৌহার্দ্দের পরিবর্ত্তে হিংসা করিল।

৬ তাহার উপর দুষ্টকে অধ্যক্ষ কর: ও তাহার দক্ষিণে তাড়নাকারী দাঁড়াউক।
৭ বিচারে সে দূষিত হইয়া যাউক: এবং তাহার প্রার্থনা পাপ গণিত হউক।
৮ তাহার আয়ু অল্প হউক: তাহার অধ্যক্ষতা অন্যে গ্রহণ করুক।
৯ তাহার সন্তানেরা পিতৃহীন: এবং তাহার ভার্য্যা বিধবা হউক।
১০ তাহার সন্তানেরা পরিভ্রমণ করত ভিক্ষা করুক: এবং আপনাদের উচ্ছিন্ন স্থল হইতে গিয়া খাদ্যান্বেষণ করুক।
১১ উত্তমর্ণ তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করুক: এবং পরেরা তাহার পরিশ্রম লুণ্ঠন করুক।
১২ তাহার পক্ষে করুণা বিস্তারক: অথবা তাহার অনাথ সন্তানের অনুগ্রাহক কেহই না থাকুক।
১৩ তাহার অবশিষ্ট উচ্ছিন্ন হউক: উত্তর পুরুষে তাহাদের নাম লুপ্ত হউক।
১৪ প্রভুর নিকটে তাহার পিতৃগণের অপরাধ স্মরণে থাকুক: এবং তাহার মাতার পাপ লুপ্ত না হউক।
১৫ তাহা সর্ব্বদা প্রভু সমক্ষে থাকুক: এবং তিনি পৃথিবী হইতে উহাদের স্মরণ লোপ করুন।
১৬ যেহেতু সে করুণা করিতে স্মরণ করে নাই: কিন্তু দরিদ্র ও দীন এবং ভগ্নচিত্ত জনেরও মরণান্তিক তাড়না করিয়াছে।
১৭ সে অভিশাপে অনুরাগী ছিল,- তাহাই তাহার উপর আইল: এবং সে আশীর্ব্বাদে প্রীত ছিল না, তাহাই উহা হইতে দূরস্থ হইল।
১৮ আর সে আপন বস্ত্রের ন্যায় অভিশাপ পরিধান

করিল: তাহাই উহার অন্তরে জলের ন্যায়, উহার অস্থিতে তৈলের ন্যায় প্রবিষ্ট হইল।

১৯ তাহাই উহার পরিধেয় বস্ত্রবৎ: এবং সতত বদ্ধ কটিবন্ধনীবৎ হউক।

২০ প্রভু হইতে ইহাই আমার তাড়নাকারিদের: এবং আমার প্রাণের বিরুদ্ধে মন্দবাদিদের বেতন।

২১ তুমি কিন্তু হে প্রভো ঈশ্বর, তোমার নামার্থে আমার সহিত ব্যবহার কর: কেননা তোমার করুণাই উত্তম, অহো! আমাকে উদ্ধার কর।

২২ কেননা আমি দরিদ্র ও দীন: এবং আমার হৃদয় অন্তরে আহত হইয়াছে।

২৩ পতনশীল ছায়ার ন্যায় আমি প্রস্থান করিতেছি: আমি পঙ্গপালের ন্যায় নিরাকৃত হইতেছি।

২৪ অনশনে আমার জানু ক্ষীণ হইতেছে: এবং তৈলাভাবে আমার মাংস শুষ্ক হইয়াছে।

২৫ আমিই তাহাদের তিরস্কারাস্পদ হইয়াছি: তাহারা আমাকে দেখিয়া মাথা নাড়ে।

২৬ হে প্রভো আমার ঈশ্বর, আমার সাহায্য কর তোমার করুণানুসারে আমার ত্রাণ কর।

২৭ তাহাতে তাহারা টের পাইবে যে ইহা তোমারই হস্ত:—তুমিই হে প্রভো ইহা করিয়াছ।

২৮ তাহারা অভিশাপ করুক, তুমি আশীর্ব্বাদ করিবা: তাহারা দাঁড়াইলেও লজ্জিত হইল, কিন্তু তোমার দাস সন্তুষ্ট হইবে।

২৯ আমার তাড়নাকারিরা অপমানে পরিচ্ছন্ন হউক: এবং উত্তরীয়ের ন্যায় আপনাদের লজ্জাতে আবৃত হউক।

৩০ আমি আপন মুখে প্রভুর বহুল ধন্যবাদ করিব:

এবং লোক জনতার মধ্যে তাঁহার গুণানুবাদ করিব।

৩১ কেননা তিনি দীনহীনের দক্ষিণে দাঁড়াইবেন: যেন তাহার প্রাণের দূষকগণ হইতে তাহাকে রক্ষা করেন।

---

২৩ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

১১০ গীত।

১ প্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, "তুমি আমার দক্ষিণে বইস: যে পর্য্যন্ত আমি তোমার বৈরী-গণকে তোমার পাদপীঠ না করি।"

২ প্রভু সীয়োন হইতে তোমার পরাক্রমের দণ্ড প্রেরণ করিবেন: তোমার বৈরীগণ মধ্যে প্রভুত্ব কর।

৩ তোমার প্রভাবের দিনে তোমার লোকই পবিত্রতার ভূষণে স্বেচ্ছাবলি: প্রভাতের গর্ভ হইতে তোমার যৌবনের তুষার।

৪ প্রভু শপথ করিলেন,—তাহার ভাবান্তর হইবে না:—"মেল্কিসেদকের ন্যায় তুমি নিত্য যাজক।"

৫ প্রভু তোমার দক্ষিণে: আপন ক্রোধের দিনে ভূপতিগণকে চূর্ণ করিলেন।

৬ তিনি বিজাতিগণের মধ্যে বিচার করিবেন, দেশ শবেতে পূর্ণ করেন: তিনি প্রশস্ত ভূমিতে মস্তক চূর্ণ করেন।

৭ তিনি পথি মধ্যে স্রোতজল পান করিবেন: তাহাতে তিনি ঊর্দ্ধশিরা হইবেন।

১১১ গীত।

১ হালেলুয়া, আমি সর্ব্ব হৃদয়ে: সরল সংসদে এবং সমাজে প্রভুর ধন্যবাদ করিব।

২ প্রভুর কার্য্য মহৎ: তদনুরাগী সকলের অন্বেষণীয়।

৩ তাঁহার কার্য্য শোভনীয় ও মহিমান্বিত: এবং তাঁহার যাথার্থ্য চিরকাল স্থায়ী।

৪ তিনি আপন আশ্চর্য্যের স্মরণী স্থাপন করিয়াছেন: প্রভু কৃপালু ও করুণাময়।

৫ তিনি আপন ভয়কারিদিগকে আহার দিয়াছেন: তিনি আপন নির্ব্বন্ধ চির স্মরণ করিবেন।

৬ তিনি আপন লোককে আপনার কার্য্যের শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন: যেন তাহাদিগকে বিজাতিদের অধিকার দেন।

৭ তাঁহার হস্তের কার্য্য সত্য ও বিচার: তাঁহার সমুদায় বিধি অটল।

৮ তাহা চিরকালার্থেই স্থিরীকৃত: সত্য ও ন্যায়েতে রচিত।

৯ তিনি আপন লোককে নিষ্কৃতি প্রেরণ করিলেন, তিনি চিরকালার্থে আপন নির্ব্বন্ধ বিধান করিয়াছেন: তাঁহার নাম পবিত্র ও ভয়ার্হ।

১০ প্রভুর ভয় জ্ঞানের আদি, তৎপালক সকলেরই সুবুদ্ধি: তাঁহার প্রশংসা চিরকালস্থায়ী।

১১২ গীত।

১ হালেলুয়া, ঐ মনুষ্য যে প্রভুকে ভয় করে: যে তাঁহার আজ্ঞাতে অতি সন্তুষ্ট হয়,

২ তাহার সন্ততি পৃথিবীতে পরাক্রমী হইবে : সরল-দিগের বংশ আশীঃপ্রাপ্ত হইবে।
৩ তাহার গৃহে ধন সম্পত্তি থাকিবে : এবং তাহার যাথার্থ্য চিরকাল স্থায়ী।
৪ সরলদিগের পক্ষে তিমির মধ্যে জ্যোতির উদয় হয় : সে কৃপালু ও করুণাময় এবং যাথার্থিক।
৫ দয়াকারী ও ঋণদায়ী লোকের মঙ্গল : সে ন্যায় পূর্ব্বক আপন বিষয় নির্ব্বাহ করে।
৬ কারণ সে কখন বিচলিত হইবে না : যাথার্থিক চির-স্মরণে থাকিবে।
৭ সে কুসংবাদে শঙ্কিত হইবে না : তাহার হৃদয় দৃঢ়, প্রভুতে অবলম্বিত।
৮ তাহার হৃদয় স্থিরীকৃত, সে ভয় করিবে না : যে পর্য্যন্ত সে আপন শত্রুদের উপর দৃষ্টি না করে।
৯ সে বিতরণ করে, দরিদ্রদিগকে দান করে, তাহার যাথার্থ্য চিরকাল স্থায়ী : তাহার শৃঙ্গ মহিমা সহ উন্নত হইবে।
১০ দুষ্ট তাহা দেখিয়া বিষণ্ণ হইবে, সে দন্ত পেষণ পূর্ব্বক গলিয়া যাইবে : দুষ্টদের অভিলাষ নষ্ট হইবে।

১১৩ গীত।

১ হালেলুয়া, হে প্রভুর দাসগণ, প্রশংসা কর : প্রভুর নাম প্রশংসা কর।
২ প্রভুর নামের ধন্যবাদ হউক : এখন অবধি অনন্ত-কাল পর্য্যন্ত।
৩ সূর্য্যের উদয় অবধি অস্ত পর্য্যন্ত : প্রভুর নাম

প্রশংসনীয়।

৪ প্রভু সর্ব্বজাতির উপরে উন্নত : স্বর্গোপরি তাঁহার মহিমা।

৫ আমাদের ঈশ্বর প্রভুর সদৃশ কে : যিনি এমত উচ্চবাসী,

৬ যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর উপর নিরীক্ষণার্থ : আপনাকে নত করেন।

৭ তিনি ক্ষীণকে ধূলী হইতে উত্থিত করেন : গোময় স্তূপ হইতে দীনকে উন্নত করেন ;

৮ তাহাকে অধিপতিগণের : নিজ লোকাধিপতিগণের সহাসান করণার্থ।

৯ তিনি বন্ধ্যাকে গৃহে সন্তানবতী আনন্দময়ী জননী করিয়া বাস করান : প্রভুর প্রশংসা কর।

---

২৩ দিন। সায়ংকালীন গীত।

১১৪ গীত।

১ মিসর হইতে ইস্রাএল : বিজাতীয়ভাষী লোক হইতে, য়াকোব গোষ্ঠীর প্রস্থানে,

২ য়িহুদা তাঁহার পবিত্রধাম : ইস্রাএল তাঁহার রাজ্য হইল।

৩ সমুদ্র দেখিয়া পলাইল : যর্দ্দন পরাঙ্মুখ হইল।

৪ পর্ব্বতগণ মেষবৎ : গিরিগণ মেষশাবকবৎ লম্ফন করিল।

৫ হে সমুদ্র, তোমার কি হইয়াছে যে পলাইতেছ : হে যর্দ্দন, তুমি পরাঙ্মুখ কেন ?

৬ ওহে পর্ব্বতগণ, তোমরা কেন মেষবৎ : ওহে গিরি-সমূহ, কেন মেষশাবকবৎ, লম্ফন কর ?

৭ হে পৃথিবী, প্রভুর সমক্ষে : য়াকোবের ঈশ্বরের সমক্ষে কম্পিতা হও।

৮ যিনি শিলাকে জলাশয় : চকমকিকে জলের উৎস করেন।

১১৫ গীত।

১ আমাদিগকে নহে, হে প্রভো, আমাদিগকে নহে : কিন্তু আপনার নামকে মহিমা দেও, তোমার দয়ার নিমিত্ত, তোমার সত্যের নিমিত্ত।

২ বিজাতীয়েরা কেন বলিবে : "এখন তাহাদের ঈশ্বর কোথায় ?"

৩ অথচ আমাদের ঈশ্বর স্বর্গেতে : তিনি যাহা ইচ্ছা সকলই করিয়াছেন।

৪ তাহাদের বিগ্রহ রজতকাঞ্চন . মনুষ্যের হস্ত রচণা-মাত্র।

৫ তাহাদের মুখ আছে, কিন্তু বাক্য নাই চক্ষু আছে, কিন্তু দেখিতে পায় না।

৬ কর্ণ আছে, কিন্তু শুনিতে পায় না : নাসিকা আছে, কিন্তু ঘ্রাণ নাই।

৭ হস্ত আছে, কিন্তু স্পর্শ নাই, চরণ আছে, কিন্তু চলিতে পারে না : তাহারা কণ্ঠেতে কোন শব্দ করিতে পারে না।

৮ তাহারা যেমন, তাহাদের রচকেরাও তদ্রূপ হইবে : এবং যে কেহ তাহাদের শরণাগত।

৯ হে ইস্রাএল, প্রভুর শরণাগত হও : তিনিই তাহাদের সহায় ও ঢাল।

১০ হে আহারোণ গোষ্ঠী, প্রভুর শরণাগত হও: তিনিই তাহাদের সহায় ও ঢাল।

১১ হে প্রভুর ভয়কারিরা, প্রভুর শরণাগত হও: তিনিই তাহাদের সহায় ও ঢাল।

১২ প্রভু আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন, তিনি আশীর্ব্বাদ করিবেন, ইস্রাএল গোষ্ঠীকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, আহারোণ গোষ্ঠীকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

১৩ তিনি প্রভুর ভয়কারিগণকে আশীর্ব্বাদ করিবেন: ক্ষুদ্র মহান সকলকেই।

১৪ প্রভু তোমাদের বৃদ্ধি করুন: তোমাদের ও তোমাদের সন্তানগণের।

১৫ তোমরা প্রভুর আশীঃপ্রাপ্ত: যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর রচনাকারী।

১৬ স্বর্গই প্রভুর: কিন্তু পৃথিবী তিনি মনুষ্যসন্তানদিগকে দান করিয়াছেন।

১৭ মৃতেরা প্রভুর প্রশংসা করে না।

১৮ কিন্তু আমরাই প্রভুর ধন্যবাদ করিব: এখন অবধি চিরকাল পর্য্যন্ত, হালেলুয়া।

---

২৪ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

১১৬ গীত।

১ আমি প্রীত হইয়াছি: কেননা প্রভু আমার শব্দ, আমার নিবেদন, শুনেন।

২ যেহেতুক তিনি আমার প্রতি কর্ণপাত করিয়াছেন: এবং আমি যাবজ্জীবন তাঁহাকে ডাকিব।

৩　মৃত্যুর পাশ আমাকে বেষ্টন করিল, এবং অধোলোক আমাকে ধরিল : আমি কষ্ট ও কাতরতা প্রাপ্ত হইলাম।

৪　তখন আমি প্রভুর নাম ডাকিলাম : "হায়, প্রভো, আমার প্রাণ উদ্ধার কর।"

৫　প্রভু কৃপালু ও যাথার্থিক : অহো! আমাদের ঈশ্বর করুণাময়।

৬　প্রভু নিবীহ লোককে রক্ষা করেন : আমি ক্ষীণ হইলে তিনি আমার ত্রাণ করিলেন।

৭　হে আমার প্রাণ, তোমার বিশ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হও : কেননা প্রভু তোমার প্রতি বদান্যতা করিয়াছেন।

৮　কেননা তুমি মৃত্যু হইতে আমার প্রাণ : অশ্রু হইতে আমার চক্ষু, স্খলন হইতে আমার চরণ রক্ষা করিয়াছ।

৯　আমি জীবনভূমিতে : প্রভুর সমক্ষে চলিব।

১০　আমি বিশ্বাস্যমান হইলাম, সুতরাং উক্তিও করিলাম : আমি অত্যন্ত শোকান্বিত ছিলাম।

১১　আমার শঙ্কায় আমি কহিলাম, "সকল মনুষ্য মিথ্যাবাদী।"

১২　আমার প্রতি প্রভুর বদান্যতা সমূহের নিমিত্ত : তাঁহাকে কি পরিশোধ করিব ?

১৩　আমি পরিত্রাণের পাত্র গ্রহণ করিব : এবং প্রভুর নাম ডাকিব।

১৪　আমি তাঁহার সকল লোকের সমক্ষেই : প্রভুর প্রতি আমার মানত পূর্ণ করিব।

১৫　প্রভুর দৃষ্টিতে : তাঁহার সাধুবর্গের মৃত্যু বহুমূল্য।

১৬　"তথাস্তু হে প্রভো," কেননা আমিই তোমার দাস : আমি তোমার দাস, তোমার দাসীর পুত্র, তুমি আমার বন্ধন মোচন করিয়াছ।

১৭ তোমার উদ্দেশে ধন্যবাদের বলি উৎসর্গ করিব : এবং প্রভুর নাম ডাকিব।

১৮ আমি তাঁহার সকল লোকের সমক্ষেই প্রভুর প্রতি : আমার মানত পূর্ণ করিব।

১৯ প্রভুর মন্দিরের প্রাঙ্গণে, তোমারই মধ্যে : হে যেরূশালেম, হালেলুয়া।”

১১৭ গীত।

১ হে সর্ব্ব জাতি, প্রভুর প্রশংসা কর : হে সমূহ লোক, তাঁহার গুণানুবাদ কর।

২ কেননা তাঁহার করুণা আমাদের প্রতি প্রবল : এবং প্রভুর সত্য নিত্যস্থায়ি ; হালেলুয়া।

১১৮ গীত।

১ প্রভুর ধন্যবাদ কর, কেননা তিনি ভদ্র : কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

২ অহো ! ইস্রাএল কহুক . “কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।”

৩ অহো ! আহারোণের গোষ্ঠী কহুক : “কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।”

৪ অহো ! প্রভুর ভয়কারিরা কহুক : “কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।”

৫ কষ্টের মধ্যে আমি প্রভুকে ডাকিলাম : প্রভু শুনিয়া আমাকে প্রশস্ত স্থলে আনিলেন।

৬ প্রভু আমারই, আমি ভয় করিব না : মনুষ্য আমার কি করিতে পারে ?

৭ প্রভু আমারই আমার সহায়গণের মধ্যে আছেন : আমিই আমার দ্বেষকারীদের উপর দৃষ্টি করিব।

৮ মনুষ্যে ভরসা করণাপেক্ষা : প্রভুর শরণ লওয়া শ্রেয়ঃ।

৯ অধিপতিবর্গে ভরসা করণাপেক্ষা : প্রভুর শরণ লওয়া শ্রেয়ঃ।

১০ সর্ব্ব জাতি আমাকে ঘেরিল : প্রভুর নামে আমি নিশ্চয় তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব।

১১ তাহারা আমাকে ঘেরিল, নিতান্ত আমাকে ঘেরিল : প্রভুর নামে আমি তাহাদিগকে নিশ্চয় উচ্ছিন্ন করিব।

১২ তাহারা আমাকে মৌমাছির ন্যায় ঘেরিল, কণ্টকাগ্নির ন্যায় তাহাদের নির্ব্বাণ হইল প্রভুর নামে আমি তাহাদিগকে নিশ্চয় উচ্ছিন্ন করিব।

১৩ আমার পতনার্থ তুমি আমাকে বড় ধাক্কা দিয়াছ কিন্তু প্রভু আমার সাহায্য করিলেন।

১৪ প্রভু আমার পরাক্রম ও সঙ্কীর্ত্তন : এবং তিনি আমার পরিত্রাণ হইলেন।

১৫ যাথার্থিকদের তাম্বুতে আনন্দ ও পরিত্রাণের ধ্বনি : প্রভুর দক্ষিণ হস্ত বিক্রমকারী।

১৬ প্রভুর দক্ষিণ হস্ত উন্নত : প্রভুর দক্ষিণ হস্ত বিক্রমকারী।

১৭ আমি মরিব না, বাঁচিবই : এবং প্রভুর কার্য্য বর্ণনা করিব।

১৮ প্রভু আমাকে গুরুতর শাস্তি দিলেন বটে : কিন্তু মৃত্যুতে সমর্পণ করেন নাই।

১৯ আমার জন্য যাথার্থ্যের দ্বার মুক্ত কর, তাহা দিয়া প্রবেশ করিব : প্রভুর ধন্যবাদ করিব।

২০ এই দ্বার প্রভুরই : যাথার্থিকেরা তাহাতে প্রবেশ করিবে।

২১ আমি তোমার ধন্যবাদ করিব, কেননা তুমি আমাকে উত্তর দিলা : এবং আমার পরিত্রাণ হইলা।

২২ যে প্রস্তর নির্ম্মাতারা অগ্রাহ্য করিল : তাহাই কোণের সম্বক হইল।

২৩ প্রভু হইতে ইহাই হইল : তাহাই আমাদের দৃষ্টিতে আশ্চর্য্য।

২৪ এই দিন প্রভুর কৃত : আইস, তাহাতে আনন্দ ও হর্ষ করি।

২৫ "হে প্রভো, বিনয় করি, এখন পরিত্রাণ কর : হে প্রভো, বিনয় করি, এখন সৌভাগ্য দেও।

২৬ আশীঃপ্রাপ্ত যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন : প্রভুর গৃহ হইতে আমরা তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছি।

২৭ প্রভুই ঈশ্বর, তিনি আমাদিগকে দীপ্তি দিয়াছেন : বলিদেয়কে বেদির শৃঙ্গ পর্য্যন্ত রজ্জুতে বদ্ধ কর।

২৮ তুমিই আমার ঈশ্বর, এবং আমি তোমার ধন্যবাদ করিব : তুমিই আমার ঈশ্বর, আমি তোমাকে উন্নত করিব।"

২৯ প্রভুর প্রশংসা কর, কেননা তিনি ভদ্র : কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

২৪ দিন। সায়ংকালীন গীত।

১১৯ গীত।

আলফ।

১ ধন্য সরলপথাবলম্বিরা: যাহারা প্রভুর নিয়মে চলে।

২ ধন্য তাঁহার সাক্ষ্য রক্ষকেরা: যাহারা সর্ব্ব হৃদয়ে তাঁহার পথে চলে।

৩ তাহারা কোন অপক্রিয়াই করে না: তাহারা তাঁহার পথে চলে।

৪ যত্ন পূর্ব্বক পালনার্থে: তুমি তোমার বিধি আজ্ঞা করিয়াছ।

৫ অহো! তোমার ব্যবস্থা পালনার্থে: আমার পথ যেন স্থির হয়।

৬ তাহাতে তোমার সমস্ত আজ্ঞাতে নিরীক্ষণ করত: আমি লজ্জিত হইব না।

৭ তোমার যাথার্থ্যের বিচার শিক্ষা করত: হৃদয়ের সারল্যে তোমার প্রশংসা করিব।

৮ তোমার ব্যবস্থা পালন করিব: আমাকে একান্ত ত্যাজ্য করিও না।

বেৎ।

৯ কিসের দ্বারা যুবক আপন পদবী পরিষ্কার করিবে: তোমার বাক্যানুসারে সাবধান থাকাতে।

১০ আমি সর্ব্ব হৃদয়ে তোমার অন্বেষণ করিয়াছি: আমাকে তোমার আজ্ঞা হইতে ভ্রমণ করিতে দিও না।

১১ আমার হৃদয়ে তোমার বচন লুকাইয়া রাখিয়াছি : যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি।

১২ হে প্রভো, তুমি ধন্যবাদিত : আমাকে তোমার ব্যবস্থা শিখাও।

১৩ তোমার মুখের সমস্ত বিচার : আমার ওষ্ঠে বর্ণন করিয়াছি।

১৪ তোমার সাক্ষ্যের পথে : যেন সমস্ত ধনে আনন্দ করিয়াছি।

১৫ তোমার বিধিতে প্রণিধান করিব : এবং তোমার পদবীতে নিরীক্ষণ করিব।

১৬ তোমার ব্যবস্থাতে আমোদ করিব : আমি তোমার বাক্য বিস্মরণ করিব না।

গিমল।

১৭ **তোমার** দাসের প্রতি বদান্য হও, যেন সজীব থাকি : ও তোমার বাক্য পালন করি।

১৮ আমার চক্ষু খুলিয়া দেও : তাহাতে তোমার নিয়মের আশ্চর্য্য নিরীক্ষণ করিব।

১৯ আমি পৃথিবীতে প্রবাসী : আমা হইতে তোমার আজ্ঞা গোপন করিও না।

২০ নিরন্তর তোমার বিচারের অভিলাষে : আমার প্রাণ চূর্ণ হইয়াছে।

২১ তুমি অভিশপ্ত অহঙ্কারিকে অনুযোগ করিয়াছ : যাহারা তোমার আজ্ঞা হইতে ভ্রমণ করে।

২২ আমা হইতে তিরস্কার ও তাচ্ছল্য দূর কর : কেননা আমি তোমার সাক্ষ্য রক্ষা করিয়াছি।

২৩ অধিপতিরাও বসিল, আমার বিপক্ষে কথা কহিল : তোমার দাস তোমার ব্যবস্থায় প্রণিধান করে।

২৪ তোমার সাক্ষ্য আমার মোদন : আমার মন্ত্রী।

দালৎ।

২৫ **আমার** প্রাণ ধূলীতে লগ্ন হইয়াছে : তোমার বাক্যানুসারে আমাকে সজীব কর।

২৬ আমি আপন পথ বর্ণনা করিলাম, তুমি আমাকে শুনিলা :—আমাকে তোমার ব্যবস্থা শিখাও।

২৭ আমাকে তোমার বিধির পথ বুঝাও, তাহাতে আমি তোমার আশ্চর্য্যে প্রণিধান করিব।

২৮ আমার প্রাণ দুঃখেতে বিগলিত হইতেছে : তোমার বাক্যানুসারে আমাকে উঠাও।

২৯ মিথ্যার পথ আমা হইতে দূর কর : এবং সদয় হইয়া আমাকে তোমার নিয়ম দান কর।

৩০ সত্যের পথ মনোনীত করিয়াছি : তোমার বিচার সম্মুখে রাখিয়াছি।

৩১ তোমার সাক্ষ্যেতে লগ্ন আছি : হে প্রভো, আমাকে লজ্জাস্পদ করিও না।

৩২ তোমার বিধির পথে দৌড়িব : কেননা তুমি আমার অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিতেছ।

---

২৫ দিন　প্রাতঃকালীন গীত।

হে।

৩৩ **হে প্রভো,** আমাকে তোমার ব্যবস্থার পথে উপদেশ দেও : তাহাতে অন্ত পর্য্যন্ত তাহা রক্ষা করিব।

৩৪ আমাকে জ্ঞান দেও, তাহাতে তোমার নিয়ম রক্ষা করিব : এবং সর্ব্ব হৃদয়ে তাহা পালন করিব।
৩৫ তোমার আজ্ঞার পথে আমাকে চলাও : কেননা তাহাতেই আমার সন্তোষ।
৩৬ লাভেতে নয়, তোমার সাক্ষ্যেতে আমার হৃদয় প্রবৃত্ত কর।
৩৭ অনর্থের দর্শন হইতে আমার চক্ষু ব্যাবৃত্ত কর, তোমার পথে আমাকে সজীব কর।
৩৮ তোমার ভয়ার্থে তোমার যে বচন তাহা তোমার দাসের প্রতি স্থির কর।
৩৯ আমার তিরস্কার ব্যাবৃত্ত কর, যাহাতে আমি ত্রাসিত, কেননা তোমার বিচার ভদ্র।
৪০ দেখ, তোমার বিধির অভিলাষ করিয়াছি তোমার যাথার্থ্যেতে আমাকে বাঁচাও।

বী।

৪১ হে প্রভো, তোমার বচনানুসারে, তোমার করুণা ও তোমার ত্রাণ আমার নিকট আইস্থক।
৪২ তাহাতে আমার তিরস্কারকের কিছু উত্তর দিব : কেননা তোমার বাক্যেতে আস্থা করিয়াছি।
৪৩ আমার মুখ হইতে সত্যের বাক্য একান্ত বহিষ্কৃত করিও না : কেননা তোমার বিচারের প্রতীক্ষায় আছি।
৪৪ এবং নিত্য নিত্য চিরকাল : তোমার নিয়ম পালন করিব।
৪৫ এবং প্রশস্ত স্থলে যাতায়াত করিব : কেননা আমি তোমার বিধির অন্বেষণ করিয়াছি।
৪৬ রাজাদের সম্মুখেও আমি তোমার সাক্ষ্যের

উল্লেখ করিব : ও লজ্জিত হইব না।

৪৭ এবং তোমার আজ্ঞাতে আমোদ করিব : যাহাতেই আমার প্রীতি।

৪৮ এবং তোমার আজ্ঞার উদ্দেশে হস্ত তুলিব, যাহাতে আমার প্রীতি : ও তোমার ব্যবস্থায় প্রণিধান করিব।

যয়িন।

৪৯ তোমার দাসের প্রতি তোমার উক্তি স্মরণ কর : কেননা তুমি আমাকে প্রত্যাশাপন্ন করিয়াছ।

৫০ আমার দুঃখেতে এই আমার সান্ত্বনা : যেহেতুক তোমার বচন আমাকে সজীব করিয়াছে।

৫১ অহঙ্কারিরা আমাকে অত্যন্ত ব্যঙ্গ করিয়াছে : আমি তোমার নিয়ম হইতে হেলি নাই।

৫২ হে প্রভো, তোমার চিরস্থায়ী বিচার স্মরণ করিয়াছি : ও সান্ত্বনা পাইয়াছি।

৫৩ তোমার নিয়মত্যাগি দুষ্টদের হেতুক : আমি সন্তাপ-গ্রস্ত হইয়াছি।

৫৪ আমার প্রবাস গৃহে : তোমার ব্যবস্থাই আমার গান হইয়াছে।

৫৫ হে প্রভো, আমি রজনীতে তোমার নাম স্মরণ করি-য়াছি : ও তোমার নিয়ম পালন করিয়াছি।

৫৬ ইহাই আমার ছিল : কেননা আমি তোমার বিধি রক্ষা করিয়াছি।

হেৎ।

৫৭ "প্রভু আমার অংশ :" ইহা আমি কহিলাম, তোমার বাক্য যেন পালন করি।

৫৮ আমি সর্ব্বহৃদয়ে তোমার উপাসনা করিলাম: তোমার বচনানুসারে আমার প্রতি প্রসন্ন হও।
৫৯ আমি আপন পথের বিষযে চিন্তা করিলাম: ও তোমার সাক্ষ্যের প্রতি আমার চরণ ফিরাইলাম।
৬০ আমি তোমার আজ্ঞা পালনার্থে: ত্বরা করিলাম, বিলম্ব করিলাম না।
৬১ দুষ্ট লোকের জাল আমাকে জড়াইল: তোমার নিয়ম আমি বিস্মৃত হই নাই।
৬২ তোমার যাথার্থ্যের বিচার হেতু: নিশীথে আমি তোমার প্রশংসার্থে উঠি।
৬৩ আমি তোমার ভয়কারী সকলের: ও তোমার বিধি পালকগণের সঙ্গী।
৬৪ হে প্রভো, পৃথিবী তোমার করুণাতে পূর্ণা. আমাকে তোমার ব্যবস্থা শিখাও।

টেথ্।

৬৫ হে প্রভো, তোমার বাক্যানুসারে: তুমি তোমার দাসের প্রতি ভদ্রাচরণ করিয়াছ।
৬৬ আমাকে উত্তম বিবেচনা এবং জ্ঞান শিখাও. কেননা আমি তোমার আজ্ঞাতে বিশ্বাস করিয়াছি।
৬৭ দুঃখার্ত্ত হইবার পূর্ব্বে আমি পরিভ্রান্ত হইয়াছিলাম: কিন্তু এক্ষণে তোমার বচন পালন করিযাছি।
৬৮ তুমিই ভদ্র, এবং ভদ্রকারী: আমাকে তোমার ব্যবস্থা শিখাও।
৬৯ অহঙ্কারিরা আমার প্রতিকূলে মিথ্যার রচনা করিয়াছে: আমি কিন্তু সর্ব্বহৃদয়ে তোমার বিধি রক্ষা করিব।

৭০ তাহাদের হৃদয় মেদবৎ স্থূল : কিন্তু আমি তোমার নিয়মে আমোদ করি।

৭১ আমি দুঃখার্ত্ত হইয়াছিলাম, তাহা আমার মঙ্গল : যেন তোমার ব্যবস্থা শিখিতে পাই।

৭২ সহস্র সহস্র রজত কাঞ্চনাপেক্ষা : তোমার মুখের নিয়ম আমার পক্ষে উৎকৃষ্ট।

---

২৫ দিন। সায়ংকালীন গীত।

য়ূদ্।

৭৩ তোমার হস্ত আমার সৃষ্টি ও গঠন করিয়াছে : আমাকে জ্ঞান দেও, যেন তোমার আজ্ঞা শিক্ষা করি।

৭৪ তোমার ভয়কারিরা আমাকে দেখিয়া তুষ্ট হইবে : কেনমা তোমার বাক্যের প্রতীক্ষায় আছি।

৭৫ হে প্রভো, আমি জানি, তোমার বিচার যথার্থ : এবং তুমি বিশ্বস্ততায় আমাকে দুঃখার্ত্ত করিয়াছ।

৭৬ আহা! তোমার দাসের প্রতি তোমার বচনানুসারে : তোমার দয়া যেন আমার সান্ত্বনার্থে হয়।

৭৭ তোমার করুণা যেন আমার নিকট আইসে, তাহাতে বাঁচিব : কেননা তোমার নিয়ম আমার মোদন।

৭৮ অহঙ্কারিরা অপ্রীতিভ হউক, কেননা তাহারা মিথ্যায় আমার অনিষ্ট করে : আমি কিন্তু তোমার বিধি প্রণিধান করিব।

৭৯ যাহারা তোমাকে ভয় করে, তাহারা আমার প্রতি ফিরুক : এবং তোমার সাক্ষ্য জ্ঞাত হউক।

৮০ আমার অন্তঃকরণ যেন তোমার ব্যবস্থাতে সরল থাকে যেন অপ্রতিভ না হই।

কফ।

৮১ আমার প্রাণ তোমার ত্রাণার্থে অবসন্ন হইয়াছে তোমার বাক্যের প্রতীক্ষায় আছি।
৮২ আমার চক্ষু তোমার বচনার্থে অবসন্ন হইতেছে, ও কহে: "কখন্ তুমি আমার সান্ত্বনা করিবা?"
৮৩ কেননা আমি ধূমাবৃত কুপার ন্যায় হইয়াছি তথাপি তোমার ব্যবস্থা বিস্মরণ করি নাই।
৮৪ তোমার দাসের দিন কত আমার তাড়নাকারিদের উপর কখন্ বিচার নিষ্পন্ন করিবা?
৮৫ অহঙ্কারিরা আমার নিমিত্ত খাত খনন করিয়াছে কারণ তাহারা তোমার নিয়মানুযায়ী নহে।
৮৬ তোমার সমুদয় আজ্ঞা বিশ্বস্ত। উহারা মিথ্যায় আমার তাড়না করে, আহা আমার সাহায্য কর।
৮৭ পৃথিবীতে তাহারা প্রায় আমার শেষ করিয়াছিল আমি কিন্তু আপনি তোমার বিধি ত্যাগ করি নাই।
৮৮ তোমার করুণানুসারে আমাকে বাঁচাও। তাহাতে আমি তোমার মুখের সাক্ষ্য পালন করিব।

লামদ্।

৮৯ নিত্য, হে প্রভো: তোমার বাক্য স্বর্গেতে স্থিরীকৃত।
৯০ তোমার বিশ্বস্ততা সর্ব্বপুরুষব্যাপী: তুমি পৃথিবী স্থাপন করিলা, তাহাতে তাহার স্থিতি হইল।
৯১ তাহারা অদ্যাপি তোমার বিচারার্থে দাঁড়াইয়া আছে: কেননা সমস্তই তোমার দাস।

৯২ যদি তোমার নিয়ম আমার মোদন না হইত : আমি আপন দুঃখেতে বিনষ্ট হইতাম।

৯৩ আমি কখন তোমার বিধি বিস্মরণ করিব না : কেননা তদ্দ্বারাই আমাকে বাঁচাইয়াছ।

৯৪ আমি তোমারই, আমাকে ত্রাণ কর : কেননা আমি তোমার বিধির অন্বেষণ করিয়াছি।

৯৫ দুষ্টেরা আমাকে নষ্ট করিতে আমার প্রতীক্ষায় আছে : আমি তোমার সাক্ষ্য ধ্যান করিব।

৯৬ আমি সকল সিদ্ধির সীমা দেখিয়াছি : তোমার আজ্ঞা অতি প্রশস্ত।

মেম।

৯৭ তোমার নিয়মে আমার অনুরাগ : সমস্ত দিন তাহাই আমার ধ্যান।

৯৮ তোমার আজ্ঞাদ্বারা তুমি আমাকে শত্রুগণ অপেক্ষা বিজ্ঞ কর : কেননা তাহাই সর্ব্বদা আমার।

৯৯ আমার সমস্ত শিক্ষক হইতে আমার অধিক বুদ্ধি : কেননা তোমার সাক্ষ্যই আমার ধ্যান।

১০০ প্রাচীন অপেক্ষা আমার অধিক বিবেক : কেননা আমি তোমার বিধি রক্ষা করিয়াছি।

১০১ মন্দ পথমাত্র হইতে আমি আপন চরণ নিবৃত্ত করিয়াছি : যেন তোমার বাক্য পালন করি।

১০২ আমি তোমার বিচার হইতে সরি নাই : কেননা তুমিই আমাকে উপদেশ দিয়াছ।

১০৩ তোমার বচন আমার রসনাতে কেমন মধুর : আমার মুখে মধু হইতেও মধুর।

১০৪ তোমার বিধি দ্বারা আমি বিবেকী হই : তন্নিমিত্ত মিথ্যা পথমাত্রই ঘৃণা করি।

২৬ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

নূণ্‌।

১০৫ তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ : এবং আমার পথের জ্যোতি।

১০৬ আমি শপথ পূর্ব্বক স্থির করিলাম : যে তোমার যাথার্থ্যের বিচার পালন করিব।

১০৭ আমি অতিশয় দুঃখগ্রস্ত : হে প্রভো, তোমার বাক্যানুসারে আমাকে সজীব কর।

১০৮ হে প্রভো, আমার মুখের স্বেচ্ছা বলি যেন গ্রাহ্য কর : এবং আমাকে তোমার বিচার শিখাও।

১০৯ আমার প্রাণ সতত আমার হস্তে : তথাপি তোমার নিয়ম বিস্মরণ করি না।

১১০ দুস্টেরা আমার নিমিত্ত ফাঁদ পাতিল : তথাপি আমি তোমার বিধি হইতে পরিভ্রান্ত হই নাই।

১১১ তোমার সাক্ষ্য আমি আমার নিত্য অধিকার করিয়াছি : কেননা তাহাই আমার হৃদয়ের আনন্দ।

১১২ তোমার ব্যবস্থা অন্ত পর্য্যন্ত নিত্য পালনার্থে : আমার হৃদয় প্রবৃত্ত করিয়াছি।

সামক্‌।

১১৩ দ্বৈধচিত্তদিগকে আমি ঘৃণা করি : কিন্তু তোমার নিয়মে আমার অনুরাগ।

১১৪ তুমিই আমার অন্তরাল এবং ঢাল : আমি তোমার বাক্যের প্রতীক্ষায় আছি।

১১৫ রে মন্দকারিরা, আমাহইতে দূর হও : এবং আমি আমার ঈশ্বরের আজ্ঞা রক্ষা করিব।

১১৬ তোমার বচনানুসারে আমাকে ধারণ কর, তাহাতে বাঁচিব : এবং আমাকে আমার আশ্বাসে অপ্রতিভ করিও না।

১১৭ আমাকে ধারণ কর, তাহাতে আমি রক্ষা পাইব : এবং নিরন্তর তোমার ব্যবস্থায় দৃষ্টি রাখিব।

১১৮ তোমার ব্যবস্থাত্যাগী সকলকে তুমি অগ্রাহ্য করিয়াছ : কেননা তাহাদের কৌশল অনৃত মাত্র।

১১৯ তুমি পৃথিবীর সমুদয় দুষ্টগণকে গাদের ন্যায় দূর করিয়াছ : তন্নিমিত্ত তোমার সাক্ষ্যে আমার অনুরাগ।

১২০ তোমার ভয়ে আমার মাংস কম্পিত হয় : এবং আমি তোমার বিচারার্থে ভীত হইয়াছি।

অযিন্।

১২১ আমি বিচার এবং যাথার্থ্য করিয়াছি : তুমি আমাকে আমার পীড়কদের হস্তে সমর্পণ করিবা না।

১২২ মঙ্গলার্থে তোমার দাসের প্রতিভূ হও : অহঙ্কারিরা আমার পীড়ন না করুক।

১২৩ তোমার ত্রাণার্থে আমার চক্ষু অবসন্ন হইয়াছে : এবং তোমার যাথার্থ্যের প্রতিজ্ঞার্থে।

১২৪ তোমার দাসের প্রতি তোমার দয়ানুসারে ব্যবহার কর : এবং আমাকে তোমার ব্যবস্থা শিখাও।

১২৫ আমি তোমার দাস, আমাকে জ্ঞান দেও : এবং আমি তোমার সাক্ষ্য জানিতে পারিব।

১২৬ প্রভুর কার্য্য করিবার সময় হইল : তাহারা তোমার নিয়মভঙ্গ করিয়াছে।

১২৭ তন্নিমিত্ত স্বর্ণ এবং তপ্তকাঞ্চনাপেক্ষা : তোমার আজ্ঞাতে আমার অনুরাগ।

১২৮ তন্নিমিত্ত সকল বিষয়ে তোমার সকল বিধি আমি সরল জ্ঞান করি: মিথ্যা পথমাত্রই ঘৃণা করি।

ফে।

১২৯ তোমার প্রমাণ আশ্চর্য্য: তন্নিমিত্ত আমার প্রাণ তাহা পালন করিয়াছে।

১৩০ তোমার বাক্যের প্রকটন দীপ্তি দেয়: নিরীহকে জ্ঞান দেয়।

১৩১ আমি মুখ ব্যাদন পূর্ব্বক ধুঁকিতেছি: কেননা আমি তোমার আজ্ঞার স্পৃহায় আছি।

১৩২ আমার প্রতি দৃষ্টি কর, এবং প্রসন্ন হও: যেমন তোমার নামানুরাগির প্রতি তোমার রীতি।

১৩৩ তোমার বচনেতে আমার পদ স্থির কর: এবং কোন দুষ্টতা আমার উপর প্রভুত্ব না করুক।

১৩৪ আমাকে মানুষের অত্যাচার হইতে উদ্ধার কর: এবং আমি তোমার বিধি পালন করিব।

১৩৫ তোমার দাসের উপর তোমার মুখ উজ্জ্বল কর: এবং আমাকে তোমার ব্যবস্থা শিখাও।

১৩৬ আমার চক্ষুধারায় জলপ্রবাহ হয়: কারণ লোকে তোমার নিয়ম পালন করে না।

সাদে।

১৩৭ হে প্রভো, তুমি যথার্থ: এবং তোমার বিচার সরল।

১৩৮ তুমি যাথার্থ্যে এবং অতি বিশ্বস্ততায়: তোমার সাক্ষ্য নির্দ্ধায্য করিয়াছ।

১৩৯ আমার ঔৎসুক্য আমাকে সংহার করে: কারণ আমার শত্রুরা তোমার বাক্য বিস্মৃত হয়।

১৪০ তোমার বচন অতি সংশোধিত : এবং তাহাতে তোমার দাসের অনুরাগ।

১৪১ আমি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছীকৃত : তথাপি তোমার বিধি ভুলি না।

১৪২ তোমার যাথার্থ্য সনাতন যাথার্থ্য : এবং তোমার নিয়ম সত্য।

১৪৩ দুঃখ ও কষ্ট আমাকে ধরিল : তথাপি তোমার আজ্ঞা আমার মোদন।

১৪৪ তোমার সাক্ষ্যের যাথার্থ্য নিত্য : আমাকে জ্ঞান দেও, তাহাতে আমি বাঁচিব।

---

২৬ দিন। সায়ংকালীন গীত।

কূফ।

১৪৫ আমি সর্ব্ব হৃদয়ে ডাকিলাম, হে প্রভো, আমাকে উত্তর দেও : তোমার ব্যবস্থা রক্ষা করিব।

১৪৬ তোমাকে ডাকিলাম, আমাকে ত্রাণ কর : তাহাতে তোমার সাক্ষ্য পালন করিব।

১৪৭ আমি প্রভাতের অগ্রে উঠিয়া চীৎকার করিলাম : তোমার বাক্যে আশ্বাস করিলাম।

১৪৮ আমার চক্ষু শেষ প্রহরের অগ্রে উন্মীলিত হইল : যেন তোমার বচনে ধ্যান করিতে পাই।

১৪৯ তোমার করুণানুসারে আমার রব শুন : হে প্রভো, তোমার বিচারানুসারে আমাকে বাঁচাও।

১৫০ দুষ্টতার অনুধাবকেরা নিকটে আসিতেছে : তাহারা তোমার নিয়ম হইতে দূরস্থ।

১৫১ তুমি হে প্রভো, নিকটবর্ত্তী : এবং তোমার সকল বিধিই সত্য।

১৫২ পূর্ব্বেই আমি তোমার সাক্ষ্য হইতে জ্ঞাত হইলাম : যে তুমি তাহা নিত্য স্থাপন করিয়াছ।

রেশ্।

১৫৩ আমার দুঃখ দেখিয়া আমাকে উদ্ধার কর : কেননা তোমার নিয়ম ভুলি না।

১৫৪ আমার হইয়া প্রতিবাদ কর, এবং আমাকে নিস্তার কর ? তোমার বচনানুসারে আমাকে সজীব কর।

১৫৫ পরিত্রাণ দুষ্টদের হইতে দূরস্থ : কেননা তাহারা তোমার ব্যবস্থার অনুসন্ধান করে না।

১৫৬ হে প্রভো, তোমার স্নেহ বহুল : তোমার বিচারানুসারে আমাকে বাঁচাও।

১৫৭ আমার তাড়নাকারি ও বিবোধিরা বহুল : আমি তোমার সাক্ষ্য হইতে হেলি নাই।

১৫৮ আমি বিশ্বাসঘাতকগণকে দেখিয়া বিরক্ত হইলাম : কারণ তাহারা তোমার বচন পালন করে নাই।

১৫৯ দেখ, তোমার বিধিতে আমার কেমন অনুরাগ : হে প্রভো, তোমার করুণানুসারে আমাকে বাঁচাও।

১৬০ সত্যই তোমার বাক্যের সমষ্টি : এবং তোমার যাথার্থ্যের সকল বিচার নিত্য।

শিন্।

১৬১ অধিপতিরা অকারণে আমার তাড়না করিল : কিন্তু আমার হৃদয় তোমার বাক্যের ত্রাসে আছে।

১৬২ প্রচুর লুণ্ঠন প্রাপ্ত লোকের ন্যায় : আমি তোমার বচনে আনন্দিত।

১৬৩ মিথ্যাতে আমার দ্বেষ ও ঘৃণা : তোমাব নিযমে আমার অনুবাগ।

১৬৪ তোমার যাথার্থ্যের বিচার নিমিত্ত : দিনেব মধ্যে সপ্তবাব আমি তোমাব প্রশংসা কবি।

১৬৫ তোমাব নিযমানুবাগিদের বহুল শান্তি এবং তাহাদেব স্খলিত হইবাব কোন কারণ নাই।

১৬৬ হে প্রভো . আমি তোমার ত্রাণের প্রতীক্ষা কবি-যাছি,

১৬৭ আমার প্রাণ তোমার সাক্ষ্য পালন কবিযাছে তাহাতে আমার নিতান্ত অনুবাগ।

১৬৮ আমি তোমাব বিধি ও সাক্ষ্য পালন কবিযাছি কেননা আমাব সকল পথ তোমার সম্মুখবর্ত্তি।

তৌ।

১৬৯ হে প্রভু, আমাব চীৎকার তোমার সমীপে উপস্থিত হউক : তোমাব বাক্যানুসারে আমাকে জ্ঞান দেও।

১৭০ আমার নিবেদন তোমাব সমীপে আইসুক তোমার বচনানুসাবে আমাকে উদ্ধাব কব।

১৭১ আমাব ওষ্ঠ প্রশংসা নিঃসৃত করুক কেননা তুমি আমাকে তোমার ব্যবস্থা শিখাইতেছ।

১৭২ আমার জিহ্বা তোমার বচন স্বীকাব করুক কেননা তোমাব সকল আজ্ঞা যথার্থ।

১৭৩ তোমাব হস্ত আমার সহায হউক কেননা আমি তোমার বিধি মনোনীত করিয়াছি।

১৭৪ হে প্রভো, আমি তোমার ত্রাণেব অভিলাষে ছিলাম : এবং তোমার নিয়ম আমাব মোদন।

১৭৫ আমার প্রাণ সজীব হউক ও তোমার প্রশংসা

করুক: এবং তোমার বিচার আমার সাহায্য করুক।

১৭৬ আমি হারাণ মেষের ন্যায় পরিভ্রান্ত হইয়াছি: তোমার দাসের অন্বেষণ কর, কেননা তোমার আজ্ঞা ভুলি নাই।

---

২৭ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

১২০ গীত।

১ আমার কষ্টেতে আমি প্রভুকে ডাকিলাম: এবং তিনি আমাকে উত্তর দিলেন।

২ "হে প্রভো, আমার প্রাণকে মিথ্যাভাষী ওষ্ঠ হইতে: প্রবঞ্চক জিহ্বা হইতে উদ্ধার কর।"

৩ তোমাকে কি দেওয়া যাইবেক: ও তোমার আর কি দণ্ড হইবেক, হে প্রবঞ্চক জিহ্বা?

৪ বীরের সুতীক্ষ্ণ বাণ: ও ঝুলকাষ্ঠের অঙ্গার।

৫ হায় কি পরিতাপ! আমাকে মেশেক সহবাসে থাকিতে হইল: আমাকে কেদরের তাম্বু সন্নিধানে বাস করিতে হইল।

৬ সন্ধি দ্বেষির সহিত: আমার প্রাণ বহুকাল বাস করিয়াছে।

৭ আমি সন্ধি প্রয়াসী, কিন্তু উক্তি করিলে: উহারা বিগ্রহার্থী হয়।

১২১ গীত।

১ "আমি পর্ব্বতাভিমুখে চক্ষু উত্তোলন করি: কোথা হইতে আমার সাহায্য আসিবে?

২ আমার সাহায্য প্রভুর নিকট হইতে : যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টা।"

৩ তিনি যেন তোমার চরণ বিচলিত হইতে না দেন : তোমার রক্ষক যেন নিদ্রিত না হন।

৪ দেখ! ইস্রাএল রক্ষকের : নিদ্রা তন্দ্রা কিছুই নাই।

৫ প্রভু তোমার রক্ষক : প্রভু তোমার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ছায়া।

৬ দিনমানে সূর্য্য তোমাকে আঘাত করিবে না : অথবা রজনীতে চন্দ্র।

৭ প্রভু তোমাকে সকল মন্দ হইতে রক্ষা করিবেন : তিনি তোমার প্রাণকে রক্ষা করিবেন।

৮ প্রভু তোমার প্রস্থান ও আগমন রক্ষা করিবেন : এখন অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত।

১২২ গীত।

১ "আমরা প্রভুর মন্দিরে যাইব :" লোকে আমাকে ইহা বলিলে আমি সন্তুষ্ট হইলাম।

২ আমাদের চরণ, হে যেরূশালেম : তোমার দ্বারে উপস্থিত আছে।

৩ অহো! যেরূশালেম : তুমি একত্র সমবদ্ধ নগরের ন্যায় নির্ম্মিতা।

৪ গোষ্ঠী সকল, প্রভুরই গোষ্ঠী সকল আরোহণ করে : যেন তাহারা প্রভুর নামের ধন্যবাদ করে, ইহাই ইস্রাএলের পক্ষে সাক্ষ্য।

৫ কেননা সেখানেই বিচারার্থ সিংহাসন স্থাপিত : দাবীদ বংশের জন্যে সিংহাসন।

৬ অহো! যেরূশালেমের শান্তি নিমিত্ত যাচ্ঞা কর: তোমার অনুরাগিদের কুশল হউক।
৭ তোমার দুর্গ মধ্যে শান্তি হউক: তোমার প্রাসাদ মধ্যে কুশল হউক।
৮ আমার ভ্রাতা ও সহচরদিগের নিমিত্ত: আমি তো কহিবই, "তোমার অন্তরে শান্তি হউক।"
৯ আমাদের ঈশ্বর প্রভুর মন্দিরার্থে: আমি তোমার শুভ চেষ্টা করিব।

১২৩ গীত।

১ তোমার প্রতি, হে স্বর্গবাসী: আমি চক্ষু উত্তোলন করিয়াছি।
২ দেখ! যেমন ভৃত্যদের চক্ষু আপন২ কর্ত্তাদের হস্তের দিকে, যেমন দাসীর চক্ষু আপন২ কর্ত্রীর হস্তের দিকে, তেমনি আমাদেরও প্রভুর দিকে আছে, যাবৎ তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন না হন।
৩ হে প্রভো, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও: কেননা আমরা অবজ্ঞাতে অতিশয় পরিপূর্ণ হইয়াছি।
৪ আমাদের প্রাণ নিশ্চিন্ত লোকের তাচ্ছল্যে: দর্পকারিদের অবজ্ঞাতে অতিশয় পরিপূর্ণ হইয়াছে।

১২৪ গীত।

১ প্রভু যদি আমাদের সপক্ষ না থাকিতেন: —অহো ইস্রাএল কহুক;—
২ লোকে আমাদের বিরুদ্ধে উঠিলে: প্রভু যদি আমাদের সপক্ষ না থাকিতেন,

৭ ওহে ইস্রাএল! প্রভুর প্রতীক্ষা কর: কেননা প্রভুর নিকটে করুণা আছে, এবং তাঁহার নিকটে প্রচুর নিস্তার।

৮ আর তিনিই ইস্রাএলকে: তাহার সমস্ত অপক্রিয়াহইতে নিস্তার করিবেন।

১৩১ গীত।

১ হে প্রভো, আমার হৃদয় গর্ব্বিত নহে, আমার দৃষ্টিও উদ্ধত নহে: এবং আমি মহৎ বিষয়ে অথবা আমার পক্ষে আশ্চর্য্য বিষয়েও ব্যাপৃত নই।

২ সত্য আমি মনকে সুস্থির ও শান্ত করিয়াছি, যেমন স্তনত্যক্ত শিশু মাতার উপর: যেমন স্তনত্যক্ত শিশু, তেমনি আমার প্রাণ আমার উপর।

৩ ওহে ইস্রাএল, প্রভুর প্রতীক্ষা কর: এখন অবধি চিরকাল পর্য্যন্ত।

---

২৮ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

১৩২ গীত।

১ হে প্রভো, দাবীদের জন্যে: তাহার সমস্ত দুঃখ স্মরণ কর।

২ কেমন তিনি প্রভুর উদ্দেশে শপথ করিলেন: য়াকোবের বলিষ্ঠের প্রতি মানত করিলেন।

৩ “সত্য আমি আপন গৃহ তাম্বুতে কদাচ প্রবেশ করিব না: এবং আমার খাটের বিছানায় উঠিব না,

৪ আমার চক্ষুতে নিদ্রা : নেত্রচ্ছদে তন্দ্রা দিব না,
৫ যাবৎ প্রভুর নিমিত্ত আবাস : য়াকোবের বলিষ্ঠের নিমিত্ত আলয় না পাই।"
৬ দেখ, আমরা এফ্রাতায় তাহা শুনিলাম : আমরা অরণ্য ক্ষেত্রে তাহা পাইলাম।
৭ আইস, আমরা তাঁহার আলয়ে যাই : আইস, তাঁহার পাদপীঠে প্রণত হই।
৮ "হে প্রভো, তোমার বিশ্রাম-ধামে উঠ : তুমি এবং তোমার পরাক্রমের সিন্ধুক।
৯ তোমার যাজকেরা যাথার্থ্য পরিধান করুক : তোমার সাধুগণ উল্লাস করুক।
১০ তোমার দাস দাবীদের নিমিত্ত : তোমার অভি-ষিক্তের মুখ ফিরাইও না।"
১১ প্রভু দাবীদের প্রতি সত্যতায় শপথ করিয়াছেন, তিনি তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না : "তোমার অঙ্গের ফল আমি তোমার সিংহাসনে স্থাপন করিব।
১২ তোমার সন্তানেরা যদি আমার নির্ব্বন্ধ ও যে সাক্ষ্য আমি তাহাদিগকে শিখাই পালন করে : তাহাদের পুত্রেরাও তোমার সিংহাসনে নিত্য বসিবে।"
১৩ কেননা প্রভু সীয়োনকে মনোনীত করিয়াছেন : তিনি নিজ বাসার্থে তাহার কামনা করিয়াছেন।
১৪ এই আমার নিত্য বিশ্রামধাম : এখানেই আমি বাস করিব, কেননা ইহার কামনা করিয়াছি।
১৫ আমি তাহার অন্নে নিশ্চয় আশীর্ব্বাদ করিব : তাহার দরিদ্রগণকে আহারে তৃপ্ত করিব।
১৬ তাহার যাজকগণকেও পরিত্রাণে পরিহিত করিব :

এবং তাহার সাধুবর্গ অতিশয় উল্লাস করিবে।

১৭ সেখানে দাবীদের নিমিত্ত শৃঙ্গ উদ্ভূত করিব: আমার অভিষিক্তের নিমিত্ত দীপ প্রস্তুত করিয়াছি।

১৮ তাহার শত্রুগণকে লজ্জায় পরিহিত করিব: কিন্তু তাহার উপর তাহার মুকুট উজ্জ্বল হইবে।”

১৩৩ গীত।

১ দেখ, কেমন উত্তম ও কেমন রমণীয়: যে ভ্রাতৃগণ ঐক্যেতে সহবাস করে।

২ তাহা যেন মস্তকের উপরে শুভ তৈল যাহা শ্মশ্রুর উপর, আহারোণের শ্মশ্রুর উপর দিয়া বহিয়া পড়ে: যাহা তাহার পরিচ্ছদের প্রান্তের উপর দিয়া বহিয়া পড়ে।

৩ হর্মোণের তুষারবৎ, যাহা সীয়োন পর্ব্বতগণের উপর দিয়া বহিয়া পড়ে: যেহেতুক তথায় প্রভু এই আশীর্ব্বাদ বিধান করিয়াছেন, চিরকাল পর্য্যন্ত জীবন।

১৩৪ গীত।

১ “অহো প্রভুর ভৃত্য সকল, তোমরা প্রভুর ধন্যবাদ কর: তোমরা যে রজনীতে প্রভুর গৃহে দাঁড়াও।

২ তোমরা পবিত্রধামের প্রতি হস্ত উত্তোলন কর: এবং প্রভুর ধন্যবাদ কর।

৩ প্রভু সীয়োনহইতে তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন: যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা।”

১৩৫ গীত

১ হালেলুয়া, তোমরা প্রভুর নামের প্রশংসা কর : অহো প্রভুর ভৃত্যেরা প্রশংসা কর।

২ তোমরা যে প্রভুর গৃহে দাঁড়াও : আমাদের ঈশ্বরের গৃহের প্রাঙ্গণে।

৩ প্রভুর প্রশংসা কর, কেননা প্রভু ভদ্র : তাঁহার নামের কীর্ত্তন কর, কেননা তাহা রমণীয়।

৪ কেননা প্রভু য়াকোবকে নিজার্থে মনোনীত করিয়াছেন : ইস্রাএলকে নিজ অধিকারার্থে।

৫ কেননা আমি তো জানি যে, প্রভু মহান্ : এবং আমাদের প্রভু সকল ঈশ্বরের উপরিস্থ।

৬ প্রভু যাহা ইচ্ছা সকলি করিলেন : স্বর্গে ও পৃথিবীতে, সমুদ্র ও সকল গভীরে।

৭ তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে বাষ্প উঠান, তিনি বৃষ্টির নিমিত্তে বিদ্যুৎ সৃজন করিলেন : এবং আপন ভাণ্ডার হইতে বায়ু নির্গত করেন।

৮ তিনি মিশরের প্রথমজাত সকলকে : মনুষ্য হইতে গবাদি পর্য্যন্ত আঘাত করিলেন।

৯ ওহে মিশর, তিনি তোমার অন্তরে : ফিরৌণ ও তাহার সকল ভৃত্যের মধ্যে চিহ্ন ও লক্ষণ পাঠাইলেন।

১০ তিনি অনেক জাতিগণকে আঘাত করিলেন : এবং বলিষ্ঠ রাজগণকে হত করিলেন।

১১ অমোরীয়রাজ সিহোন ও বাশানরাজ ওগ : এবং কিনানের রাষ্ট্রসমূহকেও।

১২ আর তাহাদের দেশ অধিকারার্থে : আপন লোক ইস্রাএলের অধিকারার্থে দান করিলেন।

১৩ হে প্রভো, তোমার নাম চিরব্যাপী : হে প্রভো, তোমার স্মরণী সকল ব্যাপী।

১৪ কেননা প্রভু আপন লোকের বিচার করিবেন : এবং আপন ভৃত্যগণের প্রতি অনুকম্পা করিবেন।

১৫ বিজাতিদের বিগ্রহ সকল রজতকাঞ্চন : মনুষ্যের হস্ত-রচনামাত্র।

১৬ তাহাদের মুখ আছে, কিন্তু বাক্য নাই : চক্ষু আছে, কিন্তু দেখিতে পায় না।

১৭ কর্ণ আছে, কিন্তু শুনিতে পায় না : তাহাদের মুখে শ্বাসও নাই।

১৮ তাহারা যেমন, তাহাদের রচকেরাও তদ্রূপ হইবে : যে কেহ তাহাদিগেতে ভরসা রাখে।

১৯ হে ইস্রাএল গোষ্ঠী, প্রভুর ধন্যবাদ কর : হে আহারোণের গোষ্ঠী, প্রভুর ধন্যবাদ কর।

২০ হে লেবীর গোষ্ঠী, প্রভুর ধন্যবাদ কর : হে প্রভুর ভয়কারিরা, প্রভুর ধন্যবাদ কর।

২১ সীয়োন হইতে প্রভু ধন্যবাদিত হউন : যিনি যেরু-শালেম নিবাসী। হালেলুয়া।

---

২৮ দিন। সায়ংকালীন গীত।

১৩৬ গীত।

১ **প্রভুর** ধন্যবাদ কর, কেননা তিনি ভদ্র : কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

২ ঈশ্বরদের ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর : কেমনা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

৩ প্রভুদের প্রভুর ধন্যবাদ কর : কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

৪ যিনি একমাত্র মহাশ্চর্য্যকারী : কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

৫ যিনি বুদ্ধি পূর্ব্বক স্বর্গ রচনা করিয়াছেন : কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

৬ যিনি জলোপরি পৃথিবী বিস্তার করিয়াছেন : কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

৭ যিনি মহা ২ জ্যোতিঃ রচনা করিয়াছেন : কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

৮ দিবসোপরি কর্তৃত্ব করণার্থে সূর্য্য : কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

৯ রাত্রির উপরে কর্তৃত্ব করণার্থে চন্দ্র এবং নক্ষত্রগণ : কেননা তাঁহাব করুণা নিত্যস্থায়িনী।

১০ যিনি মিশরকে প্রথমজাতবর্গে আঘাত করিলেন : কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

১১ এবং তাহাদের মধ্য হইতে ইস্রাএলকে নির্গত করাইলেন : কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

১২ পরাক্রান্ত হস্তে ও প্রসারিত বাহুতে : কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

১৩ যিনি সূফ্‌সমুদ্র দ্বিখণ্ডে খণ্ড করিলেন : কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

১৪ এবং ইস্রাএলকে তন্মধ্য দিয়া পার করিলেন : কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

১৫ এবং ফিরৌণ ও তৎসৈন্য সূফসমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন : কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

১৬ যিনি অরণ্যে আপন লোককে গমন করাইলেন : কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

১৭ যিনি মহা২ নৃপতিকে আঘাত করিলেন : কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

১৮ কেননা প্রতাপান্বিত নৃপতিগণকে হত করিলেন ' কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

১৯ অমোরীয়রাজ সিহোনকে : কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

২০ এবং বাশানরাজ ওগকে . কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

২১ এবং তাহাদের দেশ অধিকারার্থে দান করিলেন কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী

২২ আপন ভৃত্য ইস্রাএলের অধিকারার্থে কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

২৩ যিনি আমাদের দীনতায় আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন . কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

২৪ এবং আমাদিগকে শত্রু হইতে উদ্ধার করিয়াছেন কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

২৫ তিনি প্রাণিমাত্রকে আহার দেন . কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

২৬ স্বর্গের ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর কেননা তাঁহার করুণা নিত্যস্থায়িনী।

১৩৭ গীত।

১ বাবেলের স্রোতস্বতী সন্নিধানে ' সীয়োন স্মরণে আমরা সেখানেই বসিয়া পড়িলাম, রোদনও করিলাম।

২ তন্মধ্য পাপ্পমা বৃক্ষের উপর : আমাদের বীণা টাঙ্গাইয়া দিলাম।

৩ কেননা সেখানে আমাদের বন্দিকারকেরা আমাদের নিকট গীত বাক্য, এবং আমাদের উপদ্রবিরা আমাদের আনন্দ চাহিল : "আমাদের কাছে সীয়োনের একটী গান গাও।"

৪ প্রভুর গান বিদেশির ভূমিতে : আমরা কেমন করিয়া গাইব।

৫ হে য়েরূশালেম, আমি যদি তোমাকে বিস্মৃত হই : আমার দক্ষিণ হস্ত আত্মবিস্মৃত হউক।

৬ আমি যদি তোমাকে স্মরণে না রাখি, যদি য়েরূশালেমকে আমার প্রধান আনন্দের উপরিস্থ না করি : আমার জিহ্বা তালুতে লগ্ন হউক।

৭ হে প্রভো, এদোম সন্তানগণের বিরুদ্ধে য়েরূশালেমের দিন স্মরণ কর : যাহারা বলিল, "নিপাত কর, তাহার মূল পর্য্যন্ত নিপাত কর।"

৮ ওরে বাবেল কন্যা! ওরে নাশগ্রস্তা : ধন্য সেই, যে আমাদের প্রতি তোমার ব্যবহারের পরিশোধ তোমাকে দিবে।

৯ ধন্য সেই, যে তোমার শিশুগণকে ধরিয়া : পাষাণের উপর আছাড়িবে।

১৩৮ গীত।

১ আমি তোমাকে সর্ব্বহৃদয়ে প্রশংসা করিব : ঈশ্বরদের সমক্ষে তোমার সংকীর্ত্তন করিব।

২ আমি তোমার পবিত্র মন্দিরের দিকে প্রণিপাত করিব, এবং তোমার দয়া ও সত্য হেতুক তোমার নামের প্রশংসা করিব : কেননা তুমি আপন বচন আপন সমস্ত নামোপরি মহৎ করিয়াছ।

৩ যে দিনে ডাকিলাম, তখনি তুমি শুনিলা: তুমি আমার প্রাণে বল দিয়া আমাকে পরাক্রান্ত করিলা।
৪ হে প্রভো, পৃথিবীর সকল রাজারা তোমার প্রশংসা করিবে: কেননা তাহারা তোমার মুখের বাক্য শুনিয়াছে।
৫ এবং তাহারা প্রভুর পথে গমন করিবে: কারণ প্রভুর গৌরব মহৎ।
৬ কেননা প্রভু উন্নত, অথচ নম্রের প্রতি দৃষ্টি করেন: কিন্তু গর্ব্বিকে দূরস্থ জানেন।
৭ যদিও আমি ক্লেশ মধ্যে ভ্রমণ করি, তথাপি তুমি আমাকে সজীব রাখিবা, তুমি আমার শত্রুদের ক্রোধের প্রতিকূলে তোমার হস্ত প্রসারণ করিবা: এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ত্রাণ করিবে।
৮ প্রভু আমার পক্ষে সাধন করিবেন, হে প্রভু, তোমার করুণা নিত্যস্থায়িনী: তোমার হস্তের কার্য্য ত্যাগ করিও না।

---

২৯ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

১৩৯ গীত।

১ **হে প্রভো,** তুমি আমাকে অনুসন্ধান করিয়াছ: এবং জ্ঞাত আছ।
২ তুমি তো আমার উপবেশন ও উত্থান জানিতেছ তুমি দূর হইতে আমার কল্পনা বুঝিতেছ।
৩ আমার পথ ও আমার শয্যা তুমি সন্ধান কর

এবং আমাব সকল পদবী তোমার সুবিদিত।

৪ কেননা আমার জিহ্বায় এমত কোন বাক্য নাই যাহা তুমি হে প্রভো, সম্পূর্ণরূপে জান না।

৫ অগ্র পশ্চাৎ তুমি আমাকে চাপিয়া ধবিতেছ . এব' তোমার হস্ত আমার উপর রাখিয়াছ।

৬ আমার পক্ষে এমত জ্ঞান অতি অদ্ভুত : তাহ' উচ্চ, আমি তাহার অপাবক।

৭ কোথায় তোমার আত্মা হইতে যাইব : কোথায় তোমাব সাক্ষাৎ হইতে পলাইব ?

৮ যদি স্বর্গে উঠি, সেখানে তুমি : যদি অধোলোকে শয্যা করি, অহো সেখানেও তুমি।

৯ যদি আমি প্রভাতের পক্ষ লই : যদি সমুদ্র প্রান্তে বাস কবি,

১০ সেখানেও তোমাব হস্ত আমাকে চালাইবে ' এব' তোমাব দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধবিবে।

১১ যদি কহি, 'অন্ধকাব তো আমাকে আচ্ছন্ন কবিবে এবং আমাব চতুষ্পার্শ্বের জ্যোতি রাত্রি হইবে,'

১২ তবে অন্ধকার তোমাব কাছে অন্ধকার থাকিবে না . এবং রাত্রি দিবসের ন্যায দীপ্তি দিবে, অন্ধ কার যেমন, দীপ্তিও তেমন।

১৩ কেননা তুমিই আমার হৃদগ্রন্থির অধিকারী . তুমি আমাকে মাতৃগর্ভে আবরণ করিয়াছিলা।

১৪ আমি তোমার প্রশংসা করিব, যেহেতুক আমি ভয়ানক ও আশ্চর্য্যরূপে নির্ম্মিত : তোমার কার্য্য আশ্চর্য্য, তাহা আমার প্রাণ বিলক্ষণ জানে।

১৫ সংগোপনে আমার গঠন যাবৎ হইতেছিল, পৃথিবীর নিম্নভাগে রচনা হইতেছিল : আমার আকৃতি তোমাহইতে লুক্কায়িত ছিল না।

১৬ তোমার চক্ষু আমার পিণ্ডাবস্থা দেখিল : এবং তোমার গ্রন্থে তৎসমুদয় লিখিত ছিল, একটীও না হইতে ২ দিন সকল গঠিত হইয়াছিল ।

১৭ আর আমার পক্ষে হে ঈশ্বর, তোমার কল্পনা কেমন মহার্হ : তৎসমষ্টি কেমন বৃহৎ ।

১৮ আমি গণনা করিলে, তাহা বালুকাপেক্ষা বহুল : আমি জাগিলাম, এখনও তোমার সঙ্গে আছি ।

১৯ হে ঈশ্বর, তুমি অবশ্য দুষ্টকে বধ করিবা : রে রক্তপ্রিয় লোক, আমাহইতে দূর হও ।

২০ কেননা তাহারা খলতার নিমিত্তে তোমার প্রসঙ্গ করে : তাহারা মিথ্যা উক্তি করে,—তোমার শত্রুগণ ।

২১ হে প্রভো, যাহারা তোমাকে দ্বেষ করে, আমি কি তাহাদিগকে দ্বেষ করি না : এবং যাহারা তোমার বিপক্ষে উঠে, আমি কি তাহাদিগকে ঘৃণা করি না ?

২২ তাহাদিগকে সম্পূর্ণ দ্বেষে দ্বেষ করি :—তাহারা আমার বোধে শত্রু হইয়াছে ।

২৩ হে ঈশ্বর, আমার অনুসন্ধান কর, এবং আমার হৃদয়জ্ঞ হও : আমার পরীক্ষা কর, এবং আমার চিন্তা জান ।

২৪ দেখ, আমাতে কোন শোকের পথ আছে কি না : এবং আমাকে নিত্য ২ পথে লইয়া যাও ।

১৪০ গীত ।

১ **হে প্রভো,** দুষ্ট লোক হইতে আমাকে উদ্ধার কর : অত্যাচারী লোক হইতে আমাকে রক্ষা কর ।

২ কেননা তাহারা হৃদয়ে মন্দ কল্পনা করে : সমস্ত দিন সংগ্রাম উত্থাপন করে ।

৩ সর্পের ন্যায় আপনাদের জিহ্বা তীক্ষ্ণ করে : তাহাদের ওষ্ঠতলে কালসর্পের বিষ।

৪ হে প্রভো, আমাকে দুষ্টের হস্ত হইতে রক্ষা কর, অত্যাচারী লোকহইতে আমাকে উদ্ধার কর : কেননা তাহাদের কল্পনায় আমাদের চরণ স্খলিত হয়।

৫ দর্পকারিরা আমার নিমিত্তে গোপনে ফাঁদ এবং রজ্জু ফেলিয়াছে : তাহারা পথের ধারে জাল বিস্তার করিয়াছে, তাহারা আমার নিমিত্ত কল পাতিয়াছে।

৬ আমি প্রভুকে কহিলাম, তুমিই আমার ঈশ্বর : হে প্রভো, আমার নিবেদনের রব শুন।

৭ হে প্রভো ঈশ্বর, আমার ত্রাণের শক্তি : তুমি রণ সজ্জার দিনে আমার মস্তক আবরণ করিয়াছিলা।

৮ হে প্রভো, দুষ্টের অভিলাষ সম্পন্ন করিও না : তাহার মন্ত্রণা সিদ্ধ করিও না, কেননা তাহারা উদ্ধত হইবে।

৯ আমার বেষ্টনকারিদের মস্তককে :—তাহাদের নিজ ওষ্ঠের শ্রম তাহাদিগকে আবরণ করিবে।

১০ তাহাদের উপর জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষিপ্ত হইবে তাহাদিগকে অগ্নিতে ফেলা যাইবে, গভীর কুণ্ডেতে, যেখান হইতে উত্থান হয় না।

১১ বাচাল লোক পৃথিবীতে স্থিরীকৃত হইবে না : অমঙ্গল অত্যাচারী লোককে বিনাশার্থে মৃগয়া করিবে।

১২ আমি জানি, প্রভু দরিদ্রের বাদ : দীনদের বিচার, নির্ব্বাহ করিবেন।

১৩ যাথার্থিকেরা অবশ্য তোমার নামের প্রশংসা করিবে : সরল লোকে তোমার সমক্ষে বাস করিবে।

১৪১ গীত।

১ হে প্রভো, আমি তোমাকে ডাকিলাম, আমার জন্য ত্বরা কর : তোমার জন্য ডাকিলে আমার রবে কর্ণপাত কর।

২ আমার প্রার্থনা তোমার সমক্ষে ধূপভাবে স্থাপিত হউক : আমার হস্তের উত্তোলন সায়ং নৈবেদ্য ভাবে।

৩ হে প্রভো, আমার মুখের উপর প্রহরী রাখ : আমার ওষ্ঠাধর রক্ষা কর।

৪ আমার হৃদয় মন্দ বিষয়ে প্রবৃত্ত না হউক, যেন আমি অপক্রিয়াকারি পুরুষদের সহিত বিষম কার্য্য সাধন না করি : এবং যেন তাহাদের সুখাদ্য না খাই।

৫ যাথার্থিক অনুগ্রহে আমাকে আঘাত ও অনুযোগ করুক, ঐ মস্তক-তৈল আমার মস্তক যেন অগ্রাহ্য না করে : তথাপি উহাদের দুষ্টাচারেতে আমার প্রার্থনা থাকিবে।

৬ তাহাদের বিচারকেরা শৈল পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত হইল : তাহাতে তাহারা আমার বচন শুনিবে, কেননা তাহা মিষ্ট।

৭ মৃত্তিকা কর্ষণ করিবার ন্যায় : আমার অস্থি অধোলোকের মুখে বিকীর্ণ আছে।

৮ কিন্তু হে প্রভো ঈশ্বর, আমার চক্ষু তোমার প্রতি : আমি তোমার শরণ লইয়াছি, আমার প্রাণ নিঃসৃত করিও না।

৯ আমার জন্যে তাহাদের পাতিত ফাঁদ হইতে : এবং অপক্রিয়াকারিদের কল হইতে আমাকে রক্ষা কর।

১০ দুষ্টেরা আপনাদের জালে পতিত হউক: যাবৎ আমি উত্তীর্ণ হই।

---

২৯ দিন। সায়ংকালীন গীত।

১৪২ গীত।

১ আপন রবে আমি প্রভুর প্রতি চীৎকার করি: আপন রবে আমি প্রভুর প্রতি নিবেদন করি।

২ আমি তাঁহার সমক্ষে আমার কষ্ট প্রকাশ করি: আমি তাঁহার সমক্ষে দুঃখ ব্যক্ত করি।

৩ আমার আত্মা আমাতে অভিভূত হইলে, তুমিই আমার পদবী অবগত আছ: যে পথে আমি চলি, তাহারা আমার নিমিত্ত গোপনে ফাঁদ পাতিয়াছে।

৪ দক্ষিণ পার্শ্বে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, কেননা আমার পরিচয় লয় এমন কেহই নাই: আমার সমস্ত আশ্রয় নষ্ট হইয়াছে, কেহই আমার প্রাণের তত্ত্ব লয় না।

৫ হে প্রভো, আমি তোমার প্রতি চীৎকার করিলাম: আমি কহিলাম, তুমি আমার শরণ, এবং জীবন ভূমিতে আমার অংশ।

৬ আমার চীৎকারে অবধান কর, কেননা আমি অতি ক্ষীণ হইয়াছি: আমার তাড়নাকারিগণ হইতে আমাকে উদ্ধার কর, কেননা তাহারা আমাপেক্ষা বলিষ্ঠ।

৭ আমার প্রাণকে কারা হইতে বাহির কর, যেন তোমার নামের প্রশংসা করি: যাথার্থিকেরা

আমার চতুষ্পার্শ্বে একত্র হইবে, কারণ তুমি আমার প্রতি বদান্য।

১৪৩ গীত।

১ হে প্রভো, আমার প্রার্থনা শুন, আমার নিবেদনে কর্ণপাত কর: আমার বিশ্বস্ততায়, তোমার যাথার্থ্যেতে, আমাকে উত্তর দেও।

২ এবং তোমার সম্মুখে কোন প্রাণী যাথার্থিক হইবে না।

৩ কেননা শত্রু আমার প্রাণের তাডনা করিয়াছে, ভূমিতে আমার জীবন দলিত করিয়াছে, চিরমৃতের ন্যায় আমাকে অন্ধতিমিরে বাস করাইয়াছে।

৪ এবং আমার আত্মা আমাতে অভিভূত হয় আমার অন্তরে আমার হৃদয় স্তব্ধ হইয়াছে।

৫ আমি পুরাতন দিন স্মরণ করি, তোমার সকল ক্রিয়া ধ্যান করি তোমার হস্তের কার্য্য চিন্তা করি।

৬ আমি তোমার প্রতি আপন হস্ত প্রসারণ করি আমার প্রাণ তোমার নিমিত্ত তৃষিত ভূমি তুল্য।

৭ হে প্রভো, ত্বরায় আমাকে উত্তর দেও, আমার আত্মা অবসন্ন হয় আমাহইতে তোমার মুখ লুকাইও না, নচেৎ আমি গহ্বরে পতনশীলদের তুল্য হইব।

৮ প্রাতে আমাকে তোমার অনুগ্রহ শ্রবণ করাও, কেননা তোমাতেই আমার নির্ভর আমার গন্তব্য পথ আমাকে জানাও, কেননা আমি তোমার প্রতি আমার প্রাণ উন্নত করি।

৯ হে প্রভো, আমাকে শত্রুদের হইতে উদ্ধার কর: আমি তোমার নিকট লুকাই।

১০ আমাকে তোমার ইচ্ছা পালন করিতে শিখাও, কেননা তুমিই আমার ঈশ্বর: তোমার উত্তম আত্মা আমাকে সমভূমিতে চলাউক।

১১ হে প্রভো, তোমার নামার্থে আমাকে সজীব কর: তোমার যাথার্থ্যেতে আমার প্রাণকে ক্লেশ হইতে বাহির কর।

১২ এবং তোমার করুণায় আমার শত্রুগণকে উচ্ছিন্ন কর: ও আমার প্রাণপীড়ক সকলকে বিনাশ কর, কেননা আমি তোমার দাস।

---

৩০ দিন। প্রাতঃকালীন গীত।

১৪৪ গীত।

১ আমার শৈল প্রভুর ধন্যবাদ: যিনি সংগ্রামার্থে আমার হস্তের, যুদ্ধার্থে আমার অঙ্গুলীর শিক্ষক।

২ আমার করুণা ও আমার দুর্গ, আমার উচ্ছ্রয় এবং আমার উদ্ধারকর্ত্তা: আমার ঢাল তাহাতে আমার ভরসা, যিনি আমার লোককে আমার নীচে দমন করেন।

৩ হে প্রভো, মর্ত্ত্য কে যে তুমি তাহার পরিচয় লও: মনুষ্য সন্তানই বা কে যে তুমি তাহাকে গণ্য কর?

৪ মনুষ্য অনর্থের তুল্য: তাহার দিন জঙ্গম ছায়ার ন্যায়।

৫ হে প্রভো, তোমার স্বর্গ নত করিয়া নাম: গিরি স্পর্শ কর, তাহা ধূমবান হইবে।

৬ বজ্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিকীর্ণ কর: শর ত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদিগকে ব্যাকুল কর।

৭ ঊর্দ্ধ হইতে তোমার হস্ত ক্ষেপ কর: প্রকাণ্ড জল

হইতে, বিদেশী সন্তানগণের হস্ত হইতে, আমাকে নিস্তার ও উদ্ধার কর।

৮ যাহাদের মুখ অসার উক্তি করে: এবং তাহাদের দক্ষিণ হস্ত মিথ্যার হস্ত।

৯ হে ঈশ্বর, আমি তোমার উদ্দেশে নূতন গীত গাইব: দশতন্ত্রী বল্লকীতে তোমার উদ্দেশে কীর্ত্তন করিব।

১০ তিনি নৃপতিগণকে পরিত্রাণ দেন: তিনি আপন দাস দাবীদকে হিংসক খড়্গ হইতে নিস্তার করেন।

১১ বিদেশী সন্তানগণের হস্ত হইতে আমাকে নিস্তার ও উদ্ধার কর: যাহাদের মুখ অসার উক্তি করে ও তাহাদের দক্ষিণ হস্ত মিথ্যার হস্ত।

১২ যেন আমাদের পুত্রগণ যৌবনাবস্থায় তেজীয়ান্ বৃক্ষের তুল্য হয়: আমাদের পুত্রিকাগণ মন্দিরের আকৃতিতে খোদিত কোণস্থ স্তম্ভ তুল্য হয়।

১৩ যেন আমাদের ভাণ্ডার পূর্ণ হয় ও নানাবিধ সামগ্রী যোগায়: আমাদের পাল সকল আমাদের মাঠের মধ্যে সহস্র ২ অযুত ২ হয়।

১৪ আমাদের বলদ সকল যেন বিলক্ষণ ভারবাহি হয়: আমাদের রাজপথে যেন কোন উপদ্রব বা অনিষ্ট বা বিলাপ না থাকে।

১৫ ধন্য ঐ লোক, যাঁহাদের এই রূপ গতি: ধন্য ঐ লোক, প্রভু যাহাদের ঈশ্বর।

১৪৫ গীত।

১ হে রাজন্ আমার ঈশ্বর, আমি তোমার মহিমা করিব: এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত তোমার নামের ধন্যবাদ করিব।

২ আমি প্রত্যহ তোমার নামের ধন্যবাদ করিব: এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত তোমার নামের প্রশংসা করিব।

৩ প্রভু মহান্ এবং অত্যন্ত প্রশংসনীয়: এবং তাঁহার মহত্ত্বের সন্ধান নাই।

৪ পুরুষে ২ তোমার কার্য্যের প্রশংসা করিবে: এবং তোমার পরাক্রান্ত ক্রিয়া প্রচার করিবে।

৫ আমি তোমার সম্ভ্রমের ও গৌরবের মহিমা: এবং তোমার আশ্চর্য্য কার্য্যের ইতিহাস চিন্তন করিব।

৬ এবং লোকে তোমার ভয়ানক ক্রিয়ার পরাক্রম প্রসঙ্গ করিবে: আর আমি তোমার মহত্ত্বের বর্ণনা করিব।

৭ তাহারা তোমার প্রচুর ভদ্রতার স্মরণী প্রচার করিবে: এবং তোমার যাথার্থ্য গান করিবে।

৮ প্রভু কৃপালু ও করুণাময়: ক্রোধেতে ধীর ও দয়াতে মহান্।

৯ প্রভু সকলের প্রতি ভদ্র: এবং তাঁহার সমুদয় কার্য্যের উপর তাঁহার করুণা।

১০ হে প্রভো, তোমার সমুদয় কার্য্য তোমার প্রশংসা করে: এবং তোমার সাধুরা তোমার ধন্যবাদ করে।

১১ তাহারা তোমার রাজ্যের গৌরব প্রসঙ্গ করে: ও তোমার পরাক্রান্ত ক্রিয়া বর্ণনা করে।

১২ যেন তাহারা মনুষ্যসন্তানগণকে তাঁহার ক্রিয়া: এবং তাঁহার রাজ্যের মহিমার গৌরব জ্ঞাপন করে।

১৩ তোমার রাজ্য সর্ব্বকালীন রাজ্য: এবং তোমার আধিপত্য সর্ব্বপুরুষ ব্যাপী।

১৪ প্রভু সকল পতনশীলদিগকে ধারণ করেন: এবং সকল অবনতগণকে উন্নত করেন।

১৫ সকলের চক্ষু তোমার প্রতীক্ষায় থাকে: এবং তুমি যথাকালে তাহাদের ভক্ষ্য দিয়া থাক।
১৬ তুমি তোমার হাত মুক্ত করিয়া: প্রত্যেক প্রাণির সন্তোষে তৃপ্ত কর।
১৭ প্রভু আপন সমুদয় পথে যাথার্থিক: এবং আপন সকল কার্য্যে দয়াবান।
১৮ প্রভু আপন নিবেদক মাত্রেরি: সত্যেতে তাঁহার নিবেদক মাত্রেরি, নিকটবর্ত্তী।
১৯ তিনি তাঁহার ভয়কারিগণের সন্তোষ সম্পন্ন করেন: এবং তাহাদের চীৎকার শুনিয়া ত্রাণ করেন।
২০ প্রভু আপন সকল প্রেমকারিগণকে রক্ষা করেন: এবং সকল দুষ্টগণকে বিনষ্ট করেন।
২১ আমার মুখ প্রভুর প্রশংসা উক্ত করুক: এবং মাংস মাত্র অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ করুক।

১৪৬ গীত।

১ **হালেলুয়া,** হে আমার প্রাণ: প্রভুর প্রশংসা কর।
২ আমি যাবজ্জীবন প্রভুর প্রশংসা করিব: আমার যাবৎ কাল আমার ঈশ্বরের উদ্দেশে সংকীর্ত্তন করিব।
৩ অধিপতিগণে ভরসা রাখিও না: অথবা মনুষ্য সন্তানে, যাহার নিকটে ত্রাণ নাই।
৪ তাহার শ্বাস নির্গত হয়, সে নিজ মৃত্তিকাতে ফিরিয়া যায়: সেই দিনে তাহার সকল কল্পনার নাশ হয়।
৫ ধন্য সেই, যাহার সহায় য়াকোবের ঈশ্বর: আপন ঈশ্বর প্রভুতে যাহার প্রত্যাশা।

৬ তিনি স্বর্গ ও পৃথিবী ও সমুদ্রের : ও তন্মধ্যস্থ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি নিরন্তর সত্যের রক্ষক।

৭ তিনি অত্যাচারগ্রস্তদের নিমিত্ত বিচার করেন : তিনি ক্ষুধিতদিগকে আহার দেন : প্রভু বন্দিগণকে মুক্ত করেন।

৮ প্রভু অন্ধদের চক্ষু উন্মীলন করেন, প্রভু অবনতগণকে উত্থিত করেন : প্রভু যাথার্থিগণকে প্রেম করেন।

৯ প্রভু বিদেশিদিগকে রক্ষা করেন : তিনি পিতৃহীন ও বিধবার সহায়, কিন্তু দুষ্টগণের পথ ভ্রষ্ট করেন।

১০ প্রভু নিত্য রাজত্ব করেন : তোমারি ঈশ্বর, হে সীয়োন, পুরুষে ২, হালেলুয়া।

---

৩০ দিন। সায়ংকালীন গীত।

১৪৭ গীত।

১ প্রভুর প্রশংসা কর, কেননা আমাদের ঈশ্বরের কীর্ত্তন করা ভাল : কেননা তাহা রমণীয়, এবং প্রশংসাবাদন উপযুক্ত।

২ প্রভু যেরূশালেম নির্ম্মাণ করিলেন : তিনি ইস্রাএলের তাড়িতগণকে সংগ্রহ করিবেন।

৩ তিনি ভগ্ন হৃদয়দিগকে সুস্থ করেন : এবং তাহাদের ক্ষত বন্ধন করেন।

৪ তিনি নক্ষত্রগণের সংখ্যা গণনা করেন : তাহাদের সকলকে নামে ২ ডাকেন।

৫ আমাদের প্রভু মহান, ও প্রচুর পরাক্রমী :

তাঁহার বুদ্ধির পরিমাণ নাই।

৬ প্রভু বিনয়ীগণের সহায় : তিনি দুষ্টগণকে ভুমি-সাৎ করেন।

৭ প্রভুর প্রতি প্রশংসা পূর্ব্বক গান কর : বীণাতে আমাদের ঈশ্বরের কীর্ত্তন কর।

৮ যিনি স্বর্গকে মেঘাচ্ছন্ন করেন, যিনি পৃথিবীর নিমিত্তে বৃষ্টি প্রস্তুত করেন : যিনি পর্ব্বতগণকে তৃণ উৎপাদন করান।

৯ তিনি গবাদিকে : চীৎকারী কাকশাবককে স্ব ২ ভক্ষ্য দেন।

১০ তিনি অশ্বের পরাক্রমে সন্তুষ্ট নহেন : এবং মনুষ্যের জঙ্ঘাতেও প্রসন্ন নহেন।

১১ প্রভু আপন ভয়কারিদিগেতে : তাঁহার করুণার প্রতীক্ষাকারিদিগেতে সন্তুষ্ট আছেন।

১২ হে য়েরুশালেম, প্রভুর স্তব কর : হে সীয়োন, তোমার ঈশ্বরের প্রশংসা কর।

১৩ কেননা তিনি তোমার দ্বারের অর্গল দৃঢ় করিয়াছেন : তিনি তোমার মধ্যস্থ সন্তানগণের আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

১৪ তিনি তোমার পরিসীমা শান্তিময় করেন : তিনি তোমাকে উত্তম গোধূমেতে তৃপ্ত করেন।

১৫ তিনি পৃথিবীতে আপন আজ্ঞা প্রেরণ করেন : তাঁহার বাক্য অতি বেগে ধাবমান হয়।

১৬ তিনি লোমের ন্যায় হিম প্রেরণ করেন : তিনি ভস্মের ন্যায় নীহার বিকীর্ণ করেন।

১৭ তিনি আপন হিমানী রুটীগুঁড়ার ন্যায় প্রেরণ করেন : তাঁহার শীতের সম্মুখে কে দাঁড়াইতে পারে?

১৮ তিনি আপন বাক্য পাঠান, তাহা দ্রব করেন: তিনি আপন বায়ু বহান, জল প্রবাহিত হয়।

১৯ তিনি যাকোবের প্রতি আপন বাক্য: ইস্রাএলের প্রতি আপন ব্যবস্থা ও বিচার প্রচার করেন।

২০ তিনি কোন জাতির সহিত এমত ব্যবহার করেন নাই: তাঁহার বিচারও তাহারা জানে না। হালেলুয়া।

১৪৮ গীত।

১ হালেলুয়া, স্বর্গ হইতে প্রভুর প্রশংসা কর: ঊর্দ্ধেতে তাঁহার প্রশংসা কর।

২ হে তাঁহার সমস্ত দূত, তাঁহার প্রশংসা কর: হে তাঁহার সেনা, তাঁহার প্রশংসা কর।

৩ হে সূর্য্য ও চন্দ্র, তাঁহার প্রশংসা কর: হে জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র, তাঁহার প্রশংসা কর।

৪ হে স্বর্গের স্বর্গ, ও স্বর্গোপরিস্থ জলসমূহ: তাঁহার প্রশংসা কর।

৫ তাহারা প্রভুর নামের প্রশংসা করুক: কেননা তাঁহার আজ্ঞামাত্রে তাহারা সৃষ্ট হইল।

৬ এবং তিনি তাহাদিগকে চিরকালার্থে স্থাপন করিলেন: তিনি ব্যবস্থা দিলেন, তাহার লোপ হইবে না।

৭ পৃথিবীতে প্রভুর প্রশংসা কর: হে মকর সকল ও সমস্ত গভীর।

৮ অগ্নি এবং শিলা, হিম ও বাষ্প: প্রচণ্ড বায়ু, তাঁহার বাক্য সাধনকারী।

৯ পর্ব্বতগণ ও সমস্ত গিরি: ফল বৃক্ষ ও সমস্ত দেবদারু।